BOIGHAR.COM

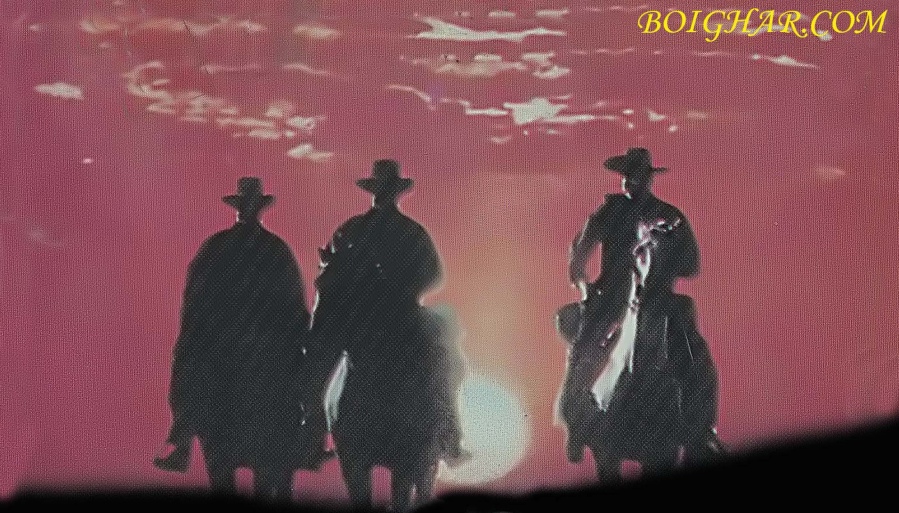

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

# মৃত্যুর স্বাদ

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

বইঘর

বইঘর নিবেদন

# মৃত্যুর স্বাদ

## রাকিব হাসান

### ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের তিনটি অসাধারণ 'ওয়েস্টার্ন' কাহিনী

★ যাকে নিয়ে এই গল্প, তার নাম বিল ডেনভার।
অনেক অ্যাডভেঞ্চারই করেছে সে জীবনে;
তবে এক সেপ্টেম্বরের সকালে, দক্ষিণ ডাকোটার গলাকাটা
খুনে ইনডিয়ানদের এলাকায় একটা গ্রিজলি ভালুকের
সঙ্গে হাতাহাতি হওয়ার পর যে ঘটনা সে ঘটিয়েছে
তার কোন তুলনা হয় না।

★ বস্ আমাকে বলেছে: খুব সাবধান, সাংঘাতিক লোক ওই
স্টার লেভিট। ভীষণ ধূর্ত। প্রচুর বদনাম। ওখানে গিয়ে তদন্ত
করো, ও যে খুনী নয়, পারলে প্রমাণ করে দিয়ে এসো, ব্যস।
এর বেশি ঝুঁকি নিতে যেয়ো না, কুগারকে বিশ্বাস করা যায়,
তবু ওকে নয়। **বইঘর**

★ থেকে থেকেই বেলিন্দার কথা মনে আসছে জিমের;
রাতের অন্ধকারে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল দু-জনে,
বাহুতে নরম হাতের ছোঁয়া··· কানে বাজছে চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ।
ধূসর বড় বড় চোখ···মেয়েটা সত্যি সুন্দরী!
কিন্তু এখানে থাকলে তার ভাগ্যে কি ঘটবে জানে জিম।
হয় তাকে কুকুরের মত গুলি করে মারা হবে, নয় তো খুনের দায়ে
ধরে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হবে ফাঁসির দড়িতে...

# মৃত্যুর স্বাদ

রকিব হাসান

প্রজাপতি প্রকাশন

**প্রকাশক**
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব: লেখকের
**প্রথম প্রকাশ**
অক্টোবর, ১৯৯৪
**প্রচ্ছদ**
আলীম আজিজ
**মুদ্রাকর**
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
**প্রজাপতি প্রকাশন**
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
**পরিবেশক**
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
**শো-রূম**
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ISBN-984-462-038-4
MRITTYUR SHWAD
By: Rakib Hassan
**মূল্য ॥ পঁয়ত্রিশ টাকা**

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

# মৃত্যুর স্বাদ

# ওয়েস্টার্ন

# মৃত্যুর স্বাদ

## রকিব হাসান

**SCAN & EDITED BY:**

BOIGHAR

**FACEBOOK:**

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

**WEBSITE**

WWW.BOIGHAR.COM

সূচি:


| | |
|---|---|
| মৃত্যুর স্বাদ— | ৫ |
| খুনের পাহাড়— | ১৯ |
| দুশমন— | ৫৩ |

# মৃত্যুর স্বাদ

গল্পটা বলেছিল একজন বুড়ো সৈনিক, বহু বছর আগে। হলপ করে বলেছে সে, এটা সত্যি ঘটনা। কেউ বিশ্বাস করেছে তার কথা, বিস্ময়ে থ হয়ে থেকেছে। কেউ করেনি, হেসেছে মুখ বাঁকিয়ে। আড়ালে গিয়ে বলেছে, 'গুল মারার আর জায়গা পায়নি।'

সত্য কি মিথ্যে সে তর্কে গেলে অনেক কথাই আর শোনা হয় না, অনেক বিস্ময়কর সত্যি ঘটনাও চাপা পড়ে যায় বিস্মৃতির আড়ালে। কাজেই, মনে হয় বলে ফেলাই ভাল। যে বিশ্বাস করল, করল, যে করল না, করল না।

যাকে নিয়ে এই গল্প, তার নাম বিল ডেনভার। অনেক অ্যাডভেঞ্চারই করেছে সে জীবনে, তবে এক সেপ্টেম্বরের সকালে দক্ষিণ ডাকোটায় একটা গ্রিজলি ভালুকের সঙ্গে হাতাহাতি হওয়ার পর যে ঘটনা ঘটিয়েছে তার কোন তুলনা হয় না। তখন তার বয়েস চল্লিশ। কিছু কিছু মানুষের টিকে থাকার বিস্ময়কর ক্ষমতার এটা একটা উদাহরণ। আমেরিকার বুনো পশ্চিম সম্পর্কে অনেক রোমাঞ্চকর গল্প শোনা যায়। কেউ হয় দক্ষ পিস্তলবাজ, কেউ অসাধারণ দুঃসাহসী, কেউ বা আবার বিন্দুমাত্র প্রাণের মায়া না করে বেরিয়ে পড়ে সাংঘাতিক সব অ্যাডভেঞ্চারে। বিল ছিল একজন অ্যাডভেঞ্চারার।

শুরুতে নাবিক ছিল সে, অফিসার। ১৮১৭ সালে ক্যারিবিয়ান সাগরে কুখ্যাত জলদস্যু জাঁ ল্যাফিটির হাতে বন্দি হয়। সমস্ত নাবিকসহ বিলের জাহাজ দখল করে ল্যাফিটি। বেঁচে থাকার একটা সুযোগ দেয় বিলকে—হয় তার সঙ্গে দস্যুতায় যোগ দিতে হবে, নয়তো তক্ষুণি অন্য দুনিয়ায় পাড়ি জমাতে হবে। মরার চেয়ে ডাকাত হতেই বেশি আগ্রহ দেখায় বিল। কিন্তু বছরখানেকের বেশি সহ্য করতে পারেনি। গ্যালভেস্টন আইল্যাণ্ডে থাকার সময় একদিন ল্যাফিটির আদেশ অমান্য করে বসে। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। পালায় সে। একজন সঙ্গীকে নিয়ে সাঁতরে বহু মাইল বিপদসঙ্কুল সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে গিয়ে ওঠে আমেরিকার উপকূলে। তার প্রধান দুশ্চিন্তা ছিল তখন নরখাদক ইনডিয়ানদের নিয়ে। লুকিয়ে লুকিয়ে এগোতে থাকে। উদ্দেশ্য, লুইজিয়ানা সীমান্ত দিয়ে টেকসাসে ঢুকে পড়া।

কারানকাউয়া নরখাদকদের ফাঁকি দিল সে ঠিকই, কিন্তু হিসেবে গোলমাল করে পথ হারিয়ে ফেলল। উত্তর-পুবে যাওয়ার বদলে সরে চলে এল উত্তর-পশ্চিমে।

boighar.com

লুইজিয়ানায় না ঢুকে ঢুকল গিয়ে পশ্চিম কানসাসে, পাউনি ইনডিয়ানদের এলাকায়। ধরা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দেবতার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গীকে বলি দিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু অসামান্য দক্ষতায় বিল পটিয়ে ফেলল ইনডিয়ানদের সর্দারকে। তার কাছে সামান্য কিছু জিনিস ছিল, সেগুলো উপহারও দিল। তার ব্যবহারে এবং উপহার পেয়ে সর্দার এতই খুশি, মৃত্যুদণ্ড তো মওকুফ করে দিলই, বিলকে ধর্মপুত্র করে নিল।

১৮১৯ সাল পর্যন্ত পাউনি সেজে রইল বিল। তারপর একদিন তার ধর্মপিতা সেইন্ট লুইসে রওনা হলো উইলিয়াম ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। ক্লার্ক তখন ইনডিয়ান অ্যাফেয়ার্সের সুপারিনটেনডেন্ট। বিলকে সঙ্গে নিল সর্দার। সেইন্ট লুইসে এসে আবার সাদা-মানুষ হয়ে গেল বিল।

১৮২৩ সালের বসন্তে অ্যাশলি-হেনরির দলে যোগ দিয়ে মিসৌরির উজানে পার্বত্য অঞ্চলে রওনা হলো বিল। নতুন প্রদেশ মিসৌরির একজন বেশ ক্ষমতাশালী লোক তখন জেনারেল অ্যাশলি। সেনাবাহিনী ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। ফারের ব্যবসা করে টাকা কামাচ্ছেন দেদার। আগের বছরও আরেকটা দলকে পার্বত্য অঞ্চলে পাঠিয়েছেন ফার সংগ্রহ করে আনার জন্যে। তিনি শুনেছেন, পেরুর সোনার খনিতে যত সম্পদ আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ নাকি আছে মিসৌরির উজানে বনে-প্রান্তরে। টাকার লোভ নেই বিলের, কেবল অ্যাডভেঞ্চারের লোভেই ভিড়ে গেল অ্যাশলির সঙ্গে।

দুর্ধর্ষ অ্যারিকারা (আমেরিকানরা নাম বিকৃত ও সংক্ষিপ্ত করে রী বলে ডাকত) ইনডিয়ানদের এলাকার ভেতর দিয়ে গেছে পথ। বাধা দিল ওরা। পিছিয়ে আসতে হলো অ্যাশলির দলকে। লড়াইয়ে মারা গেল পনেরোজন সৈন্য, আহত হলো অনেক। পায়ে আঘাত পেল বিল। অ্যাশলি বুঝলেন এই বিজয়ের পর আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে রী-রা। তার আগেই ওদেরকে দমন করতে হবে। সৈন্য সাহায্য চেয়ে আমেরিকান সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সংবাদ পাঠালেন তিনি।

সাহায্য পাঠানো হলো। কিন্তু হিসেবে ভুল করে সব ভজঘট করে দিলেন দলপতি কর্নেল লিভেনওয়ার্থ। তাঁকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়ে দিল রী-রা। সাহস আরও বেড়ে গেল ওদের।

দলবল নিয়ে নদীর ভাটিতে নেমে যেতে বাধ্য হলেন অ্যাশলি আর তাঁর ফিল্ড লীডার মেজর অ্যানড্রু হেনরি। ভীষণ হতাশ তাঁরা। নদীপথ বন্ধ। সামনে এগোতে হলে এখন স্থলপথ ছাড়া গতি নেই। ফোর্ট কিউয়া থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কয়েকটা ঘোড়া হয়তো জোগাড় করা যায়। চড়ে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, ইয়েলোস্টোনের ফোর্ট হেনরি পর্যন্ত রসদ বয়ে নিতে পারলেই ধরে নিতে হবে ভাগ্য খুবই ভাল। ঘোড়ার জন্যে মেজর হেনরিকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন অ্যাশলি। উধাও হয়ে গেছে রী-রা। কোথায় গেছে কেউ জানে না। এই পরিস্থিতি আরও

বইঘর.কম

খারাপ। যে কোন সময় যে কোনখানে ওদের সামনে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে এখন।

আগস্টের মাঝামাঝি ফোর্ট কিউয়া থেকে তেরোজনের দল নিয়ে মিসৌরির উজানে রওনা হলেন হেনরি। পশ্চিমে চলে যাবেন একেবারে গ্র্যাণ্ড রিভার পর্যন্ত। দক্ষিণ ডাকোটার সাংঘাতিক দুর্গম অঞ্চলের ভেতর দিয়ে গেছে পথ। কাঁটাঝোপে ভরা, নির্জন, শুকনো, বসতিহীন অঞ্চল। কয়েক রাত পরেই আক্রমণ করল ইনডিয়ানরা। দুজন লোক মারা গেল তাঁর, আরও দুজন আহত হলো।

দলে বিলও রয়েছে। দলপতির কথা মানতে চায় না, বেপরোয়া, বেয়াড়া, নিজের মন মত চলে। এভাবে চলতে গিয়েই পড়ল গ্রিজলি ভালুকের খপ্পরে। একটা ঝোপের ভেতর দুই বাচ্চাকে নিয়ে শুয়ে ছিল ভালুকটা। মানুষ দেখে গেল খেপে। তেড়ে এল।

রাইফেল তুলে ভালুকের বুকে গুলি করল বিল। ভেবেছিল এক গুলিতেই খতম হয়ে যাবে। কিন্তু হলো না। আরেকবার নলে গুলি ভরে পাউডার ঠাসতে ঠাসতে তিরিশ সেকেণ্ড লেগে যাবে। অত সময় নেই। ফলে যা করার তাই করল সে। রাইফেল ফেলে সাহায্যের জন্যে চিৎকার করতে করতে দিল দৌড়।

দশ কদমও যেতে পারল না। ধরে ফেলল তাকে ভালুক। এক থাবায় ফেলে দিল মাটিতে।

দলে দুজন অভিজ্ঞ সৈনিক আছে। একজন ব্ল্যাক হ্যারিস, আরেকজন হিরাম অ্যালেন। বিলের চিৎকার শুনে প্রথম সেখানে গিয়ে পৌঁছল হ্যারিস। ভালুকের একটা বাচ্চা তাড়া করল তাকে। নিয়ে গিয়ে ফেলল পানিতে। বুক পানিতে দাঁড়িয়ে বাচ্চাটাকে গুলি করে মারল সে।

দলের অন্যেরা এসে দেখল ছুরি নিয়ে বিশাল এক ভালুকের সঙ্গে লড়াই করছে বিল। ভালুকটা থাবা মারছে, চিরে ফালাফালা করছে নখ দিয়ে, আর বিলও চিৎ হয়ে পড়ে থেকে যেভাবে পারছে ওটার গায়ে ছুরি বসাচ্ছে।

মুহূর্ত দেরি না করে গুলি চালাতে শুরু করল ওরা। বিলের গুলি আর ছুরির আঘাতেই অনেকটা কাহিল হয়ে গিয়েছিল ভালুকটা। টলে পড়ল বিলের পাশে।

তাকানো যায় না বিলের দিকে। সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত। গালের হাড় দেখা যায়। পাঁজরের হাড় ভেঙেছে। প্রতিবার দম নেয়ার সময়ই ভুরভুর করে রক্তের বুদবুদ বেরোয় গলা থেকে। অন্তত পনেরোটা মারাত্মক আঘাত রয়েছে, যার একটাই মানুষের মৃত্যু ঘটানোর জন্যে যথেষ্ট।

সবাই বুঝল, আর কয়েক মিনিটের বেশি বাঁচবে না বিল। তার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন সহানুভূতির হাসি হাসল তারা, কোন সান্ত্বনা দিতে পারল না। কয়েক মিনিট পর যখন মরল না সে, ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। কারণ লাশটাকে কবর দেয়ার পর সেদিন আর দিনের আলো থাকবে না।

রাত হলো। ওদেরকে অবাক করে দিয়ে তখনও মরল না বিল।

boighar.com

মরল না সকালেও। জটিল হয়ে গেল পরিস্থিতি। আরেকটা রাত এখানে কাটানো বিপজ্জনক। রী-রা যে কোনখানে থাকতে পারে। এক জায়গায় বেশি সময় কাটাতে গেলে টের পেয়ে চলে আসতে পারে ওরা। তার আগেই নিরাপদ জায়গায় পালানো দরকার। বিপদে পড়ে গেলেন হেনরি। মুমূর্ষু একজন মানুষকে এভাবে ফেলে যাওয়াটা অমানবিক, আবার প্রায় মৃত একজনের জন্যে সুস্থ দশটা জীবনের ঝুঁকি নেয়াটাও বোকামি। ইতিমধ্যেই অস্থির হয়ে উঠেছে সবাই। শেষে আর কোন উপায় না দেখে বললেন, দুজন লোক বিলকে কবর দেয়ার জন্যে থেকে গেলে ভাল হয়। কোন চাপাচাপি নেই। কেউ যদি ইচ্ছে করে থাকতে চায় তবেই থাকবে।

রাজি হয়ে গেল উনিশ বছরের এক নিগ্রো তরুণ। নাম জিম ব্রিজার।

কিন্তু এরকম একটা অনভিজ্ঞ ছেলেকে এই ভয়ঙ্কর এলাকায় একলা ফেলে যাওয়া আর তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া একই কথা। অন্যদের দিকে তাকালেন হেনরি। অভিজ্ঞ আরও একজনকে রেখে যেতে চান ছেলেটার সঙ্গে।

জন ফিজেরাল্ড নামে একজন বলল, নিরানব্বই ভাগ মরা একটা প্রায় লাশের জন্যে দুজন মানুষের মাথা কাটা পড়াটা কি উচিত হবে? রীদের বিশ্বাস নেই।

হেনরি তখন ঘোষণা করলেন, যে থাকবে তাকে চল্লিশ ডলার পুরস্কার দেয়া হবে। এত টাকা ফিজেরাল্ডের তিন মাসের বেতন। সামান্য দ্বিধা করে সে-ই থাকতে রাজি হয়ে গেল।

সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। আর একটা মুহূর্তও দেরি না করে ক্যাম্প ভাঙার নির্দেশ দিলেন হেনরি। যত জলদি পারেন বাকি আটজনকে নিয়ে পৌঁছে যেতে চান ইয়েলোস্টোনে।

বেশ গর্বিত ভাবভঙ্গি তখন জিমের। তার ধারণা, সবগুলো চোখই প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে। কল্পনাও করছে না, 'স্রেফ বোকা' বলে তার জন্যে মনে মনে আফসোস করছে এখন অভিজ্ঞ মানুষগুলো।

ক্যাম্প তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা।

একটা কি দুটো ঘণ্টা ফিজেরাল্ড কিংবা বিলের দিকে কোন নজরই দিল না জিম। চুপচাপ বসে তাকিয়ে রইল তার রাইফেলের দিকে। মন চলে গেছে মিসৌরিতে, বাড়িতে। কামারের কাজ করতে হত তাকে। ঘৃণা করত কাজটাকে। মনে হত, বাপের কামারশালায় বসে গোলামি করছে। তাকিয়ে থাকত নদীর দিকে। দেখত নদীতে ভেসে যাওয়া কীলবোটগুলোকে। ধুকধুক ধুকধুক করে চলেছে উজানের বুনো অঞ্চলের দিকে, ওগুলোতে চেপে তারও বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করত অজানার উদ্দেশে। ওসব অঞ্চল থেকে ফিরে এসে অনেক রোমাঞ্চকর গল্প বলত মানুষ। সে সব শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যেত সে। বারো বছর বয়েস থেকেই স্বপ্ন দেখেছে সেখানে যাওয়ার। সেই সুযোগ সে পেয়েছে। এসেছেও এখানে। তারপর? মলিন, বিষণ্ন হাসি হাসল রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে।

বইঘর.কম

ফিজেরাল্ডের কথায় চিন্তায় ছেদ পড়ল তার, 'আমি আশপাশটা ঘুরে দেখতে যাচ্ছি। তুমি ওকে দেখো।'

কি দেখবে বুঝতে পারল না জিম। কি দেখার আছে? কি করার আছে? একটাই কাজ আছে, সেটা বিলের মৃত্যুর পর। তাকে কবর দিতে হবে।

ফিজেরাল্ড চলে গেলে উঠে দাঁড়াল সে। তাকাল বিলের দিকে। ভয়াবহ সব ক্ষত। শার্ট ছিঁড়ে ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেয়া হয়েছে কোনমতে। জখম পুরো ঢাকেনি তাতে, বেরিয়ে আছে। গা গুলিয়ে উঠল তার। আহত মানুষটার পাশে পড়ে আছে একটুকরো ছেঁড়া কম্বল। সেটা তুলে নিয়ে গিয়ে ঝর্না থেকে ভিজিয়ে এনে একটা কোণ চেপে ঢুকিয়ে দিল তার ঠোঁটের ফাঁকে।

সামান্য কেঁপে উঠল বিলের চোখের পাতা। চুষতে শুরু করল ভেজা কম্বলটা।

বড় ধীর হয়ে পড়েছে যেন সময়। কাটতে আর চায় না। কিছুই করার নেই অপেক্ষা করা ছাড়া। খাওয়ার জন্যে পানি আছে, আর সঙ্গে আছে শুকনো মাংস। তাজা মাংসের জন্যে গুলিও করা যাবে না। শব্দ শুনে হাজির হয়ে যেতে পারে রীরা। তবে ঝোপের মধ্যে একধরনের বুনো জাম আছে, মোষেরা খায়, সেগুলো তুলে এনে খাওয়া যেতে পারে।

কম্বল চোষা থেমে গেছে। সেটা বের করে আনার জন্যে হাত বাড়াল জিম। পেছনে কথা বলে উঠল ফিজেরাল্ড, 'নিঃশ্বাস কেমন?'

বিলের নাকের কাছে হাত রাখল জিম। 'খুবই আস্তে। থেমে থেমে।'

'বেশি দেরি আর করবে না তাহলে। তাড়াতাড়ি গেলেই বাঁচি। এরকম জায়গায় একা থাকতে ভয় লাগে।'

শুনতে ভাল লাগল না জিমের। একা কোথায় ফিজেরাল্ড? জিমকে গোণায়ই ধরছে না। এটা এক ধরনের অবহেলা। নীরবে উঠে গিয়ে ঝোপ থেকে একমুঠো জাম পেড়ে আনল। চিপে চিপে সেগুলোর রস ফেলতে লাগল বিলের ঠোঁটের ফাঁকে।

চুপচাপ বসে আছে ফিজেরাল্ড। তাকাচ্ছেও না জিম কিংবা বিলের দিকে। তবে তার অস্বস্তিটা টের পাচ্ছে জিম।

রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে মোটা কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল দুজনে। রীদের ভয়ে আগুনও জ্বালতে পারছে না। অন্ধকারে শুয়ে জিম আশা করছে ফিজেরাল্ড কথা বলুক। যা খুশি বলুক। অন্তত বোঝা যাক, দুজন মানুষ আছে এখানে। বিল তো থেকেও নেই। সকাল পর্যন্ত টিকবে কিনা কে জানে। মরা মানুষকে এখন আর ভয় করে না জিম। দেড় বছর হলো এসেছে এই পার্বত্য এলাকায়। আসার পর থেকে কত মানুষকে যে মরতে দেখেছে! মৃত্যু গা-সওয়া হয়ে গেছে এখন। তবু, অন্ধকারে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে কয়েক ফুট দূরে পড়ে থাকা আবছা কালো আকৃতিটার দিকে তাকিয়ে ছমছম করে উঠল শরীর। অদ্ভুত একটা অনুভূতি। পাশে শুয়ে থাকা ওই দেহটা জীবিত না মৃত বোঝা যাচ্ছে না।

boighar.com

কিন্তু পরদিন সকালেও দেখা গেল বেঁচে আছে বিল। তার গায়ে হাত দিয়ে দেখল ফিজেরাল্ড। বলল, জ্বর এসেছে। আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না। রক্তপাত আর ক্ষতের যন্ত্রণায় শেষ না হলেও জ্বরের আক্রমণ সইতে পারবে না।

এসব কথা শুনতে ভাল লাগল না জিমের। তবু আশঙ্কা যেন তার মনকে খামচি দিয়ে ধরল। যদি আরও চোদ্দ দিনেও মারা না যায় বিল? কি করবে ওরা?

বসে থেকে থেকে সময় কাটে না। ঘুরতে বেরোল সে। একধরনের মরু অঞ্চলই বলা চলে জায়গাটাকে। রোদে পুড়ে মিহি বালিতে পরিণত হয়েছে জমির ওপরের অংশের মাটি। রোদ আর বাতাসে শুকিয়ে খটখটে করে দিয়েছে সেজ-ঝোপ আর কটনউডকে। অল্প কিছু পাতা যা-ও বা লেগে আছে ওগুলোতে, তা-ও সবুজ নয়, ধূসর। যেদিকে চোখ যায় পাহাড় আর টিলাটক্কর, কাঁটাঝোপে ছাওয়া। নীরব, রুক্ষ, কেমন শূন্য প্রকৃতি।

সে রাতে গায়ে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে শুয়ে চারপাশের শূন্যতার কথা ভাবতে লাগল জিম। কোন আশ্রয় নেই এখানে, নেই নিরাপত্তা।

তৃতীয় দিন সকালেও মারা গেল না বিল। মৃদু স্বরে প্রলাপ বকছে থেকে থেকে। মাঝে মাঝে চোখও মেলছে। শূন্য দৃষ্টি।

বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছে ফিজেরাল্ড। কাকে কি বলছে বোঝা যায় না। তিনদিন ধরে আছে জিমের সঙ্গে, কিন্তু কথা বলে না। ব্যাপারটা এখন আর অবাক করে না জিমকে। পার্বত্য অঞ্চলে থাকতে থাকতে কেমন যেন হয়ে যায় মানুষগুলো। বোবা। নিষ্ঠুর। নিজেকে ছাড়া যেন আর কিছুই বোঝে না।

চার দিনের দিন সকালে দ্বিধায় পড়ে গেল জিম, বুঝতে পারল না বিল বেঁচে আছে না মরে গেছে। বুকের ওঠা-নামা চোখে পড়ছে না। বোধহয় মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গেছে। গা ঠাণ্ডা। জ্বর প্রায় নেই।

বিকেল বেলা কথা বলতে শুরু করল ফিজেরাল্ড। হঠাৎ করেই জিমের প্রশংসা শুরু করল, তার মত ভাল লোক হয় না, নিজের প্রাণের মায়া না করে রয়ে গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও নানা কথা। এই যেমন, যতটা করেছে ওরা, চল্লিশ ডলারের তুলনায় অনেক বেশি করে ফেলেছে। বিল তো মরবেই। কোনমতেই সে বাঁচবে না। ওরকম একটা প্রায়-লাশের কাছে দিনের পর দিন বসে থাকার কোন মানে হয় না।

মরল না বিল। পরদিন সকালেও বেঁচে রইল। অস্থির হয়ে উঠেছে ফিজেরাল্ড। কিছুতেই পথে আনতে পারছে না জিমকে। তার ইঙ্গিত যেন বুঝতেই পারছে না ছেলেটা।

ঠিকই পারছে জিম। কিন্তু কানে তুলছে না।

সেদিন বিকেলেও একই অবস্থা বিলের। সেই প্রায়-মৃত্যুর জগতে রয়ে গেল। না ফিরল হুঁশ, না মরল।

পরদিন সকালে চোখ মেলল বিল। শূন্য দৃষ্টি আর নেই। ফিজেরাল্ডকে জানাল

বইঘর.কম

সেকথা জিম।

'নেই তো ভাল কথা,' কর্কশ কণ্ঠে বলল ফিজেরাল্ড। 'থাকুক। চোখদুটো এখন তার দরকার হবে।'

মালপত্র গোছাতে শুরু করল সে। 'অনেক বেশি থেকে ফেলেছি, আর না। চল্লিশ ডলারে পাঁচ দিন থাকার কথা নয় আমাদের। কিন্তু থেকেছি।' একটা ঘোড়া রেখে যাওয়া হয়েছিল। মাল গুছিয়ে নিয়ে তাতে তুলল। 'আমি আর থাকছি না।'

কিছু বলছে না জিম। তাকিয়ে আছে বিলের দিকে। আধবোজা হয়ে আছে চোখ। দু-একবার পাতাও নড়ল। হয়তো ঘোরের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু জিমের মনে হচ্ছে, সব দেখতে পাচ্ছে বিল, ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে।

'তুমি থাকবে, না যাবে?' ভোঁতা গলায় জিজ্ঞেস করল ফিজেরাল্ড।

'যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'তর্ক করতে চাই না। ইচ্ছে হলে থাকো। তবে ওদের হাতে পড়লে কি করবে সেটাও শুনে নাও। শরীরে পাইনের ডাল ঢুকিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দেবে, যাতে ধীরে ধীরে পুড়ে মরো। কিংবা হয়তো জ্যান্ত রেখেই আস্তে আস্তে চামড়া ছাড়াবে। দেখো ছেলে, এখনও বয়েস তোমার অল্প। একটা লাশের জন্যে এভাবে কষ্ট পেয়ে মরার কোন অর্থ হয় না। ভাল চাও তো চলো আমার সঙ্গে।'

জিমের মনে হলো তার শরীরটাই চলছে, সে নয়। অনেক ভারি লাগছে দেহটা।

'ওর জিনিসগুলোও নিয়ে নাও,' ফিজেরাল্ড বলল।

বিশ্বাস করতে পারছে না জিম। হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

'জলদি!' ধমকে উঠল ফিজেরাল্ড। 'ছুরি, রাইফেল, সব নাও। কিছুই রেখে যাওয়ার দরকার নেই। এসব জিনিসের আর প্রয়োজন হবে না ওর।' তবু জিম নড়ছে না দেখে কিছুটা নরম হয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল, 'ও মরে গেলে কি হত? জিনিসগুলো কি ওর সঙ্গে কবর দিতাম? নাও, নিয়ে নাও। ভাববে ও মরে গেছে। আমরা ওকে কবর দিয়ে চলে গেছি। কেউ জিজ্ঞেস করলেও এ-কথাই বলবে।'

বিলের দিকে সরাসরি তাকাতে পারছে না জিম। চোখের কোণ দিয়ে দেখল। মনে হলো, নড়তে চাইছে বিল। কিছু বলতে চাইছে।

ঘুরে দাঁড়াল সে। গিয়ে দাঁড়াল ঘোড়াটার কাছে।

যেন ঘোরের মধ্যে ঘোড়াটার পাশে পাশে হেঁটে চলল সে। কয়েক মাইল পর্যন্ত এগোল এভাবেই। তারপর প্রচণ্ড রেগে গেল। অসুস্থ বোধ করছে।

জিম আর ফিজেরাল্ড চলে যাওয়ার পর আবার বেহুঁশ হয়ে গেল বিল। কতদিন পর ঘুম ভাঙল বলতে পারবে না। ভাঙতেই চিৎকার করে ডাকতে গেল দুজনকে, ফিরে আসার জন্যে। কিন্তু ডাকল না। বুঝতে পারল, লাভ নেই, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

গরম হয়ে আছে শরীর। পানির জন্যে অস্থির। জিভ শুকনো, ফুলে উঠেছে।

boighar.com

গড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল ঝর্নার কাছে। তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। আবার বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিল। থেমে বিশ্রাম নিতে নিতে ভাবল, কি ভাবে যাওয়া যায়। আরেকবার গড়ান দিল। দম আটকে আসতে চাইল ব্যথায়। উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে দিল মাটিতে। কিছুক্ষণ ওভাবে পড়ে থেকে আবার এগোনোর চেষ্টা করল। গড়াতে গেলে বেশি ব্যথা লাগে, বুকে হেঁটে এগোল। অনেক, অনেকক্ষণ পর টের পেল, ভেজা মাটিতে ঠেকেছে ঠোঁট।

পানি খাওয়ার আর শক্তি নেই। ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙলে দেখল পানির কিনারে পড়ে আছে। মুখ বাড়াতেই পানির নাগাল পেল। যতটা পারল খেলো। তবে খেতে পারল খুব অল্পই। দেখল, ক্ষতগুলো থেকে আবার রক্ত পড়ছে। প্রতিটি জখমের ব্যথা আলাদা করে বুঝতে পারছে না। সমস্ত শরীরেই ব্যথা, এক রকম ব্যথা। আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ঘুম ভাঙল। এইবার খিদে টের পেল। ভালই। তার মানে সেরে উঠছে শরীর। কাছেই একটা ডাল থেকে ঝুলে আছে গোটা ছয়েক জাম। সেদিকে এগোতে শুরু করল সে। কয়েক গড়ান দিয়েই বুঝল, যেতে পারবে না। কাজটা আগামী দিনের জন্যে স্থগিত রেখে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

পরদিন সকালে মাথা আরও পরিষ্কার হয়ে এল। প্রথমেই মনে পড়ল জামের কথা। গাছের গোড়ায় পৌঁছল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল, পাড়বে কিভাবে? এক কাজ করা যায়। গাছের গোড়ায় শরীরের ভর দিয়ে চেপে নোয়ানোর চেষ্টা করতে পারে। তাতে ভেঙেও যেতে পারে গাছ।

ভেঙেই গেল গাছটা। কিন্তু এইটুকু পরিশ্রম করার পরই মনে হলো, শরীরের ওপর দিয়ে ঘোড়া দাবড়ানো হয়েছে। অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এগোল জামগুলোর দিকে। এক এক করে খেয়ে শেষ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। গাঢ় হলো না ঘুম। স্বপ্নে দেখল জিম আর ফিজেরাল্ডকে। চলে যাচ্ছে যেন ওরা। চলে যাওয়ার আগে ওদের কথাবার্তাও শুনতে পেল।

পরদিন সকালে জেগে উঠে মনে করতে পারল সে, কি ঘটেছিল তার। বিড়বিড় করে গাল দিল, 'কুত্তার বাচ্চারা! সব জিনিস নিয়ে গেছিস আমার, মরার জন্যে ফেলে গেছিস!'

সারাটা দিন কখনও ঘুমিয়ে, কখনও জেগে কাটাল। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে ঠিক করল, এখান থেকে বেরিয়ে যাবে সে। শুধু যাবেই না, একটা বোঝাপড়াও করবে জিম ও ফিজেরাল্ডের সঙ্গে। উত্তেজিত হয়ে উঠতেই আবার যেন নতুন করে এসে শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্যথা।

কিছুক্ষণ পর ঘুম থেকে জেগে দেখে কাছেই অলস ভঙ্গিতে পড়ে আছে একটা র‍্যাটলস্নেক। একটা আস্ত পাখিকে গিলেছে। ফুলে আছে পেট। একবার দেখেই বুঝতে পারল, ওটাকে শেষ করতে খুব একটা ক্ষিপ্র হতে হবে না তাকে। হাতের কাছেই পাথর পড়ে আছে। একটা তুলে নিয়ে মাথায় কয়েক বাড়ি দিয়েই সে

বইঘর.কম

ফেলল। ধারাল পাথরের সাহায্যে সাপের মাংস কেটে নিয়ে পানিতে চুবিয়ে চুবিয়ে খেলো। শক্তি ছড়িয়ে পড়তে লাগল শরীরে।

বেলা বাড়ছে। গরম হয়ে উঠছে সব কিছু। গরম হচ্ছে শরীর। ভাবল, দেরি করে লাভ নেই। এখুনি রওনা হবে ফোর্ট কিউয়ার উদ্দেশ্যে। ফোর্ট হেনরির চেয়ে ওটা কাছে। তাছাড়া যেতে হবে ঢালুর দিকে, উজানে হাঁটার চেয়ে সহজ। পানির কাছাকাছি থাকাই ভাল। পথ হারানোর ভয় থাকবে না, পানিও পাওয়া যাবে।

তাড়াহুড়ো করার কারণ, খাবার। যা খেয়েছে, সেটা হজম হতে দেরি হবে না। আবার পাবে কি পাবে না এখানে, জানা নেই। চলার মধ্যে থাকলে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মোষ আছে। আরও শিকার পাওয়া যায়। একলা একজন মানুষ ডাকোটার এই অঞ্চলে বেঁচে থাকতে পারে, সঙ্গে যদি একটা রাইফেল আর একটা ছুরি থাকে। কিন্তু দুটোই নিয়ে গেছে হারামজাদারা! ঠিক আছে, হাল ছাড়বে না। আর কিছু যদি না-ই মেলে গাছের মূল খেয়েই বাঁচবে। পাউনিদের সঙ্গে বহুকাল বাস করেছে। বুনো এলাকায় কি করে টিকে থাকতে হয় জানে।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল সে। সাংঘাতিক দুর্বল শরীর। মনে হচ্ছে পিঠে করে একটা খচ্চর বয়ে নিয়ে চলেছে। দিনের অর্ধেক পেরোতে না পেরোতেই ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ল। নড়াচড়ায় খুলে গেছে আবার অনেক জখমের মুখ। রক্ত পড়ছে। চলতে চলতে দুই-দুইবার বেহুঁশ হওয়ার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

বিশ্রাম নিয়ে আবার চলতে লাগল সে। সারা দিনে এক মাইল পেরোল। নিজেকে সাহস দিল, অনেক এসেছে। আগামী দিন আরও বেশি পথ পেরোতে পারবে।

কিন্তু পরদিনও মাইলখানেকের বেশি এগোতে পারল না।

তৃতীয় দিনে কিছুটা বেশি পারল বটে, কিন্তু বুঝল, এভাবে আড়াইশো মাইল পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়।

দু-দিন পর খোলা প্রান্তর থেকে ভেসে এল নেকড়ের ডাক। কি ব্যাপার দেখার জন্যে হামা দিয়ে এগোল সে। দেখল একটা মোষের বাচ্চাকে ঘিরে ফেলেছে নেকড়েরা। মেরে ফেলতে দেরি করল না। খাওয়ার জন্যে ছিঁড়তে শুরু করল। দেখে যেন খিদে আরও বেড়ে গেল তার। সব মাংস শেষ করে ফেলার আগেই জানোয়ারগুলোকে তাড়াতে হবে। কিন্তু কিভাবে তাড়াবে? হামা দিয়ে গিয়ে আর যা-ই করুক, নেকড়ে তাড়াতে পারবে না। বরং তাকে অসহায় দেখলে উল্টে আরও আক্রমণ করে বসবে ওগুলো।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল বিল। পেটে কিছুটা খাবার পড়তেই উন্মত্ত ভাব অনেকটা শান্ত হয়ে এল নেকড়েগুলোর। এইই সুযোগ। মরিয়া হয়ে উঠল সে। একটা লাঠি তুলে নিয়ে তাতে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। মাথা ঘুরে উঠল। দুলে উঠে পড়তে গিয়েও পড়ল না, টলটলায়মান অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল কেবল অসাধারণ মনের জোরে। চিৎকার করে উঠল পাউনিদের মত করে। তীক্ষ্ণ এক

boighar.com

ধরনের চিৎকার। শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে একরম শব্দ করে ওরা। বহুবার দেখেছে বিল, এই শব্দে অনেক কাজ হয়। ঘাবড়ে যায় শিকার। তখন ওটাকে বাগে আনা সহজ হয়।

দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না সে। দুলছে। মনে হচ্ছে, সাগরের ভীষণ ঢেউয়ে ভাসছে তার ডিঙি। তবে চিৎকারে কাজ হয়েছে। সরে গেল নেকড়েগুলো।

মোষটার কাছে পৌঁছল সে। লাঠি ভর করে অনেক কষ্টে বসল। পড়ে যেতে চাইছে শরীর, কিন্তু এখন পড়তে দেয়া চলবে না। ঝাঁকুনি কিংবা টান লাগলে ক্ষতের মুখগুলো আরও বেশি খুলে যাবে। এত কষ্টের পর রক্তক্ষরণে মরতে চায় না। কয়েক মিনিটের বেশি বিশ্রাম নিল না। অনেকটা নেকড়েদের মতই মুখ নামিয়ে কামড়ে কামড়ে খেতে লাগল চাক চাক মাংস। মাথায় একটাই চিন্তা, আমি বাঁচব, আমি বাঁচব।

দিন কয়েক ওখানেই পড়ে রইল সে। রাতে ঘুমাল। দিনে খেলো। খিদে পেলে আর দেরি করে না। রক্ত, মাংস, যকৃত, হৃৎপিণ্ড, নাড়ীভুঁড়ি, কিছুই বাদ দিল না। তার পরেও কিছুটা মাংস বেঁচে গেল। তবে সেটা আর খাওয়ার উপযুক্ত নেই। পচে গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে।

ওই জায়গা যখন ছাড়ল, তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। হাঁটতে পারে। নিজেকে সম্রাট মনে হচ্ছে এখন। ঝোপের ওপর দিকে তাকাতে পারে। দেখতে পারে ওপাশে কি আছে। ভালুক কিংবা ইনডিয়ানদের আসতে দেখলে সতর্ক হতে পারবে। ভাগ্য ভাল হলে আর হাতের কাছে পেয়ে গেলে খরগোশ কিংবা অন্য কোন ছোট প্রাণী মেরে খেতে পারবে। মাথা তুলে দাঁড়াতে পারায় আরেকটা বড় সুবিধে হলো, সর্বক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হবে না একঘেয়ে ধূসর ভেজা মাটির দিকে। দিগন্তের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত চোখে পড়ছে। আবার মানুষ মনে হচ্ছে নিজেকে, চতুষ্পদ জন্তু নয়।

অনেকটা শুকিয়েছে ক্ষতগুলো। ভরসা পাচ্ছে, পুরোপুরিই শুকাবে। কেবল পিঠের একটা জখম খুব বেশি। সেটার কি হবে বুঝতে পারছে না। ওখানে হাতও পৌঁছায় না ঠিকমত। যাই হোক, সারাদিনে এখন মাইল দশেক এগোতে পারবে। তিনটে ভাবনা এখন মাথায়: বেঁচে থাকতে হবে, ফোর্ট কিউয়াতে পৌঁছতে হবে, প্রতিশোধ নিতে হবে।

দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে, রী ইনডিয়ানদের চোখ এড়িয়ে, আরও নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে গ্রিজলির সঙ্গে হাতাহাতির সাত সপ্তাহ পর অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফোর্ট কিউয়াতে পৌঁছল সে। তাজ্জব করে দিল ফোর্টের পরিচালক কেইওয়া ব্র্যাজুকে।

আসতে পেরে খুশি হয়েছে বিল, কিন্তু এতে তাজ্জব হওয়ার কিছু দেখল না সে। ইচ্ছে থাকলে একজন মানুষ অনেক কিছু করতে পারে। জানতে পারল, মনদন গাঁয়ে একটা অভিযাত্রী দল পাঠাচ্ছে ব্র্যাজু। খবর পেয়েছে শান্তিপ্রিয় মনদনদের কাছ থেকে একটা গ্রাম কিনে নিয়েছে রী-রা। কথা দিয়েছে ওরা ভাল হয়ে যাবে।

বইঘর.কম

খুনখারাপির মধ্যে আর যাবে না। ব্র্যাজু দেখল এই সুযোগ। দুটো গোত্রের সঙ্গেই মিলমিশ করে নিয়ে ফারের ব্যবসা চালাবে। শুভেচ্ছা সফর আর বাণিজ্যিক চুক্তি স্থাপনের জন্যে ছয় জনের একটা দল গড়েছে সে। দলপতি একজন ফরাসী, অ্যান্টনি সিটোলা। সঙ্গে যাবেন লুইস-ক্লার্ক, অভিযানের বিখ্যাত দলনেতা কারবোনা। যেতে ইচ্ছুক সপ্তম আরেকজনকে পেয়ে খুশিই হলো ব্র্যাজু। কিন্তু বিলের আচার-আচরণ সুবিধের মনে হলো না তার। কিছুটা অদ্ভুত। একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা থেকে মরতে মরতে বেঁচে এসেছে, শরীর ভালমত সারেইনি, এখনই আবার বেরিয়ে পড়তে চায়! তবে এটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাল না সে। ইচ্ছে করে যেতে চাইছে যখন যাক।

নভেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহে যাত্রা করল দলটা। নৌকায় করে জলপথে চলেছে ওরা। পথে হঠাৎ ঠিক করলেন কারবোনা, হেঁটে যাবেন। রীদের গ্রাম মনদনদের মাইলখানেক দক্ষিণে, আর মনদনের আরও কিছুটা উজানে টিলটন'স ফোর্ট। রীদের গাঁয়ের পশ্চিম প্রান্ত ঘুরে ফোর্টে চলে যাওয়ার ইচ্ছে তাঁর। অঘটনের আশঙ্কা করছেন তিনি। মনদনদের বিশ্বাস করেন তিনি, রীদের নয়। নৌকার মাঝিদের একথা বলতে তারা মুচকি হাসল। সিটোলাসেরও ভয় ভয় করতে লাগল। তবে কারবোনা একাই তীরে নামলেন। পরদিন বিলও তাকে তীরে নামিয়ে দিতে বলল। দুটো গ্রাম থেকে খানিকটা দূরে নদীতে একটা বড় রকমের বাঁক আছে। সেখানে তাকে নামিয়ে দেয়া হলো। গ্রামবাসী ইনডিয়ান কিংবা ফোর্টের ভালমন্দ নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। সে যেতে চায় ফোর্ট হেনরিতে। যত শর্টকাটে তাড়াতাড়ি যেতে পারে ততই ভাল।

কয়েক মাইল গিয়েই কয়েকজন ইনডিয়ান মহিলাকে চোখে পড়ল। তাকে দেখে চিৎকার করে বনে ঢুকে গেল ওরা। বিল বুঝল, ওরা রী। তাকে ধরার জন্যে এল বলে পুরুষেরা। ছুটতে লাগল সে। কিন্তু কয়েকটা জখম পুরোপুরি সারেনি। ভাল করে দৌড়াতে পারল না। তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে করতে তেড়ে এল কয়েকজন রী যোদ্ধা। আর বাঁচার আশা নেই। হাল ছেড়ে দিল বিল। ঠিক এই সময় উল্টো দিকে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। ছুটে এল আরেকদল অশ্বারোহী ইনডিয়ান। ওরা মনদন। দ্রুত এসে বিলকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল একজন। যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ছুটতে শুরু করল।

বিলের ভাগ্য ভাল, রীদের চিৎকার কানে গিয়েছিল মনদন যোদ্ধাদের। ওদের ওপর এমনিতেই খেপে আছে মনদনরা, মহাবিরক্ত। ভয় পাচ্ছে, রীদের শয়তানিতে ভীষণ রেগে গিয়ে প্রতিশোধ নিতে আসবে শ্বেতাঙ্গরা, তছনছ করে দেবে সমস্ত ইনডিয়ান গ্রাম। বিলকে ফোর্টে পৌঁছে দিল ওরা। কারবোনা আগেই এসে বসে আছেন। সেদিন বিকেলে ফোর্টে খবর এল, সিটোলার দলকে নদীতেই ধরে জবাই করে ফেলে দিয়েছে রী-রা।

এসব খবর ঠেকাতে পারল না বিলকে। পরদিন সকালে উঠেই ফোর্ট

boighar.com

হেনরিতে রওনা হলো সে। নদীর পুব পাড় ঘেঁষে চলল যেখানে রীদের সামনে পড়ার ভয় কম। আরও দুই জাতের দুর্ধর্ষ ইনডিয়ানের বাস ওই এলাকায়। অ্যাসিনিবোয়নিস ও ব্ল্যাকফিট। তৃণভূমির বাসিন্দা ব্ল্যাকফিটেরা তো শ্বেতাঙ্গদের ত্রাস।

প্রচণ্ড তুষারপাত শুরু হলো। জমে গেল এক ফুট পুরু হয়ে। মিসৌরির এই অঞ্চলে গাছপালা নেই বললেই চলে, মাইলের পর মাইল শুধু তৃণভূমি। ফলে কোথাও বাধা না পেয়ে আরও উন্মত্ত ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে ঝড়ো বাতাস। বয়ে যায় শাঁই-শাঁই শাঁই-শাঁই। কোন কিছুকেই পরোয়া করল না বিল। এগিয়েই চলল। দুর্যোগে ভরা দিন আর ভয়াবহ ঠাণ্ডা অনেকগুলো রাত কাটিয়ে, তিনশো মাইল পথ পাড়ি দিয়ে প্রায় তিন সপ্তাহ পর ঠিকই এসে হাজির হলো ফোর্ট হেনরিতে। কিন্তু দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছেই টের পেল, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। খুব সাবধানে কাছে এসে উঁকি দিয়ে দেখল ভেতরে ঘোরাফেরা করছে কয়েকজন সিউজ ইনডিয়ান। এরা খুনখারাপির মধ্যে সাধারণত যেতে চায় না, শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে মোটামুটি সম্পর্ক ভাল। তাদের কাছে জানতে পারল বিল, ব্ল্যাকফিটদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে দলবল নিয়ে দুর্গ ত্যাগ করে বিগ হর্নে চলে গেছেন হেনরি। ওখানে যেতে হলে যতটা এসেছে সে আরও ততটা যেতে হবে উজানের দিকে। কুছ পরোয়া নেই। রওনা হয়ে গেল বিল।

১৮২৩, ৩১ ডিসেম্বর রাতে দুর্গে বসে নিউ ইয়ার উদযাপন করছেন অ্যান্ড্রু হেনরি। ব্ল্যাকফিটদের এলাকা থেকে বহুদূরে ক্রো-দের এলাকায় চলে এসেছেন। ক্রো-রা ভাল। তাদের সঙ্গে ভাব করে নিয়ে ফার জোগাড়ের ব্যবস্থা করেছেন। এলাকাটাও ভাল। সর্বক্ষণ খুনে ইনডিয়ানদের ভয়ে তটস্থ থাকতে হবে না। প্রচুর মোষ আছে তৃণভূমিতে। দীর্ঘ শীত কাটাতে অসুবিধে নেই। ফলে মন ভাল সবারই।

বাইরে গর্জন করে ফিরছে তুষার মেশানো কনকনে ঝড়ো হাওয়া। এই সময় দুর্গের দরজায় ঘন ঘন করাঘাতের শব্দ হলো। কে থাবা দেয় এই অসময়ে? অবাক হয়ে দরজা খুলে দিল দ্বাররক্ষী। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। দাঁড়িয়ে আছে বিল ডেনভারের ভূত! লম্বা লম্বা চুল, দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, তুষারে ছাওয়া। পরনের চামড়ার পোশাকে পুরু হয়ে জমে থাকা তুষার শক্ত হয়ে গেছে।

সোজা এসে হলরুমে ঢুকল বিল, যেখানে আনন্দ করছে দুর্গের সমস্ত লোক। স্তব্ধ হয়ে গেল কোলাহল। ঘোষণা করল সে, 'আমি বিল ডেনভার। ফিজেরাল্ড আর ব্রিজারের খোঁজে এসেছি। কোথায় ওরা?'

ভুল যে দেখছে না নিশ্চিত হওয়ার জন্যে একজন এগিয়ে এসে ছুঁয়ে দেখল বিলকে। অন্যেরা ঘিরে এল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুরু হলো। ওসবের জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না সে। বলল, 'ফিজেরাল্ড আর ব্রিজার আমাকে ফেলে এসেছে মরার জন্যে। আমার রাইফেল আর জিনিসপত্র সব নিয়ে এসেছে। বাঁচার

বইঘর.কম

জন্যে কী না করেছি আমি। কিউয়াতে গেছি। সেখান থেকে মনদন, তারপর থেকে খুঁজতে খুঁজতে এসেছি এখানে। কোথায় ওরা?'

হেনরি জানালেন, ফিজেরাল্ড চলে গেছে। সভ্য এলাকায় ফিরে যাবে। অ্যাশলির কাছে দুর্গ বদলের খবর নিয়ে গেছে ব্ল্যাক হ্যারিসের দল। তাদের সঙ্গে গেছে সে। ক্যানোতে করে নদীপথে ভাটির দিকে।

'ব্রিজার কোথায়?' জিজ্ঞেস করল বিল। 'নিগারের বাচ্চাটা?'

হাত তুলে নীরবে ঘরের কোণে দেখালেন হেনরি।

চেয়ারের মধ্যে যেন ডুবে যেতে চাইছে ব্রিজার। জড়সড় হয়ে বসে আছে। বিলকে দেখে পাথর হয়ে গেছে। কল্পনাই করতে পারেনি জ্যান্ত হয়ে উঠে আসবে আবার কোন লাশ।

দুর্গম হাজার মাইল পথ পেরিয়ে এসেছে যার সন্ধানে তার দিকে ভাল করে তাকাল বিল। বিষণ্ন চেহারার এক নিগ্রো তরুণ। বড় বেশি ছেলেমানুষ। এরই জন্যে এত কষ্ট করে এত পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে? কি প্রতিশোধ নেবে ওরকম একটা বাচ্চাছেলের ওপর! পরক্ষণেই কঠোর করে তুলল মনকে। বয়েস যাই হোক, শাস্তি ওকে পেতেই হবে। পার্বত্য এলাকার আইন লঙ্ঘন করেছে সে। অসহায় অবস্থায় সঙ্গীকে একা ফেলে পালানোর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

হাত নেড়ে জিমকে উঠে আসতে ডাকল বিল।

কুণ্ঠিত পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল জিম।

'তোমাকে আমি এখন খুন করব,' বিল বলল, 'বুঝতে পারছ সেটা?'

'করুন। আপনার যা ইচ্ছে করুন। অনুশোচনায় জ্বলে-পুড়ে মরছি আমি। একটা মুহূর্তের জন্যে স্বস্তি নেই। যেন ভূতে তাড়া করে ফেরে সারাক্ষণ।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বিল। ধীরে ধীরে বলল, 'আমাকে মরার জন্যে ফেলে এসেছিলে তুমি। জিনিসপত্র লুট করে এনেছ। রাইফেল আর ছুরিটাও রেখে আসোনি, তাহলেও আমার অনেক সুবিধে হত। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাহিল হয়ে মাইলের পর মাইল হামাগুড়ি দিয়েছি, অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সহ্য করেছি, আর বার বার প্রতিজ্ঞা করেছি তোমাদেরকে নিজের হাতে খুন করব আমি। কিন্তু ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে আর ইচ্ছে করছে না এখন। নিজের ভুলও যখন বুঝতে পেরেছ, যাও, দিলাম মাপ করে।'

কিন্তু প্রাণভিক্ষা পেয়েও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল না জিম। কোনরকম ভাবান্তর হলো না চেহারায়। টলতে টলতে ফিরে গেল নিজের জায়গায়। অসুস্থ বোধ করছে।

অনেকখানি হালকা হয়ে গেল বিলের মন। ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। একজন একটা হুয়িস্কির গ্লাস এনে ধরিয়ে দিল তার হাতে। কিন্তু দুই চুমুকের বেশি দিতে পারল না তাতে। জ্ঞান হারাল।

পরদিন সকালে জেগে উঠে প্রথমেই ফিজেরাল্ডের কথা মনে পড়ল তার। পিছু

boighar.com

নেয়ার কথা ভাবল। কিন্তু আগের মত প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছেটা নেই আর। দিন কয়েক ওই দুর্গেই শুয়ে-বসে কাটাল সে। বাইরে প্রচণ্ড তুষারঝড়। এই আবহাওয়ায় বেরোতে ইচ্ছে করল না।

তবে ফিজেরাল্ডকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে বের করেছিল বিল। এর জন্যে আরও কয়েকবার দুর্গম অঞ্চল পাড়ি দিতে হয়েছে তাকে। কয়েকবার খুনে ইনডিয়ানদের কবলে পড়ে মরতে মরতে বেঁচেছে। কিন্তু ফিজেরাল্ডের মুখোমুখি দাঁড়াল এসে একদিন।

তবে তাকেও মারেনি বিল। জিমের মতই মাপ করে দিয়েছে।

# খুনের পাহাড়

এবড়োখেবড়ো পাহাড়ী পথে ঝাঁকুনি খাচ্ছে স্টেশন ওয়াগন। ঝিমুনি এসে গিয়েছিল, জোর এক ঝাঁকুনিতে তন্দ্রা ছুটে গেল, সোজা হয়ে বসে বাইরে তাকালাম। কোন পরিবর্তন নেই, সেই একই রকম রয়েছে মরুভূমি, শুধু সামনের দিগন্তরেখার কাছে যে কালো ছায়াটা ছিল, সেটা স্পষ্ট হয়ে একটা পাহাড়ে রূপ নিয়েছে।

'সামনেই রানাগাট, এই আর মাইল তিন-চারেক হবে,' বলল পাশে বসা ড্রাইভার হ্যারিস, চ্যাপ্টা মুখ, বাঁ হাত স্টিয়ারিঙে। 'খুব কাছে না এলে শহরটা দেখতে পাবেন না।'

'মেসাটার কাছে?'

'ওটার পাশেই আরেকটা পাহাড়ের চূড়ায়। খুবই ছোট শহর, লোকসংখ্যা চারশো মত, তা-ও ওদের অনেকেই থাকে বাইরে। হাইওয়ে থেকে অনেক দূরে রানাগাট, তাছাড়া ওখানে দেখার কিছু নেই। টুরিস্ট আসে না। আপনিই এলেন।'

'এসব খনি-শহরগুলোর তো এককালে ভীষণ বদনাম ছিল। এটার কি অবস্থা?'

এটারও ছিল। পঁচাত্তরজনকে গুলি করে কিংবা ফাঁসি দিয়ে মারার পর ঠাণ্ডা হয়েছে।'

'খুব খারাপ জায়গা!'

'এখনও ভাল হয়নি পুরোপুরি। এই তো দিন কয়েক আগে মারা গেল এক বুড়ো। টাকার কুমির ছিল লোকটা, কিন্তু কিপটে কাকে বলে!'

'খুন?'

'তাছাড়া আর কি? কে খুন করেছে জানা যায়নি, তবে ভয়ের কিছু নেই। শিগগিরই ব্যাটাকে ধরে ফেলবে পশু। আরে, ওই ওয়াল্ট পশু, শেরিফ। বয়েস হয়েছে এখন, শরীরে আগের সেই ক্ষমতা আর নেই, তবুও চালিয়ে নিচ্ছে কোনমতে। পুরানো আমলের কাউবয়দের মত পোশাক পরে, কোমরে পিস্তল ঝোলায়। আগে থেকে জানা না থাকলে হঠাৎ দেখলে চমকেই উঠবেন। সেই ওয়াইল্ড ওয়েস্টের কথা মনে করিয়ে দেয় লোকটা।'

ঠোঁটে সিগারেট লাগাল হ্যারিস। এক হাত স্টিয়ারিঙে, অন্য এক হাতেই দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে বেশ কায়দা করে ধরিয়ে ফেলল সিগারেট। 'কিপটে বুড়োটার নাম ছিল রট হ্যানসন।' দু-আঙুলে ধরা সিগারেটের জ্বলন্ত মাথাটা দিয়ে


boighar.com

বাতাসে খোঁচা মারল সে, মেসার দিকে নির্দেশ করল, 'ওখানে বাস করত।'

'চূড়ায়?' লাল মাটির তৈরি যে পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছি, ওটাই মেসা। চূড়াটা বিরাট ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে দিয়েছে যেন কেউ, টেবিলের মত সমতল। কিন্তু যে-রকম খাড়া, কোন মানুষের পক্ষে গা বেয়ে ওঠা অসম্ভব। 'কি করে উঠত?'

'মজাটাই তো ওখানে, মিস্টার। একটাই মাত্র পথ রয়েছে ওঠার, রানাগাটের দিকে সেটা। ওখান দিয়ে যে-ই উঠুক, বুড়ো অ্যালেন কিনির চোখ এড়িয়ে উঠতে পারবে না। পাহাড়ের গা গভীর করে কেটে তৈরি হয়েছে পথটা, পাশেই পড়বে বুড়োর কেবিন। শকুনের মত চোখ ব্যাটার, কয়োটের মত ধূর্ত। আরও মজা কি জানেন, ওই দুই বুড়ো ছিল পার্টনার, খনির ব্যবসা এক সঙ্গেই শুরু করেছিল ওরা, তাই কাছাকাছি কেবিন বানিয়েছে। কোম্পানির নাম ছিল হ্যানসন অ্যাণ্ড কিনি। শুরুতে ভালই চলছিল, টাকাও কামাচ্ছিল, হঠাৎ একটা গোলমাল বাধল দু-জনের মধ্যে, আলাদা হয়ে গেল।'

'কিনি খুন করেছে হ্যানসনকে?'

'কেউ কেউ তাই ভাবছে। তবে অনেকে অন্য কথাও বলছে। হ্যানসনের এক ভাস্তি আছে, সুন্দরী, নাম ডিকসি। চাচাকে দেখতে এসেছে রানাগাটে। ও আসার দু-দিন পরেই খুন হলো বুড়ো। হ্যানসনের সমস্ত সম্পত্তি আর টাকার মালিক হবে ওই ডিকসি, কাজেই…' থেমে গেল হ্যারিস।

তারমানে, সন্দেহভাজন এখন পর্যন্ত হলো মোট তিনজন: আলেন কিনি, ডিকসি হ্যানসন, আর আমার মক্কেল। 'আচ্ছা, লেভিট নামে কাউকে চেনো?'

'স্টার লেভিট? চিনি!' চোখের কোণ দিয়ে একবার আমার মুখ দেখে নিল হ্যারিস। আমি কি উদ্দেশ্যে রানাগাটে এসেছি অনুমানের চেষ্টা করছে, পারছে না। 'ওকে চেনেন আপনি?'

'নাম শুনেছি।' আমি কেন এসেছি এখানে, হ্যারিসকে বলার প্রয়োজন মনে করলাম না। যতটা পারি খবর বের করে নেব, নিজে যা জানি বলব না।

'ওকেও সন্দেহ করা হচ্ছে,' বলল হ্যারিস। 'আপনাকে বলি, মিস্টার, লোক সে সুবিধের নয়। ওর সঙ্গে ব্যবহার খারাপ করেছেন কি মরেছেন। ওর সম্পর্কে কেউ তেমন কিছু জানে না, অথচ রানাগাটে দশ বছর ধরে আছে লোকটা। আপনার কাজ যদি ওর সঙ্গে থাকে, সাবধান! খুব সাবধানে কথা বলবেন!'

'ওকেও সন্দেহ করা হচ্ছে কেন?'

'কারণ আছে। বুড়ো হ্যানসনের সঙ্গে বেধে গিয়েছিল তার। কি নিয়ে কেন তর্কাতর্কি হয়েছিল, লেভিট নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না। কাউকে বলেনি। জুয়া খেলে, প্রচুর টাকা আছে, এ-শহরের সবচেয়ে ভাল বাড়িটা তার। কালেভদ্রে কেউ দেখা করতে যায় তার সঙ্গে। বেশির ভাগ সময় একা একা ঘরে বসে থাকে। জানেন বোধহয়, এই পশ্চিম অঞ্চলে চেহারা আর শরীর দেখিয়ে কাউকে ভোলানো যায় না, এমন কি লেভিটের মত চেহারা হলেও নয়। তাই প্রথম প্রথম যখন

বইঘর.কম

রানাগাটে এল সে, লোকে পাত্তাই দিল না। তারপর একদিন গ্রিজলির সঙ্গে লেগে গেল তার। গ্রিজলি ভেনার, খনির শ্রমিক। নামের সঙ্গে শরীরের যথেষ্ট মিল, ভালুকই বটে। চ্যালেঞ্জ করে বসল ওরা একে অন্যকে। সেলুনের বাইরে খোলা জায়গায় চলে গেল। তারপর যা একখান লড়াই হলো না, কি বলব আপনাকে। পাক্কা তিরিশ মিনিট পর হাল ছেড়ে দিল গ্রিজলি। চেনা যায় না আর তখন ওকে, এমন পিটুনি খেয়েছে! আরেকটু হলে মরে যেত!'

'লেভিটও নিশ্চয় আরেকটা গ্রিজলি?'

'না, ভেনারের মত লম্বা নয়, আপনার চেয়েও ইঞ্চিখানেক কম হবে। তবে প্রস্থে ছোটখাটো একখান হাতি, ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকতে কষ্ট হয়। চর্বি নেই গায়ে। যা আছে সলিড···' আমার দিকে ফিরল হ্যারিস। 'আপনার ওজন কত? একশো আশি? পঁচাশি?'

'দু-শোর বেশি।'

'তাই? আপনিও তো অবাক লোক, সাহেব। দেখে কিন্তু বোঝা যায় না। হাড্ডির ওজন বোধহয় খুব বেশি আপনার। যা-ই হোক, তা-ও সাবধান করে দিচ্ছি, লেভিটের সঙ্গে লাগতে যাবেন না। পারবেন না।'

আমার বসের কথা মনে পড়ে গেল। বস্ আমাকে বলেছে, *খুব সাবধান, বুঝলে, সাংঘাতিক লোক ওই স্টার লেভিট। ভীষণ ধূর্ত। প্রচুর বদনাম তার। গায়ে যেমন জোর, মাথাটাও পরিষ্কার। ওখানে গিয়ে খোঁজখবর করো, তদন্ত করো, ও যে খুনী নয়, পারলে প্রমাণ করে দিয়ে এসো সেটা। কিন্তু বেশি ঝুঁকি নিতে যেয়ো না, যত টাকাই দিক। সব সময় একটা চোখ রাখবে ওর ওপর। কুগারকে বিশ্বাস করা যায়, তবু ওকে নয়।*

জোরে আরও কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়ে যাত্রা শেষ করল স্টেশন ওয়াগন। ধূসর পাথরে তৈরি একটা বাড়ির সামনে থামল। পুরানো সাইনবোর্ড দেখে বোঝা গেল, বাড়িটা হোটেল। রেস্টুরেন্টও অবশ্যই আছে।

শহরের একটা মাত্র মেইন রোড, দু-দিকে দু-বার চোখ বোলালেই পুরোটা দেখা হয়ে যায়। পথের পাশে দুটো স্যালুন, একটা গ্যারেজ, একটা কামারশালা, তিনটে স্টোর, আর একটা কাফে। আর আছে গোটা দুই বসতবাড়ি, লোকে ভাড়া থাকে। ওগুলোর পর পথের শেষ মাথায় আরেকটা পাথরের বাড়ি—জেলখানা এবং শেরিফের অফিস।

গাড়ি থেকে আমার ব্যাগটা রাস্তায় নামিয়ে রাখল হ্যারিস, তারপর হাত পাতল। 'তিন ডলার ভাড়া।'

ওর ভাব-ভঙ্গিতেই বুঝতে পারলাম, আমার ওপর অসন্তুষ্ট। সারাটা পথ সে-ই কেবল বকবক করেছে, আমি চুপ। আমি কে, কেন এসেছি, কিছুই আন্দাজ করতে পারেনি, রাগটা তার সে-জন্যেই।

গাড়ি বারান্দায় বসে আছে দু-জন লোক। দু-জনেরই চোখা চিবুক, সারা

boighar.com

গায়ে মাটি আর ময়লা, যেন একেকটা ভূত। নিশ্চয় খনিজ-সন্ধানী। কি যেন চিবুচ্ছে। কৌতূহলী অলস চোখে আমার দিকে তাকাল ওরা।

হোটেলের লম্বা লবি। একপাশে বড় একটা ঘর, সেঁতসেঁতে, ফায়ারপ্লেসের ওপরে আর আশপাশে কালিঝুলি। একধারে গোটা পাঁচেক বড় বড় চেয়ার আর একটা সোফা, গদিটা কালো চামড়ায় মোড়া। পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়স হয়েছে ওগুলোর। দেয়ালে বসানো একটা কুগারের মাথা, পোকা ধরে নষ্ট করে ফেলেছে।

পুরানো ডেস্কের ওপাশে নড়বড়ে একটা চেয়ারে বসে আছে এক প্রৌঢ়। প্রায় পঁচিশ বছর আগে হোটেলটা যখন খোলা হয়েছিল তখন থেকেই এর কেরানি সে। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। ঠেলে দিল ডেস্কের ওপরে রাখা রেজিস্টারটা।

রেজিস্টারে নাম সই করে, চাবি নিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। ঘরে ঢুকে ব্যাগ খুলে বের করলাম ·৪৫ ক্যালিবারের কোল্ট পিস্তলটা। ব্যাগটা ঠেলে দিলাম খাটের নিচে। শার্টের তলায় কোমরে পিস্তল গুঁজে নিয়ে বেরিয়ে এলাম আবার ঘর থেকে। রওনা হলাম শেরিফের অফিসে।

প্রধান রাস্তা ধরে দুটো ব্লক পেরোতে না পেরোতেই শহরের অধিবাসীদের প্রায় সবার কাছে চেনা হয়ে গেল আমার চেহারা।

রোল-টপ ডেস্কের ওপর পা তুলে দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে ওয়াল্ট পশু, বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখেছে দু-হাত। চ্যাপ্টা চূড়াওয়ালা হ্যাটটা মাথার পেছনে ঠেলে দেয়া। হ্যাটের মতই ধবধবে সাদা তার চুল আর গোঁফ। কাউবয় বুট পায়ে—সোলের নিচে কাঁটা বসানো, কোমরের বেল্টে মুখ খোলা হোলস্টারে গুঁজে রেখেছে পুরানো ধাঁচের ছ'ঘরা রিভলভার।

পরিচয়-পত্র বের করে শেরিফের চোখের সামনে মেলে ধরলাম। চোখ দুটো শুধু নড়ল তার, আমার ছবিটা দেখল। চোখ তুলল আবার। 'প্রাইভেট ডিটেকটিভ! কে ডেকেছে?'

'লেভিট।'

'ভাবনা-চিন্তা করছে তাহলে। এখানে কি করার ইচ্ছে, খোকা?'

'খুনের তদন্ত। ঘুরব-ঘারব, খোঁজখবর করব। লেভিটকে সন্দেহমুক্ত করে আপনাকে ছাড়িয়ে নেব তার লেজ থেকে।' শেরিফের মুখ থেকেও তথ্য আদায়ের চেষ্টা চালালাম, 'শুনলাম, এখানে কাউকে বিশ্বাস করে না সে। তার জেল হলো কি ফাঁস হলো, তাতে কারোই কিছু এসে যায় না। কোন বন্ধু নেই এখানে।'

'ঠিকই জানানো হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। ভাল পোকার খেলে হারলে সঙ্গে সঙ্গে টাকা মিটিয়ে দেয়, জিতলে আদায় করে নেয়, মাঝেসাঝে খুব কড়া মদ খেয়ে নেশাও করে। ব্যস। আইন-বিরুদ্ধ নয় এসব। তবে খনির মালিকরা প্রায়ই এসে নালিশ করে আমার কাছে। সোনা চুরিতে নাকি তার হাত আছে। সোনার খনি থেকে সোনা চুরি হবেই, দুনিয়ার কেউ কোথাও ঠেকাতে পারেনি, আমি কি করে পারব?'


বইঘর.কম

আমার মুখের দিকে তাকাল পশু। 'জানো বোধহয়···তুমি করে বলে ফেললাম, কিছু মনে কোরো না, এখানে তুমিটাই বেশি চালু···যাই হোক, সব খনিতেই একটা বিশেষ ঘর থাকে, যেখানে কাজে যাওয়ার আগে কাপড়-চোপড় খুলে বিশেষ পোশাক পরে নেয় শ্রমিকেরা। খনি থেকে ফিরে পুরো উলঙ্গ হয়ে গোসল সারে, তারপর যার যার কাপড় পরে বেরোয়। যথেষ্ট কড়াকড়ি থাকে, তার মধ্যেও সোনা চুরি যায়। কোন না কোন ভাবে বের করে নিয়ে আসেই। আনার পর ক্রেতা লাগে, চোরাই মাল কেনার জন্যে মহাজন দরকার হয়। খনি-মালিকদের ধারণা, এখানে সেই মহাজনটি হলো স্টার লেভিট।'

'তাকে জানিয়েছেন সে-কথা?'

'না। কোন প্রমাণ ছাড়া বলতে গেলে ফালতু কথা হয়ে যাবে।'

'ওই খুনের ব্যাপারে আপনার কি ধারণা? কোন সূত্র পেয়েছেন?'

বুকের ওপর থেকে হাত সরাল শেরিফ। 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো। চেয়ার টেনে নাও···না না, ওখানে নয়, আরেকটু বাঁয়ে সরে বসো। পিকদানির কাছ থেকে দূরে থাকো, নইলে থু-থু পড়বে গায়ে।'

নীরবে কয়েক মিনিট তামাক পাতা চিবাল শেরিফ। থুক করে থু-থু ফেলল পিকদানিতে। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, যে বুড়োটা খুন হয়েছে তার নাম রট হ্যানসন, প্রচুর টাকার মালিক ছিল। মাথামোটা, খুব খারাপ ব্যবহার করত মানুষের সঙ্গে। বাস করত ওই মেসার মাথায়। বয়েস অনেক হয়েছিল, সত্তর, তবু শরীর-স্বাস্থ্য ভাল ছিল। মেরে না ফেললে আরও বিশটা বছর কাটিয়ে দিতে পারত অনায়াসে।'

আবার তামাক মুখে ফেলে চিবাল শেরিফ। থু-থু ফেলে বলল, 'গত সোমবার সকালে বুড়োর লাশ প্রথম দেখল তার ভাস্তি ডিকসি। সম্ভবত, রোববার রাতে কোন এক সময় খুন করা হয়েছে। টেবিলে বসেছিল, পেছন থেকে তিনবার ছুরি মারা হয়েছে পিঠে।

'রোববার রাতে মেসায় উঠেছিল দু-জন, ডিকসি হ্যানসন আর স্টার লেভিট। মেয়েটা বলছে, বিকেল পাঁচটায় চাচার সঙ্গে কথা বলেছে সে। খানিকক্ষণ কথা বলে নেমে এসেছে শহরে। লেভিট উঠেছিল এই আটটার দিকে—আলো তখনও ছিল—শেষ পর্যন্ত রটের বাড়িতে ঢোকেনি সে, কোন কারণে মন পাল্টে দেখা না করেই ফিরে এসেছে।

'তৃতীয় আরেকজন যাকে সন্দেহ করা যায়, সে অ্যালেন কিনি। ধাড়ি শকুন, রটের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করত সুযোগ পেলেই, গত চারটা বছর ধরে একজন আরেকজনকে সহ্যই করতে পারত না।

'মেসার চূড়ায় ওঠার পথের পাশেই কিনি শকুনটার কেবিন, সারাক্ষণ চোখ মেলে রাখে, কান খাড়া। পাশের পথ দিয়ে একটা বেড়াল গেলেও তার চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। ডিকসি আর লেভিটকে সে-রাতে রটের কেবিনের দিকে যেতে দেখেছে কিনি, কসম খেয়ে বলেছে, আর কেউ যায়নি। রানাগাটে যাকে খুশি

boighar.com

জিজ্ঞেস করো, একবাক্যে বলবে: বুড়ো কিনির চোখ এড়িয়ে স্বয়ং শয়তানও মেসায় উঠতে পারবে না। সে-রাতে সে রটের কেবিনে গিয়েছিল কিনা জিজ্ঞেস করেছি। নাক বাঁকিয়ে মুখ বিকৃত করে বলল, গত ছ-বছর মেসায় চড়েনি সে, একবারও না।

'তিনজনেরই খুনের মোটিভ রয়েছে, তিনজনেরই সুযোগ ছিল পেছন থেকে রটের পিঠে ছুরি বসানোর। তবে মেয়েটাকে বেশি সন্দেহ হয় আমার। তিনজনের মধ্যে তার পক্ষেই কাজটা সবচেয়ে সহজ ছিল।'

বললাম, 'লেভিট ঢুকলে ভাল হত। হ্যানসনকে যদি তখনও জীবিত দেখত, সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারতেন মেয়েটাকে।'

মাথা ঝাঁকাল শেরিফ। 'তা পারতাম। কিন্তু লেভিট বলেছে, সে ঢোকেনি। এটা প্রমাণ করতে পারছি না আমরা। এসেছ, ভালই হয়েছে। কে অপরাধী, বের করতে পারো কিনা শুধু দেখো, ধরার জন্যে ভেব না, সে-জন্যে আমরাই আছি। সাহায্য পাবে।' আরও খানিকটা তামাক মুখে ফেলল পশু। চিবাতে চিবাতে বলল, 'এসেছ তো লেভিটের পক্ষ নিয়ে···যদি দেখো সে-ই দোষী, তখন কি করবে?'

ঘুরিয়ে জবাব দিলাম, 'আমাদের ফার্মের একটা সুনাম আছে। তথ্য গোপন করে নির্দোষকে ফাঁসাই না আমরা, দোষী হলে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করি না। যদি বুঝতে পারি, মক্কেল নিজেই দোষী, তার সঙ্গে আমাদের চুক্তি শেষ।'

'হুঁ!'

'খুনটা কোথায় হয়েছে দেখতে পারব?'

'পারবে,' ডেস্কের ওপর থেকে পা নামাল শেরিফ, উঠে দাঁড়াল। 'চলো, আমিও যাচ্ছি। নইলে উঠতেই দেবে না তোমাকে কিনি বুড়োটা।'

পথটা বেয়ে কয়েক মিনিট উঠার পরই বুঝতে পারলাম, কান খাড়া কিংবা চোখ খোলা রাখার দরকার নেই কিনির। যদি সে কালা কিংবা অন্ধ না হয়, তাহলে একটা ইঁদুর এ-পথে গেলেও টের পাবে, এতই সরু পথ। তার ওপর কাঁকর আর পাথরের ছড়াছড়ি, শব্দ হবেই। পথ ছেড়ে দু-কদম সরলেই ছোঁয়া যায় বুড়োর কেবিনের দেয়াল।

আমাদের সাড়া পেয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল কিনি। লম্বা, হালকা-পাতলা শরীর, চৌকো চোয়াল, পাকানো লম্বা গোঁফের ডগা জুলফি ছুঁই ছুঁই করছে। শেরিফকে জিজ্ঞেস করল, 'ছোকরাটি কে?'

'ডিটেকটিভ। খুনের তদন্ত করতে ওকে ডেকে এনেছে লেভিট।'

'হুঁ, আরও শিওর হলাম, ব্যাটা নিজেই ক্রিমিন্যাল।'

পিছিয়ে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল কিনি।

হাসল পশু। 'বুড়ো হ্যানসনও ঠিক এমনই খারাপ ব্যবহার করত। নাহলে কি আর বন্ধুত্ব হয়। তবে শেষ পর্যন্ত নিজেরাও নিজেদের সহ্য করতে পারল না।

বইঘর.কম

একেকটা শকুন পাঁচ লাখ ডলারের মালিক, ভাবতে পারো? একটা তো মরেছে, কিপটেমি করে করে টাকা জমিয়েছে, সেটা এখন ভোগ করবে একটা মেয়ে।'

'বংশে আর কেউ নেই?'

'আছে, কিন্তু এখন কোথায় কে জানে। তার এক ভাগ্নে। শুনেছি অ্যানিমেল ক্যাচার, জন্তু-জানোয়ারের ব্যবসা করে। বন থেকে ধরে এনে বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় বিক্রি করে। সার্কাসের খেলাও দেখায়।'

'মামার মৃত্যুর খবর ওকে জানানোর চেষ্টা করেননি?'

'করেছি। নিউইয়র্কের একটা ঠিকানা খুঁজে বের করেছি। ওরা জানাল, সে নাকি এখন জন্তু-জানোয়ারের খেলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। এই মুহূর্তে কোথায় আছে, বলতে পারল না।'

'আরও খোঁজ নিলে ভাল হত না? এখানেই আশেপাশে কোথাও যদি থেকে থাকে? থাকতে পারে না?'

মুখ তুলল শেরিফ। আমার দিকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, 'তাই তো, একথাটা তো ভাবিনি। সত্যিই, বুড়ো হয়ে গেছি আমি। দাঁড়াও, আজ রাতেই লোক লাগাব।'

'মেয়েটা কি হ্যানসনের সব টাকা পাবে? নাকি একটা অংশ?'

'জানি না। মেয়েটা বলছে, সে-ই সব পাবে। তার চাচার সঙ্গে নাকি কথা হয়েছিল। চাচা বলেছিল, সব কিছু ভাস্তির নামে দিয়ে যাবে। ভাগ্নেকে হয়তো দেখতে পারত না হ্যানসন। উইলটা এখনও দেখিনি, আগামীকাল খোলা হবে।'

প্রায় খাড়া হয়ে উঠে গেছে সরু পথটা। দু-ধারে বিক্ষিপ্তভাবে ঘাস জন্মেছে, তারই মাঝে মাঝে জুনিপারের ঝোপ। আরও প্রায় আধমাইল চলার পর কেবিনটা দেখতে পেলাম।

চূড়ার একধারে একেবারে কিনারা ঘেঁষে তৈরি হয়েছে বাড়িটা। একপাশ থেকে খাড়া নেমে গেছে পাহাড়। পেছনে একটা পাথুরে বেসিন, প্রাকৃতিক, বৃষ্টি হলে নিশ্চয় পানি জমে ওখানে।

পাথরের বাড়িটা খুব যত্ন করে তৈরি করা হয়েছে। মোট তিনটে কামরা। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যেখানে যে জিনিস রাখা দরকার ঠিক সে-ভাবেই রাখা হয়েছে। এক জায়গায় কিছু বই আর ম্যাগাজিন দেখলাম। একটা টেবিলে শুকনো রক্তের কালচে দাগ লেগে আছে। চেয়ারের পায়া আর মেঝেতেও রয়েছে এই দাগ। বেশ কিছু জিনিস রয়েছে টেবিলে, যা দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, রাতের খাওয়া শুরু করতে যাচ্ছিল হ্যানসন, ঠিক এই সময় আঘাত হেনেছে শত্রু।

যে ঘরে খুন হয়েছে হ্যানসন, সেটাতে ঢুকতে হলে একটা বারান্দা পেরোতে হয়। বারান্দার পরে দরজা, পাল্লায় লাগানো স্প্রিঙে এমন মরচে পড়েছে, ঠেলা দিলেই ক্যাঁচকোঁচ করে ওঠে। তাহলে খুনীর আগমন টের পেল না কেন বুড়ো? দরজা খোলা রেখে বসেছিল? কিন্তু তাতেও তার অলক্ষ্যে ঢোকা সম্ভব ছিল না

boighar.com

খুনীর। দরজা আগে থেকেই খোলা থাকলে পাল্লা খোলার শব্দ হয়তো হত না, কিন্তু লোকটাকে আসতে দেখতে পেতে সে। পথের অনেকখানি চোখে পড়ে খোলা দরজা দিয়ে।

ঘরে তিনটে জানালা। দুটো রয়েছে পেছনের দেয়ালে। জানালার বাইরে পনেরো ফুট নিচে পাথরের বেসিন। ওখান দিয়ে মানুষ আসার কোন উপায় নেই। তৃতীয় জানালাটার বাইরে আরও বেকায়দা অবস্থা, ওদিকে রয়েছে পাহাড়ের দেয়াল। এই জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে নিচে তাকালাম।

চৌকাঠের চার ফুট নিচে একটা শৈলশিরা, বাড়ির পেছনে গিয়ে শেষ হয়েছে। শৈলশিরাকে আড়াআড়ি কেটেছে একটা সরু ফাটল, ইঞ্চি চারেক চওড়া আর দশ ইঞ্চি মত গভীর। পঞ্চাশ-ষাট ফুট একেবারে খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের দেয়ালটা, একটা পাথরের তাকমত রয়েছে ওখানে, তারপর থেকে আবার শুরু হয়েছে দেয়াল, শেষ হয়েছে প্রায় দু-শো ফুট নিচে। পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ, দুঃসাহসী কোন মানুষের পক্ষে নিচের দু-শো ফুট বেয়ে ওঠা হয়তো সম্ভব, কিন্তু পরের ষাট ফুট? একেবারেই অসম্ভব।

ফাটলের পাশে মাটিতে একটা অদ্ভুত দাগ। ছেঁচড়ে উঠে এসেছে যেন কোন দানব।

ভালমত ভাবার সময় পেলাম না, তার আগেই পেছন থেকে ডাক দিল শেরিফ, বাইরে লোক অপেক্ষা করছে।

তিনজন ওরা, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আকার দেখেই চিনলাম স্টার লেভিটকে, ছোটখাটো এক পাহাড় যেন। ফ্লানেলের ঢোলা শার্ট পরনে।

দ্বিতীয় লোকটা অ্যালেন কিনি।

তার পাশে দাঁড়ানো মেয়েটার দিকে তাকাতেই চক্ষু স্থির হয়ে গেল আমার। ঋজু শরীর, সোনালি চুল। হুইপকর্ডের প্যান্ট আর সবুজ উলেন শার্টে অপরূপ লাগছে তাকে। আগে কখনও দেখিনি, তবু ডিকসি হ্যানসনকে চিনতে কোন অসুবিধে হলো না আমার। বড় বড় বাদামী চোখ মেলে তাকাল সে, রক্তে ঝড় তুলে দেয়া চাহনি।

'এই যে!' বলে উঠল লেভিট। বিচ্ছিরি কণ্ঠস্বর, খড়খড়ে। 'এখানে কী? এসেই আগে আমার সঙ্গে দেখা করা উচিত ছিল। অনেক টাকা দিয়ে ভাড়া করেছি আমি তোমাকে।'

কথার ঢঙ দেখে গা জ্বলে গেল আমার। কোনমতে হজম করে গেলাম। 'দেখা করার জন্যে তো ডাকোনি, খুনের তদন্ত করতে ডেকেছ, তা-ই তো করছি।'

আমার কথার ধরনও পছন্দ হলো না তার। তাছাড়া 'তুমি' করে বলেছি, সেটাও নিশ্চয় খারাপ লেগেছে। হয়তো ঘুসি মারতে হাত তুলেই নামিয়ে নিল আবার। খপ করে আমার হাত চেপে ধরে টান মারল। 'এসো আমার সঙ্গে!' শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে টানল যেন হাতি। কুৎসিত চেহারা হাতিটার, বসা নাক. ঘসি

বইঘর.কম

মেরে ভেঙে দিয়েছে বোধহয় কেউ। 'কথা আছে! এত মানুষের সামনে বলা যাবে না।'

টেনে আমাকে দূরে নিয়ে গেল লেভিট। মুখের সামনে মুখ নিয়ে এসে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'শোনো, একটি হাজার ডলার দিয়েছি তোমাদের কোম্পানীকে। কাজেই তোমাকে আদেশ দেয়ার অধিকার আমার আছে। যা বলব, করবে। মেয়েটার ঘাড়ে দোষ চাপাও, তাকে খুনী প্রমাণ করো। বুঝেছ? আমাকে সন্দেহ করে বসো না আবার। শেষ খুনটা করেছি অনেক বছর আগে। আরেকটা করার জন্যে হাত নিশপিশ করছে।'

তার হুমকির পরোয়া করলাম না। 'দেখো, টাকা দিয়েছ বলেই মাথা কিনে ফেলনি আমার। অন্যায় ভাবে কারও ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারব না আমি। কোম্পানীকে ফী দিয়েছ, তারা আমাকে পাঠিয়েছে। যে কাজ করতে বলা হয়েছে, তাই করছি। সত্য জানার চেষ্টা করব আমি। কেন, ভয় পাচ্ছ নাকি? বেফাঁস কিছু বেরিয়ে পড়বে?'

জ্বলে উঠল লেভিটের চোখ। 'মনে হচ্ছে ভুল জায়গাতেই গিয়েছি আমি। তবে সিধে করে ফেলব। কি মনে হয় তোমার? আমি খুন করলে তোমাকে ডাকতে যেতাম? যা বলি শোনো, ওই মেয়েটাই খুন করেছে হ্যানসনকে, বুড়োর টাকার লোভে। দুঃখই হচ্ছে আমার। অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম ব্যাটাকে খুন করব, পারলাম না। তার আগেই কাজটা সেরে ফেলল আরেকজন।'

'তোমার সঙ্গে গণ্ডগোলটা কি ছিল?'

অদ্ভুত চাহনি ফুটল লেভিটের কালো চোখে। 'সেটা তোমার জানার দরকার নেই। আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করতেও বলা হয়নি তোমাকে! ওই মেয়েটার সর্বনাশ দেখতে চাই আমি। যাও, কাজে লাগো!'

'শোনো, লেভিট,' শান্তকণ্ঠে বললাম। 'কাজে নামার আগে কিছু কথা জানতে হবে আমাকে। নইলে আমাকে দিয়ে সাহায্যের আশা ছাড়তে পারো। সত্যি কথা বলো, তুমি খুন করেছ হ্যানসনকে?'

'না,' পকেট থেকে নোটের মোটা একটা তাড়া বের করল লেভিট। বুঝতে পেরেছে, ধমকে কাজ হবে না। কয়েকটা একশো ডলারের নোট আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'রাখো। কাজে লাগবে। খরচ হয়ে গেলে আবার চেয়ে নিয়ো। শুধু মনে রেখো, আমার বিরুদ্ধে কোন খারাপ কথা যেন না রটে। আরেকটা ব্যাপার, আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে পারব না আমি।'

'ভাল। গোটা দুই প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম। আরেকটা প্রশ্ন, সত্যিই কি সেদিন হ্যানসনের কেবিনে ঢোকোনি? না ঢুকেই ফিরে এসেছ? কেন জিজ্ঞেস করছি বুঝতে পারছ নিশ্চয়। আমি জানতে চাই, ওই সময় হ্যানসন জীবিত ছিল কিনা।'

হাসি ফুটল আবার লেভিটের চোখে। 'এসব জানার জন্যেই ভাড়া করা হয়েছে তোমাকে, খোঁজখবর করে জেনে নাও। শুধু মনে রেখো, বুড়োটাকে আমি খুন

boighar.com

করিনি। আমি হলে লুকিয়ে করতাম না। সবার সামনেই গলা টিপে ধরতাম। সহজে আমি মাথা গরম করি না। অকারণে মানুষ খুন আমি ঘৃণা করি।'

লেভিটের কথা বিশ্বাস করলাম। ভয়ঙ্কর লোক সে। শিকাগোর অপরাধ জগতের একজন হোমড়া-চোমড়া ছিল এককালে। খুন করেছে কয়েকটা, তবে পুলিশ তার টিকিও ছুঁতে পারেনি। চমৎকার অ্যালিবাই তৈরি করে রেখেছিল, একটা কেসেও কোর্ট তাকে অপরাধী ঘোষণা করে শাস্তি দিতে পারেনি।

কিন্তু তাকে হ্যানসনের খুনী ভাবতে পারলাম না। একটা ব্যাপারে অবাক লাগছে, ডিকসিকে খুনী প্রমাণের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে কেন সে?

কিনির সঙ্গে কথা বলছে পশু। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ডিকসি। আমি কাছাকাছি হতেই চোখ তুলল।

বলতে গেলাম, 'আমার নাম···'

'ওটা না বললেও চলবে!' ঝাঁঝিয়ে উঠল ডিকসি। 'আপনি কে, কেন এসেছেন, ভাল করেই জানি। আমাকে খুনী প্রমাণ করতে চান তো? পারলে করুন। কোন প্রশ্ন আছে? থাকলে জলদি সেরে ফেলুন।'

'আছে। কি সেন্ট ব্যবহার করেন? শ্যানেল কোম্পানীর গার্ডেনিয়া?'

এমন টক-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ডিকসি, সেটা দুধের ওপর ফেললে সঙ্গে সঙ্গে দই হয়ে যেত। 'বাজে কথা রাখুন!'

'বেশ। অন্য প্রশ্ন করছি। কতদিন পরে চাচার সঙ্গে দেখা করতে এলেন? এর আগে কবে এসেছিলেন রানাগাটে?'

'রানাগাটে এই প্রথম। চাচাকেও আগে কখনও দেখিনি।'

'আপনার দূর সম্পর্কের এক ভাই আছে শুনেছি?'

'অতটা দূর সম্পর্ক নয়। ফুফাত ভাই। নাম ভিন কার্টার। একটা সার্কাস পার্টিতে কাজ করে, জন্তু-জানোয়ারের খেলা দেখায়। বয়েস উনচল্লিশ, খুব ভাল স্বাস্থ্য। আপনার মত টিকটিকিকে ধরে বেদম ধোলাই দেয়ার ক্ষমতা রাখে।'

হাসলাম। 'যাক, স্পষ্ট করে কথা বলতে পারেন। আপনার মত সবাই বললে কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত আমার। তো, চাচাকে কি আপনিই খুন করেছেন?'

শীতল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ডিকসি। 'না। ওর সঙ্গে পরিচয় মাত্র কয়েক দিনের। ঘৃণা করারও সময় পাইনি, ভালবাসারও না। ভিন ছাড়া ওই চাচাই আমার একমাত্র নিকট-আত্মীয়। তাই তাকে দেখতে এসেছিলাম।'

'আপনি জানেন, মিস্টার হ্যানসনের সম্পত্তির মালিক হবেন আপনি?'

'জানি। বছর তিনেক আগে চিঠি লিখে জানিয়েছিল চাচা। গত শনিবারে আবার বলেছিল কথাটা।'

'কি কাজ করেন? চাকরি-বাকরি, নাকি অন্য কিছু?'

'চাকরি। পার্সোনাল সেক্রেটারি।'

'চমৎকার। বেঁচে গেছে নিশ্চয় আপনার বস্। আপনাকে ডিঙিয়ে কেউ যে তার

বইঘর.কম

ঘরের ত্রি-সীমানায় ঘেঁষতে পারে না, বুঝতেই পারছি।···এখানে উঠেছেন কোথায়?'

'হোটেলে।'

'চাচার সঙ্গে ক'বার দেখা করেছিলেন?'

'তিনবার। যেদিন এখানে এসেছি সেদিন একবার, দু-ঘণ্টা থেকেছি কেবিনে। দ্বিতীয়বার পরদিন দিনের বেলা। তৃতীয়বার, যে রাতে খুন হয়েছে চাচা, সে রাতে।'

'কি মনে হয়েছে চাচাকে দেখে?'

দ্রুত আমার মুখে চোখ বুলিয়ে নিল ডিকসি। কিছু বোঝার চেষ্টা করল। 'নিঃসঙ্গ, ক্লান্ত একজন ভাল মানুষ।'

আরও প্রশ্ন করলাম। আমার সব কথারই জবাব দিল ডিকসি, নির্দ্বিধায়।

জানলাম, ডিকসির ভাই ভিন কার্টার সুদর্শন তরুণ। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছে দীর্ঘদিন, জন্তু-জানোয়ার ধরেছে। তারপর কয়েক বছর আগে ওই ব্যবসা ছেড়ে একটা সার্কাস পার্টিতে ঢুকেছে। কর্মচারী নয়, ব্যবসার অংশীদার। যাযাবর জীবন। পার্টি যখন যেখানে যায়, খেলা দেখানোর জন্যে কার্টারও যায় সেখানে।

মাত্র কয়েক দিনেই চাচার সঙ্গে মিষ্টি একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ডিকসির। এই অল্প সময়েই রান্না করে খাইয়েছে চাচাকে, কাজে সাহায্য-সহায়তা করেছে।

শেষবার কেবিন থেকে বেরোনোর সময় হ্যানসনকে জীবিত দেখেছে সে, কসম খেয়ে বলল। লেভিটের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় ছিল না, কিন্তু কোন কারণে তার ওপর খেপে আছে লোকটা। কি কারণ, তার চাচার সঙ্গে কি নিয়ে গোলমাল, জানে না ডিকসি। লোকটার ওপর তার চাচা হাড়ে হাড়ে চটা ছিল কোন কারণে। শুধু তাই না, সব সময় কাছাকাছি একটা পিস্তলও রাখত হ্যানসন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কাছাকাছি বলতে কি বোঝাচ্ছেন? সঙ্গে?'

'না, তাকের ওপর, কতগুলো কাপ-প্লেটের ভেতর লুকানো। নতুন করে তেল দেয়া। কাপ নামাতে গিয়ে দেখে ফেলেছিলাম।'

তারমানে বিপদ আশা করছিল হ্যানসন। কার কাছ থেকে? স্টার লেভিট? নাকি অন্য কেউ?

সেই দিনই রাতে। কাফেতে এসে ঢুকলাম। বসলাম একটা খালি টেবিল দেখে।

কাউন্টারে বসে কিছু পড়ছিল ওয়েট্রেস, আমাকে দেখে উঠে এল। সোনালি চুল, মুখ গোমড়া, তবে ফিগারটা চমৎকার। অর্ডার নিয়ে চলে গেল রান্নাঘরে।

একটা ম্যাগাজিন পড়ছিল মেয়েটা, কাউন্টারের ওপর ফেলে রেখে গেছে উপুড় করে। নামটা দেখে কৌতূহল হলো আমার। *বিলবোর্ড।* মূলত সিনেমা ম্যাগাজিন। থিয়েটার, সার্কাস, মেলা এসব নিয়েও লেখা থাকে ওতে। অনেকেই পড়ে এটা, ওয়েট্রেসও পড়ছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না, কিন্তু আমার মনে

boighar.com

পড়ে গেল হ্যানসনের ভাগ্নের কথা। ভিন কার্টার, সার্কাসে খেলা দেখায়।

খাবার দিয়ে গেল ওয়েট্রেস।

এই সময় ঘরে ঢুকল লেভিট। উলেন শার্ট আর টুইডের প্যান্ট পরনে। আমার টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারে বসে পড়ল। মৃদু ক্যাঁচকোঁচ করে প্রতিবাদ জানাল চেয়ার। ওজনটা যে সইতে কষ্ট হচ্ছে বুঝিয়ে দিল। বিশাল একটা থাবা টেবিলে রেখে সামনে ঝুঁকল সে। 'কিছু পেলে? মেয়েটাকে ফাঁসানোর মত?'

একটুকরো কাবাব কেটে মুখে ফেললাম। চিবাতে চিবাতে জবাব দিলাম, 'কয়েকটা ব্যাপার জেনেছি। সেগুলো নিয়েই ভাবনা-চিন্তা করছি এখন।'

মেজাজ ভাল লেভিটের। লক্ষ করলাম, কথা বলতে বলতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সে, কাউকে খুঁজছে। 'আমাকে ফাঁসানোর মত কিছু পাবে না। বুড়োটার সঙ্গে ঝগড়া ছিল আমার, কিন্তু আমি তাকে খুন করিনি। কেবিনেই ঢুকিনি সে-রাতে। কেউ বলতে পারবে না, আমি ঢুকেছি। কিনি বুড়োটাও না। সে কেবিনের দিকে যেতে দেখেছে আমাকে, ফিরে আসতেও দেখেছে। তাকে জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে, যেতে-আসতে কতখানি সময় লেগেছে। ওটুকু সময়ে কেবিনে গিয়ে একজনকে খুন করে ফিরে আসা যায় না। তবুও লোকের সন্দেহ যাচ্ছে না আমার ওপর থেকে। তোমার কাজ আমাকে সন্দেহমুক্ত করা।'

'সেটা হয়তো করা যাবে।'

চেয়ারে হেলান দিল লেভিট। এই প্রথম নরম চোখে তাকাল আমার দিকে। ওর আচরণে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল, খুনটা সে নিজের হাতে করেনি, কিন্তু জানে কে করেছে। অপরাধটার সঙ্গে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে সে।

ওয়েট্রেস এল। 'আপনার জন্যে কিছু···মিস্টার লেভিট?'

মেয়েটার ভাব-ভঙ্গি ভাল মনে হলো না আমার। ইঙ্গিতে কিছু বোঝাতে চাইছে না তো? তার হাতের ন্যাপকিন মাটিতে পড়ে গেল, উবু হয়ে সেটা তুলে দিল লেভিট।

ওরা ভেবেছে কি আমাকে? গাধা? আড়চোখে দেখতে পেলাম ছোট একটা কাগজের টুকরো ন্যাপকিনে ভরে ফেলল লেভিট, গুঁজে দিল মেয়েটার হাতে।

শুধু এক কাপ কফি খেলো লেভিট, আরও দু-চারটা কথা বলে উঠে চলে গেল।

বিল দেয়ার জন্যে কাউন্টারে এলাম। তেমনিভাবে পড়ে আছে ম্যাগাজিনটা। খুচরা আছে, তবু ইচ্ছে করেই লেভিটের দেয়া একটা একশো ডলারের নোট বাড়িয়ে দিলাম মেয়েটার দিকে। ভাঙতি এখানেই আছে, নাকি রান্নাঘরে যেতে হবে তাকে?

আমার আশা পূর্ণ হলো। রান্নাঘরেই ভাঙতি আনতে যেতে হলো মেয়েটাকে।

ম্যাগাজিনটা উল্টে চট করে দেখে নিলাম কি পড়ছিল সে। যা ভেবেছিলাম, তাই। নেভাডায় সার্কাস পার্টি এসেছে, সেই খবর।

আবার আগের মত করে রেখে দিলাম পত্রিকা।


বইঘর.কম

ভাঙতি নিয়ে ফিরে এল মেয়েটা। বেরিয়ে এলাম কাফে থেকে।

শান্ত রাত। পরিষ্কার আকাশে তারার মেলা। খনির দিক থেকে আসছে কমপ্রেসর মেশিনের একটানা একঘেয়ে আওয়াজ। কাজ চলছে খনিতে, চব্বিশ ঘণ্টাই চলে।

রানাগাটে আসার পর এই প্রথম একটা ভাল সূত্র পেয়েছি। নেভাডায় সার্কাস পার্টি, রানাগাট থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। কোথাও বুঝি একটা যোগাযোগ আছে, ঠিক ধরতে পারলাম না।

হোটেলে টেলিফোন আছে। লস অ্যাঞ্জেলেসের লাইন পাওয়া গেল। ঝাড়া বিশ মিনিট কথা বললাম বসের সঙ্গে। ভিন কার্টারের ব্যাপারে ভালমত খোঁজখবর নিয়ে আমাকে জানাতে অনুরোধ করলাম তাঁকে।

ডিকসি হ্যানসনের ব্যাপারেও খোঁজখবর নেব আমি, তবে সেটা পরে। অ্যালেন কিনি সম্পর্কেও খোঁজ নেয়া দরকার। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব জানতে হবে আমাকে। খুনটা যখন হয়, তখন ভিন কার্টার কোথায় ছিল? রূট হ্যানসন আর লেভিটের মধ্যে ঝগড়াটা কিসের? গোমড়ামুখো ওয়েট্রেস আর লেভিটের সম্পর্ক কি? কার্টারের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে মেয়েটার? লেভিটের ব্যাপারে কি কিছু গোপন করছে অ্যালেন কিনি?

হোটেলের লবিতে একটা চেয়ারে এসে বসলাম। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এক ঘণ্টা পরেই খবর এসে গেল। বস্ জানালেন, নেভাডায় যে সার্কাস পার্টি এসেছে, ওতেই খেলা দেখায় ভিন কার্টার। হ্যানসন খুন হওয়ার আগের দিন পার্টিটা ছিল লা ভেগাসে, পরদিন গেছে ওগডেনে।

লবিতে ডেস্ক আছে, তার পাশে একটা র‍্যাক, তাতে কিছু টাইমট্যাবল আর ম্যাপ পেলাম। একটা ম্যাপ তুলে নিয়ে টেবিলে বিছালাম।

দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। একটাই রাস্তা। ও-পথেই গেছে সার্কাস পার্টি। রাস্তাটা হ্যানসনের মেসা থেকে মাত্র এক মাইল দূরে।

তিনজন ছিল সন্দেহের তালিকায়, এবার হলো চারজন। সবার ওপরই সন্দেহ জোরাল হচ্ছে। লেভিট আর হ্যানসনের কি নিয়ে ঝগড়া ছিল, এটা জানতে পারলেই কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত। অস্থির ভাবে পায়চারি করছি, আর ভাবছি। একনাগাড়ে খুঁচিয়ে চলেছি মগজকে, যদি কোন জবাব দিতে পারে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। সোনা! সোনার খনি! চোরা পথে বেরিয়ে যায় সোনা মেশানো আকরিক!

ডিকসিকে বেরোতে দেখলাম তার ঘর থেকে। এগিয়ে আসছে।

চাচার কেবিনে না উঠে হোটেলে উঠেছে সে। কেন?

আমার চোখে চোখ পড়ল তার। পাশ কেটে চলে যাওয়ার আগে ডাকলাম,

boighar.com

'একটু দাঁড়াবেন?'

দাঁড়াল ডিকসি।

'শহরটা বড় বেশি একঘেয়ে,' বললাম। 'কথা বলার মানুষ নেই। চলুন না, কোথাও বসি? চা-কফি খাই?'

কড়া একটা জবাব আশা করেছিলাম, কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে হাসল সে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। 'কোথায় বসবেন?'

'এখানেই।'

কফি এল। কাপে চুমুক দিল ডিকসি। মৃদু হাসল। 'তারপর? শেরিফের হাতে আমাকে তুলে দেয়ার আর কত দেরি?'

'দেখুন, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার চাচার খুনী ধরা পড়ুক, চান তো? তাহলে উল্টোপাল্টা কথা বাদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন?'

'আমাকে দোষী প্রমাণ করার জন্যে আসেননি আপনি?'

'না। আমি এসেছি লেভিটকে নির্দোষ প্রমাণ করতে। ওই লোকটা দুধে-ধোয়া সাধুপুরুষ নয়, জানি আমি; মানুষ খুনও করেছে, কিন্তু হ্যানসনকে সে খুন করেনি, এটা জোর দিয়ে বলতে পারি।'

'কি করে পেলেন এই জোর?'

'তার খুন করার রীতি আমার জানা। সে করলে এমনভাবে অ্যালিবাই তৈরি করে রাখত, যাতে তার ওপর সন্দেহই না জাগে। যা বুঝলাম, সে চায় ধামাচাপা না পড়ে বরং ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি হোক। খুনটা সে করে থাকলে এরকম করত না। তবে কিছু একটা সে করেছে। কী করেছে সেটা জানতে পারলে সুবিধে হত।'

'অ্যালেন কিনিকে সন্দেহ হয় আপনার?'

মাথা নাড়লাম। 'না। মিস্টার হ্যানসনের সঙ্গে তার ঝগড়াঝাঁটি ছিল বটে, কিন্তু খুন করার পর্যায়ে পৌঁছায়নি। বয়েস হলে মেজাজ ক্যাটক্যাটে হয়ই, অযথাই রেগে ওঠে মানুষ। দু-জনের স্বভাব একরকম হলে তো কথাই নেই, এমন লাগা লাগে, একে অন্যের মুখ দেখতে চায় না। পরে আবার ঠিকও হয়ে যায়। বেশি ঘনিষ্ঠ হলেই এমন করে।'

'তাহলে দাঁড়ালটা কি? লেভিট বাদ, কিনি বাদ, বাকি রইলাম আমি।'

'আপনাকেও তো খুনী ভাবতে পারছি না।'

ডিকসি হাসল। 'তাহলে কে? আপনাআপনি তো আর খুনটা হয়ে যায়নি।'

'তা কি আর হয়।'

একটু দ্বিধা করে শেষে বলে ফেলল ডিকসি, 'কাফেতে একটা আগুন দেখেছি। মনে হচ্ছে, কিছু পোড়ানোর তালে আছে।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'ও, আপনিও ধরে ফেলেছেন।'

বইঘর.কম

'ধরার ব্যাপার হলে তো ধরবই।'

'মানুষগুলো যেন কেমন এখানকার। মন খুব ছোট। বাইরের কেউ এলেই সন্দেহের চোখে দেখে।'

'অনেক ছোট শহর তো, সে-জন্যেই বোধহয় এরকম।'

'তা হতে পারে। মিস্টার কানাভান, আপনি সাবধান থাকবেন। লেভিট আপনাকে দাওয়াত দিয়ে এনেছে বলেই ভাববেন না বেঁচে গেছেন, বরং শত্রু আরও বাড়ল আপনার। ও এখানে অনেকেরই চক্ষুশূল।'

'সেটা আমিও বুঝতে পেরেছি। যাই হোক, সাবধান করার জন্যে ধন্যবাদ।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ রইলাম দু-জনেই। কেউই আর কথা খুঁজে পাচ্ছি না। এভাবে বসে থাকতেও ভাল লাগছে না। বললাম, 'এখানে বড্ড গরম। চলুন না, বাইরে থেকে খানিক হেঁটে আসি।'

এবারও আমাকে অবাক করে দিয়ে রাজি হয়ে গেল ডিকসি।

বাইরে ফুরফুরে হাওয়া। দিনের প্রচণ্ড উত্তাপ শুষে নিয়েছে শীতল বাতাস। হোটেলের সামনে দিয়ে চলে গেছে পথ, সামান্য একটু মোড় নিয়ে উঠে গেছে পাহাড়ে। নীরবে ওই পথ ধরে পাশাপাশি হেঁটে চললাম দু-জনে। কোথায় যাব জানি না।

পাহাড়ে উঠে এলাম। নিচে রানাগাট শহর। একপাশে আরেকটা বড় পাহাড়, গোড়ার আছে আলোর সারি। ওখানেই খনি।

চাঁদ মাথার ওপরে। কয়েকটা পাহাড়ের মাঝে ছোট্ট শহরটা, মনে হচ্ছে যেন হাতের তালুতে তুলে নিয়েছে কোন বিশাল দানব। বাঁ পাশে আমাদের কাছাকাছিই রয়েছে স্টার লেভিটের ক্যালিফোর্নিয়া-স্টাইল বিরাট র‍্যাঞ্চ হাউস। ওটার পরে উপত্যকা, তারপরের আধমাইল জুড়ে রয়েছে অনেকগুলো পাকা বাড়ি—হ্যানসন গোল্ড মাইন, খনি এবং কারখানা।

ডানে, শহর থেকে দূরে বিশাল মেসা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে, কালো দেখাচ্ছে চাঁদের আলোয়।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি আমরা। প্রকৃতির অপরূপ শোভা যেন বোবা করে দিয়েছে আমাদের। স্তব্ধ নীরবতা থাকলে এ-সময় বেশি মানাত, আরও ভাল লাগত, কিন্তু পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে কমপ্রেসরের বিরক্তিকর আওয়াজ।

হঠাৎ চোখে পড়ল কালো মূর্তিটা। একটা বাড়ির ছায়া থেকে বেরিয়ে শহরের একমাত্র পথে উঠছে। আমি দেখেছি, না ডিকসি আগে দেখেছে, জানি না; তার আঙুল চেপে বসল আমার কব্জিতে।

শহরের পথে মানুষ চলাচল করতেই পারে, তাতে আমাদের কি? এভাবে চমকে উঠলাম কেন। জবাব পেলাম না। তবে অনেক অদ্ভুত ব্যাপারই ঘটে পৃথিবীতে, যার কোন ব্যাখ্যা নেই। এটাও হয়তো তেমনি কোন ব্যাপার।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। লুমিনাস ডায়াল, দেখতে অসুবিধে হলো না, দশটা

boighar.com

বেজে দশ। সময়ই যেন বলে দিল, শহরের পথে ও কে। কোথায় যাচ্ছে, তা-ও বুঝতে পারছি। অন্ধকার ছায়ায় আবার হারিয়ে গেল মূর্তিটা।

ডিকসির দিকে ফিরে বললাম, 'হোটেলে যান। আপনাকে সঙ্গে করে পৌঁছে দিতে পারলে ভাল হত, কিন্তু ভদ্রতা দেখানোর সময় এখন নেই।'

চাঁদের আলোয় ডিকসির চোখ আর এখন বাদামী লাগছে না, কালো। 'আপনি ওর পিছু নেবেন?'

'আমি গোয়েন্দা, সেটাই তো আমার কাজ। কাফের আগুন কোথায় চলেছে দেখতে চাই। যান। সকালে হোটেলে দেখা হবে।'

'আমি আপনার সঙ্গে যাব।'

আপত্তি করতে পারি, কিন্তু ডিকসিকে হোটেলে ফিরে যেতে রাজি করাতে পারব কিনা সন্দেহ আছে। কথা কাটাকাটি করতে গিয়ে হয়তো অহেতুক সময়ই নষ্ট হবে। এখন তাড়াহুড়া। তাই কথা না বাড়িয়ে নিয়ে নিলাম সঙ্গে।

পাহাড় বেয়ে উপত্যকায় নামতে হবে, আমি একা হলে তাড়াতাড়িই পারতাম। কিন্তু সঙ্গে ডিকসি, ফলে দেরি হতেই থাকল। অনেক কষ্টে হাঁটু আর কনুইয়ের ছাল-চামড়া তুলে অবশেষে নিচে আমার পাশে এসে দাঁড়াল সে। আমার চামড়াও অক্ষত নেই। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ক্যাকটাস আর অন্যান্য কাঁটালতায় লেগে ছড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়।

যা-ই হোক, ঠিক সময়েই পৌঁছেছি আমরা। আধ মিনিট পর পদশব্দ কানে এল।

থেমে গেল একটু পর। ঘন্টার শব্দ হলো। মৃদু ক্যাঁচকোঁচ করে খুলে গেল গেটের পাল্লা।

র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনের গেটে দারোয়ান থাকতে পারে, তাই সেদিকে গেলাম না। চলে এলাম পেছনে। আরেকটা গেট আছে। ঠেলা দিতে হাত বাড়িয়েই থেমে গেলাম। চাঁদের আলোতেও দেখা গেল তারটা। উফ্, বড় বাঁচা বেঁচেছি! হাত দিয়ে ফেললে আর রক্ষা ছিল না। ইলেকট্রিক তার। নিশ্চয় হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎ বইছে লোহার গেটে। নইলে এখানে এভাবে তার লাগানোর আর কোন কারণ নেই।

সমস্যায় পড়ে গেলাম। ঢুকব কোন পথে? গ্যারেজ দিয়ে? আছে ঢোকার জায়গা?

অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বাইরের উৎপাত থেকে বাঁচার জন্যে যত কড়াকড়িই করা হোক, এমন কিছু ফাঁক থেকেই যায়, চেষ্টা করলে যেখান দিয়ে ঢুকে পড়া অসম্ভব হয় না। এখানেও রয়েছে তেমন দুর্বল জায়গা, গ্যারেজের একটা জানালা। পকেট থেকে ছোট দু-একটা যন্ত্রপাতি বের করে সহজেই খুলে ফেললাম জানালার পাল্লা। ঢুকে পড়লাম ভেতরে। ডিকসিকেও ঢুকতে সাহায্য করলাম।

অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক সেকেণ্ড। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই। দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। নির্জন। কোন সাড়াশব্দ নেই। ছায়ায়

বইঘর.কম

ছায়ায় চলে এলাম বসার ঘরের জানালার কাছে।

এখন ধরা পড়লে আমাদের কি অবস্থা হবে, বুঝতে পারছি। শেরিফের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাববে না লেভিট। যা করার নিজেই করে ফেলবে। বিরাট এক আর্মচেয়ারে বসে থাকতে দেখলাম তাকে। পায়ের তলায় পুরু নাভাজো কার্পেট। এতবড় চেয়ারেও ঠিকমত জায়গা হচ্ছে না হাতিটার, কাঁধের দু-পাশ বেরিয়ে আছে চেয়ারের হেলানের দু-দিকে। জ্বলন্ত দৃষ্টি ওয়েট্রেসের ওপর স্থির।

জানালার পাল্লা ভেজানো। সামান্য ফাঁক করতে পারলে ভেতরের কথাবার্তা শোনা যেত। ঘষামাজা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ি, পাল্লা খুলতে গেলে কি আওয়াজ হবে? নেব ঝুঁকি?

কৌতূহলেরই জয় হলো। ভাগ্যও আমার ভাল। নিঃশব্দেই খুলে গেল পাল্লা। ফাঁক দিয়ে ভেসে এল লেভিটের কর্কশ গলা, 'কতবার না বলেছি, যখন তখন এখানে আসবে না? রিনি, একটা কথা কেন বুঝতে পারছ না, কাউবয় শেরিফটা বোকা নয়।'

'কিন্তু আমাকে আসতে হলো, বাধ্য হয়েই। ওই টিকটিকিটা ম্যাগাজিনটা দেখে ফেলেছে। কি পড়ছিলাম, জেনে গেছে।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লেভিট। অতবড় দেহটা যেভাবে সচ্ছন্দে নাড়ল সে, অবাকই হয়ে গেলাম। ধমকে উঠল, 'যেখানে সেখানে ওভাবে রাখো কেন! মনে রেখো, দশ লাখ ডলার···এভাবে চললে ওই টাকার আশায় থুক পড়বে, বলে দিলাম!'

'কিন্তু তোমার ঘাড়ে তো আর চাপাতে পারবে না,' লেভিটকে নয়, যেন নিজেকেই প্রবোধ দিচ্ছে রিনি।

'কে বলল, পারবে না? যদি পারে? সে-জন্যেই খুব সাবধান থাকতে হবে আমাদের। তোমাকে দলে নেয়াটাই ভুল হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে এখন। কখন যে কি গণ্ডগোল করে দেবে কে জানে। সব ভেস্তে যাবে তখন।' বকাবকি করে রাগ খানিকটা কমল লেভিটের। কণ্ঠস্বর সামান্য কোমল করে বলল, 'যাক, যা হওয়ার হয়ে গেছে, এরকম অসাবধান আর হয়ো না। গোয়েন্দাটাকে অত ভয়ের কিছু নেই। ওটা একটা আস্ত গাধা। খালি তেজ আছে, মাথায় একরত্তি ঘিলু নেই।'

রিনি বলল, 'দেখো স্টার, মানুষকে ছোট করে দেখা তোমার স্বভাব। এ-জন্যে পস্তাবে একদিন। গোয়েন্দাটাকে যত বোকা তুমি ভাবছ, ততটা বোকা সে নয়।'

আবার রেগে উঠল লেভিট, 'জানোই যদি, বোকামিটা করলে কেন?'

'ইচ্ছে করে কি আর করেছি? ভুল হয়ে গেছে।'

'হয় কেন?'

'ভুল সবারই হয়। তোমারও হয়। শোনো, লীডার বলেছে···'

'আরে রাখো তোমার লীডার!' হাত নেড়ে বাতাসকেই যেন থাপ্পড় মারল লেভিট। 'ও কি জানে? ওর কোন ক্ষমতা আছে? যা করেছে, ওই পযর্ন্তই দৌড়।

boighar.com

করতে তো হচ্ছে সব আমাকেই।'

'যা-ই বলো, স্টার, গোয়েন্দাটাকে ভাড়া করা ঠিক হয়নি। ওর চাহনি দেখেছ?'

'দেখব না কেন? গাধার চাহনি।'

কানের কাছে মৃদু হাসির শব্দ, ফিক করে হেসে ফেলেছে ডিকসি, তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরলাম।

'যা বলি শোনো,' পিস্তলের নিশানা করার মত করে রিনির দিকে আঙুল তুলল লেভিট, 'আমি না ডাকলে আর আসবে না। কান খাড়া রাখবে সব সময়। কাফেতে কে কি বলে শোনার চেষ্টা করবে। শেরিফের ওপর চোখ রাখবে, গোয়েন্দাটাকে যখন তোমার এত ভয়, তার ওপরও রাখবে। অ্যালেন কিনির ব্যাপারে কোন কথা কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে।'

'মনে হচ্ছে ওকে তুমি ভয় পাও? ওই বুড়োটাকে ভয়ের কি আছে?'

'ভয় করলে এ-শহরের ওই একটা লোককেই করতে হয়। ঈগলের চোখ ওর, কয়োটের কান। পিস্তলের নিশানাও খুব ভাল। ওর সঙ্গে লাগতে যাওয়ার আগে দশবার চিন্তা করা উচিত।'

হাত নেড়ে রিনিকে চলে যেতে বলল লেভিট।

ঘুরে দাঁড়াল রিনি। দরজার দিকে এগোল। পেছনে গেল লেভিট। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল দু-জনেই। এর পর কি ঘটবে, আঁচ করতে পারলাম। ওসব আর দেখার ইচ্ছে নেই। যা শোনার শুনেছি, নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়া দরকার এখন।

বেরিয়ে এলামও, কিন্তু জানলাম না, মারাত্মক একটা গণ্ডগোল করে ফেলেছে ডিকসি।

সকালে কফি খেতে খেতে অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম। এখানে আসার পর থেকে যা যা ঘটেছে, খতিয়ে দেখলাম মনে মনে। কিছুতেই হ্যানসনের খুনীর আসনে বসাতে পারলাম না লেভিটকে।

সমস্ত ঘটনা একটা দিকেই আঙুল নির্দেশ করছে। বিলবোর্ড ম্যাগাজিনের লেখাটা নিয়ে আবার ভাবলাম। নাহ্, ভিন কার্টারের সঙ্গে দেখা না করলেই নয় আর।

কাফেতে এসে ঢুকল লেভিট। টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারে বসল। কোন ভূমিকা না করে বললাম, 'তুমি খুনী নও। কে হ্যানসনকে খুন করেছে এখন আমি জানি। শুধু বুঝতে পারছি না, ঢুকল কোনখান দিয়ে।'

নীরবে পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করল লেভিট। গুনে গুনে পাঁচটা একশো ডলারের নোট খুলে নিয়ে বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। 'নাও। নিয়ে বাড়ি চলে যাও। তোমার আর কোন কাজ নেই এখানে।'

'মানে?'

র‍্যাটল সাপের চাহনি ফুটল লেভিটের কালো চোখে। 'বুঝলে না? ভাগতে বললাম শহর থেকে। কাজ করতে আনলাম আমার, করছ ওই মেয়েমানুষটার। আমি ভালমানুষ, তাই তার পরেও তোমার পাওনা বুঝিয়ে দিচ্ছি। যাও, চলে যাও।'

'যদি থাকতে চাই? আমার নিজের খরচে?'

'তোমার কোম্পানী তাতে রাজি হবে না।'

'সেটা আমি বুঝব।'

কঠিন হাসি ফুটল লেভিটের ঠোঁটে। 'আজ রাত বারোটা পর্যন্ত সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে শহর ছাড়বে, আর কোন কথা শুনতে চাই না।'

শব্দ করে পেছনে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল সে।

খানিক দূরে আরেকটা টেবিলে বিশালদেহী এক লোক বসে আছে, খনির শ্রমিক-টমিক হবে। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল লেভিট। ঢালাও হুকুম দিল, 'বারডু, রাত বারোটা এক মিনিটের মধ্যে যদি শহর না ছাড়ে ও, কান দুটো ছিঁড়ে নিও। আর কিছু করার দরকার নেই। একা পারবে না বুঝলে সঙ্গে লোক রেখো।'

আমার দিকে ফিরল লোকটা। চোয়াল বসা, কান দুটো মাথার সঙ্গে লেপটে আছে। ছোট ছোট চোখ। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আর কাউকে লাগবে না।'

বাইরে বেরিয়ে এলাম। উজ্জ্বল রোদ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম মিনিটখানেক। লেভিটের এই হঠাৎ পরিবর্তন বিস্মিত করেছে আমাকে। রাতেও আমাকে নিয়ে বিন্দুমাত্র ভয় ছিল না তার। মাত্র কয়েক ঘণ্টায়ই এতটা বদলে গেল!

রওনা হলাম শেরিফের অফিসে।

প্রথম দিন যেমন দেখেছি, ঠিক তেমনিভাবে ডেস্কের ওপর পা তুলে দিয়ে বসে আছে ওয়াল্ট পণ্ড। আমাকে দেখে হাসল। 'নতুন কোন খবর?'

'হ্যাঁ,' বললাম। 'গণ্ডগোল।'

'সত্যি বলতে কি কেসটার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না আমি। ওই কিনি বুড়োটা মুখ খুলছে না। লেভিটও অনেক কিছু জানে, সে-ও বলতে চাইছে না।'

লেভিট যে আমাকে শহর থেকে চলে যেতে বলেছে, জানালাম শেরিফকে। বললাম, 'কিন্তু আমি যেতে চাই না। আমার ধারণা, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে একটা সুরাহা করে ফেলতে পারব। ব্যাপারটা নির্ভর করছে এখন আপনার ওপর।'

'আমার ওপর?'

'হ্যাঁ। আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে রানাগাটের ডেপুটি শেরিফ নিযুক্ত করতে হবে আমাকে।'

'ডেপুটি শেরিফ!'

'হ্যাঁ। ক্ষমতা দরকার আমার।'

আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ শেরিফ। তারপর পা নামাল ডেস্ক থেকে। ড্রয়ার খুলে ব্যাজ বের করল। 'দেখি, ডান হাতটা দাও তো।'

boighar.com

*

দরজার কাছে এসে ঘুরে দাঁড়ালাম। 'ও হ্যা, শোরফ, কয়েক ঘণ্টার জন্যে শহরের বাইরে যাব আমি। ওগডেনে সার্কাস দেখতে।'

'গ্যারেজে একটা গাড়ি আছে,' কেন, কি কারণে যাচ্ছি, কিছুই জানতে চাইল না শেরিফ। শুধু জিজ্ঞেস করল, 'কখন?'

'রাত বারোটা দশ মিনিটে।'

ফিরে এসে চেয়ারে বসলাম আবার। খুলে বললাম আমার প্ল্যান।

শুনে মাথা ঝাঁকাল শেরিফ। 'রেপ বারডুটা একটা হারামজাদা। সাবধানে থাকবে!'

রাত সাড়ে এগারোটায় গ্যারেজ থেকে শেরিফের গাড়ি বের করলাম। এনে রাখলাম কাফের সামনে। শনিবার রাত, আজ বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

আমাকে দেখেই উজ্জ্বল হলো ডিকসির চোখ। ওর টেবিলে গিয়ে বসলাম। অর্ডার নিতে কাছে এল রিনি। ওয়েট্রেসকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললাম, 'ডিকসি, লেভিট আমাকে বিদায় দিয়েছে।'

'কেন?' ভুরু কোঁচকাল ডিকসি।

'তার কাজ নাকি কিছুই করিনি, খালি আপনার সঙ্গে প্রেম করে কাটিয়েছি।' ঘরের এক কোণে বসা রেপ বারডুকে দেখালাম—আমার দিকেই চেয়ে আছে, 'ওই জন্তুটাকে আমার বডিগার্ড বানিয়েছে। আজ রাত বারোটা পর্যন্ত সময় দিয়েছে, এর মধ্যে বেরিয়ে যেতে হবে শহর থেকে।'

চট করে হাত ঘড়ি দেখে নিল ডিকসি। আরেকবার তাকাল বারডুর দিকে। 'তাহলে, তো আপনার সময় হয়ে গেছে।'

'না,' বারডুকে শুনিয়ে জোরে জোরে বললাম, 'বারোটা এক মিনিট পর্যন্ত এখানেই থাকব। আমার কান ছেঁড়ার একটা সুযোগ দিতে চাই ভালুকটাকে। তারপর ওর ঠ্যাঙ ভাঙব আমি।'

আমার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল বারডু। টেবিলে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাল।

রিনি চলে গেল। নিচু গলায় আলাপ চালালাম আমি আর ডিকসি। আশ্চর্য! খুনের কথা একবারও উঠল না। যার যার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন, কার বাড়ি কোথায়, বড় হয়েছি কিভাবে, ভবিষ্যতে কি করার ইচ্ছে, এই সব।

কোথা দিয়ে সময় পেরিয়ে গেল, খেয়ালই করলাম না। টেবিলে কালো একটা ছায়া পড়তেই মুখ তুললাম। বারডু এসে দাঁড়িয়েছে টেবিলের কাছে। ঘড়ি দেখলাম। বারোটা বেজে এক মিনিট। আবার তাকালাম ওর দিকে।

'প্রথমে কোন্ কানটা ছিঁড়ব, দোস্ত?' খসখসে গলায় জানতে চাইল ভালুক।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেলাম চেয়ারে। ডান পা বাড়িয়ে জুতোর ডগা

বইঘর.কম

আটকালাম বারডুর হাঁটুর পেছনে। হ্যাঁচকা এক টান দিতেই বেসামাল হয়ে পড়ল সে। সময় পেয়ে আর দেরি করলাম না, উঠে দাঁড়ালাম এক লাফে।

আমার মুখ লক্ষ্য করে ডান হাত চালাল সে।

চট করে মুখ সরিয়ে ফেললাম, প্রায় একই সঙ্গে ঘুসি চালালাম তার গলায়।

ভালুকের মতই গোঁ গোঁ করে উঠল বারডু, ঝটকা দিয়ে দুই হাত উঠে গেল গলার কাছে, চেপে ধরল আহত জায়গা। ডান হাতের আঙুল সব সোজা রেখে ছুরি ঢুকিয়ে দেয়ার মত করে খোঁচা মারলাম তার তলপেটে, পরক্ষণেই বাঁ হাতে ডান কানে ঘুসি।

পর পর তিনটে মারাত্মক আঘাত, সইতে কষ্ট হচ্ছে বারডুর। তাকে সোজা হওয়ার সময় দিলাম।

পুরোপুরি সোজা হতে পারল না, হারও মানল না। টলতে টলতে এগিয়ে এল ঘুসি বাগিয়ে।

বাড়ানো হাতের কব্জি ধরে ফেললাম। আমি ঘুরতেই তার হাতটা চলে এল আমার কাঁধের ওপর। পিঠ বাঁকা করে আমার পেছনটা ঠেকালাম তার পেটের সঙ্গে, বিশেষ কায়দায় একটা ঝাঁকুনি দিতেই মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল ভারি শরীরটা। ময়দার বস্তার মত ধাপাস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

তড়পাতে তড়পাতে কোনমতে উঠে বসল ভালুক। মাথা ঝাড়া দিচ্ছে। দুই লাফে এগিয়ে গেলাম। জুতোর ডগা দিয়ে তার ডান কানের সামান্য নিচে আলতো ঠোকর লাগাতেই দু-দিকে হাত ছড়িয়ে পড়ে গেল, আর উঠল না। পনেরো মিনিটের আগে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না।

কাছেই একটা টেবিল। তাতে পরিজ। পাত্রটা তুলে উল্টো করে ঢেলে দিলাম বারডুর মাথায়। চুলে, কানে মাখামাখি হয়ে গেল হালুয়া।

ফিরে দেখলাম, চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে রিনি। ভূত দেখছে যেন।

'চমৎকার দেখিয়েছ, খোকা, ভেরি গুড!' দরজার কাছ থেকে শোনা গেল শেরিফের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ।

সহজেই খুঁজে বের করলাম সার্কাস পার্টিটা। ঢুকলাম ক্যারাভান দিয়ে ঘেরা সীমানার ভেতর।

দারোয়ানকে আমাদের পরিচয় দিলাম, খবর পাঠালাম ভিন কার্টারকে। তারপর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম কি কি আছে। অনেক জন্তু-জানোয়ার। কয়েকটা দুষ্প্রাপ্য জীব দেখা গেল, যা অনেক চিড়িয়াখানাতেও নেই।

প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল একটা কুকুরের মত জন্তু। কালচে চামড়া, বুক আর দু-পাশে সাদা সাদা দাগ। এর নাম টাসম্যানিয়ান ডেভিল, ভেড়া আর খরগোশের যম। দেখলাম মালয়ের সিভেট ক্যাট, মেরু-শেয়াল, ছোট লেজওয়ালা

boighar.com

বেজি, ধোঁয়াটে চিতা, আঁশওয়ালা পিপিলিকাভূক, লিনসাং টামারু, দুটো পিগমি মোষ, একটা ব্যাবিরুসা, হাঁসের মত ঠোঁটওয়ালা প্ল্যাটিপাস, ছ'টা ব্যাণ্ডিকুট, প্রায় দশ ফুট লম্বা আর তিনশো পাউণ্ড ওজনের একটা কমোডো ড্রাগন, আর কয়েকটা মনিটর লিজার্ড—বৃহৎ আকৃতির গোসাপ, ওজনে, আয়তনে কমোডো ড্রাগনের অর্ধেক।

পেছনে পায়ের শব্দ হলো। ফিরে তাকালাম। সিল্কের সাদা শার্ট আর আঁটো প্যান্ট পরা লম্বা একজন লোক এগিয়ে আসছে। পায়ে চকচকে কালো বুট। কাছে এলে হাত বাড়িয়ে দিলাম, 'মিস্টার কার্টার?'

জবাব দেয়ার আগে আমাকে ভালমত দেখল লোকটা। 'আপনাকে তো চিনলাম না?'

'আমি রানাগাটের নতুন ডেপুটি শেরিফ,' নাম বলার প্রয়োজন মনে করলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার মামার খবর শুনেছেন?'

কঠিন হলো কার্টারের চোয়াল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অবচেতন মন হুঁশিয়ার করে দিল আমাকে: বিপজ্জনক লোক। সাবধান!

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কার্টার। 'শুনেছি। শেরিফের মেসেজ পেয়েছি গতকাল। তবে আগেই জেনেছি, খবরের কাগজে। তো, আপনার আসার কারণ?'

'কিছু যদি মনে না করেন, কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'এদিকটা দেখো'। আমার দিকে ফিরে বলল, 'আসুন।'

কার্টারের হাঁটার ভঙ্গিতে মিলিটারি ডবল মার্চের দ্রুততা। ছোট একটা তাঁবুতে নিয়ে এল আমাকে। ক্যানভাস চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল। 'ড্রিংক?'

'দিতে পারেন।'

দুটো গেলাসে মদ ঢেলে একটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। মুখোমুখি আরেকটা চেয়ারে বসল। 'বলুন, কি জানতে চান?'

'রোববার রাতে কোথায় ছিলেন?'

'পথে। পার্টির সঙ্গে।'

'কোথায় যাচ্ছিল পার্টি?'

'এখানে আসছিল। শেষরাতে পৌঁচেছি আমরা।'

'একটানা নিশ্চয় চলতে পারেন না, মাঝে মাঝে থামতে হয় আপনাদের। কতক্ষণের জন্যে থামেন?'

'প্রতি এক ঘণ্টা পর, দশ মিনিট করে। গাড়ির টায়ার, জন্তু-জানোয়ারের খাঁচা চেক করে নিই ও-সময়।' কোনদিকে তাকে নিয়ে যাচ্ছি আমি, বুঝতে পারছে কার্টার, কিন্তু সেটা প্রকাশ করছে না। সোজাসুজি জবাব দিচ্ছে। 'পেপারে পড়েছি, তিনজনকে সন্দেহ করা হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। আপনার মামাতো বোন ডিকসি, অ্যালেন কিনি আর স্টার লেভিট।'


বইঘর.কম

গেলাসের ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকাল লেভিট। কঠোর হয়ে উঠেছে দৃষ্টি। 'আশা করি খুনীকে ধরতে পারবেন?'

জবাবটা ছুঁড়ে দিলাম তার দিকে, 'কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাতকড়া পরাব।'

'তাই নাকি!'

হাসলাম। 'ভাবছেন না তো আবার আপনাকে সন্দেহ করছি?'

শ্রাগ করল কার্টার। 'একজন মানুষ খুন হলে অনেককেই সন্দেহ করা হয়। মামা আমাকে দেখতে পারত না, অনেকেই তা জানে। আমার বাপকেও দেখতে পারত না বুড়ো। তার মৃত্যুতে আমার লাভ লোকসান কিছুই নেই। সম্পত্তি যদি দিয়েও যেত, ভোগ করতে পারতাম না। সার্কাসের জগৎ ছেড়ে কোথাও আমি যাব না।'

'আপনার ওই কমোডো ড্রাগনটা দেখলে ভয় লাগে। মাংস খায় বুঝি?'

ভুরু কোঁচকাল কার্টার। তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে। মাথা ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ, খায়। লোকে বলে ঘোড়া-মানুষ কোন কিছুকেই পরোয়া করে না ওরা। যা পায়, তাই মেরে খায়। এটা অবশ্য লোকের বাড়িয়ে বলা। তবে, দুনিয়ার ভয়ঙ্করতম কয়েকটা জীবের একটা ওই ড্রাগন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাছাকাছি কেউ না থাকলে ওর গর্তে আমিও নামব না।'

কার্টারের বলার ভঙ্গিতে শিরশির করে উঠল আমার ঘাড়ের কাছটা।

'আর কোনও প্রশ্ন?' জিজ্ঞেস করল কার্টার।

'হ্যাঁ। স্টার লেভিটের কাছ থেকে শেষ কখন খবর এসেছে আপনার কাছে?'

চেয়ারে সামান্য নড়েচড়ে বসল কার্টার। 'ও আমাকে খবর পাঠাবে এ-ধারণা হলো কেন আপনার? ওকে চিনিই না আমি।'

'রিনিকেও নিশ্চয় চেনেন না?'

এতক্ষণ কঠোর ছিল কার্টারের চাহনি, এখন বরফ-শীতল হয়ে গেল। বরফের মাঝেই আগুনের ধিকিধিকি আভা। 'না, ও চিনি না।'

মোলায়েম গলায় বললাম, 'আপনাকে কিন্তু ওরা দু-জনেই চেনে। লেভিটের ব্যাপারে সাবধান থাকবেন। ও বড় ভয়ঙ্কর লোক। শিকাগো শহরেও বহু লোককে জ্বালিয়ে এসেছে। তার পথে বাধা হলে আপনাকেও নিস্তার দেবে না।'

একটু যেন চমকে গেল সে। তাকে সামলানোর সুযোগ না দিয়েই বললাম, 'আপনাদের কিছু গোপন কথা জানি আমি। টাকাগুলো হাতাতে যাচ্ছেন আপনারা। তবে বলা যায় না, আপনাকেও বুড়ো আঙুল দেখাতে পারে লেভিট, পুরোটাই কেড়ে নেবে। হুঁশিয়ার করে দিলাম।'

'অনেক বেশি জানেন আপনি!' মুখ বিকৃত করে ফেলেছে কার্টার, কুৎসিত হয়ে উঠেছে সুন্দর চেহারা। 'ছোট্ট শহরের অতি সাধারণ এক ডেপুটি শেরিফ, বড় বেশি কঠিন কাজে হাত দিয়ে ফেলেছেন।'

শুধু হাসলাম, কিছু বললাম না।

boighar.com

কার্টারের সঙ্গে আর কোন কথা নেই আমার। বললাম, 'এবার যেতে হবে। উঠি। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

কিসের দেরি, জানতে চাইল না কার্টার। 'ঠিক আছে। প্রমাণ জোগাড় করতে পারলে আসবেন আবার, আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন।'

'তা তো আসবই,' হেসে বললাম। 'ভাববেন না, তাড়াতাড়িই আসব।'

আমাকে এগিয়ে দেয়ার জন্যে সঙ্গে এল কার্টার। জন্তু-জানোয়ারের খাঁচার ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছি, আমার পেছনেই রয়েছে সে। নীরবতার মধ্যে তার নিঃশ্বাসের ভারি শব্দ কানে আসছে।

ড্রাগনের গর্তের কাছাকাছি আসতেই নাকে লাগল বোঁটকা পচা গন্ধ। বাতাসে উড়ছে তাঁবুর কানা, পতপত শব্দ হচ্ছে। গর্তটার দিকে চেয়েই থমকে দাঁড়ালাম। পেছনে রয়েছে কার্টার, ধাক্কা দিয়ে যদি গর্তে ফেলে দেয় আমাকে? দ্রুত সরে গেলাম দূরে।

ব্যাপারটা টের পেল কিনা সে, জানি না, তবে পেলেও প্রকাশ করল না।

গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালাম।

'আপনার ধারণা, আমি মামাকে খুন করেছি?' আচমকা প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে দিল কার্টার।

'হ্যাঁ।'

প্রমাণ করতে পারবেন?'

জবাব দিলাম, *'আটি আটি, সোবাট বিবিন সালাহ্!'*

ঝট করে মুখ তুলল কার্টার। স্থির হয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর কোন কথা না বলে ঘুরে হাঁটতে শুরু করল তাঁবুর দিকে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে তার চলে যাওয়া দেখলাম। একটা খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দারোয়ান, আমার দিকে নজর। তার কাছে এসে দাঁড়ালাম। লাইটার আছে আগার পকেটে, তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'ম্যাচ আছে?'

নীরবে পকেটে হাত দিল সে।

একটা সিগারেট দিলাম তাকে।

দেশলাই বের করে কাঠি জ্বেলে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল লোকটা।

'পার্টিটা কয়েক দিন আগে লা ভেগাসে ছিল, তাই না?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ। ওখান থেকে এসেছেন?'

'না। তবে ওদিকের পথ ধরেই এসেছি। রাস্তা খুব খারাপ দেখলাম।'

'হ্যাঁ। বার বার থামতে হয়।'

'টায়ার, খাঁচা চেক করার জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো খুব বিরক্তিকর।'

'আর বলবেন না। এক-আধ ঘণ্টা পর পরই যদি থামতে হয়, আধঘণ্টা করে


বইঘর.কম

নষ্ট হয়, কেমন বিরক্ত লাগে! মাঝে মাঝে আরও দেরি হয়। এভাবে চলতে ভাল্লাগে!'

'নাহ্। আচ্ছা, চলি।' গাড়ির দিকে রওনা হলাম আবার।

একেকবার থামলে কতটা সময় নষ্ট হয়, এ-ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলেছে কার্টার। কেন? হঠাৎ বুঝে গেলাম ব্যাপারটা। খাপে খাপে মিলে গেল অনেক কিছু।

পশ্চিম দিকে ছুটে চলেছে গাড়ি। দীর্ঘ যাত্রা। দু-পাশে মরুভূমি, পাহাড়, মাঝে মাঝে ছোট্ট ওয়েস্টার্ন শহর।

এক জায়গায় পাহাড়ের ভেতর দিয়ে চলে গেছে পথটা। সামনে একটা বাঁক। গতি কমালাম। মোড় নিতেই চোখে পড়ল গাড়িটা। রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। হুড তোলা। এদিকে পেছন ফিরে ইঞ্জিনের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে।

এতরাতে এরকম জায়গায় মেয়েমানুষ! নিশ্চয় গাড়ি খারাপ হয়ে বিপদে পড়েছে।

গাড়ি থামিয়ে নেমে গিয়ে দাঁড়ালাম মেয়েটার পেছনে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে?'

ঝটকা দিয়ে সোজা হলো মেয়েটা। পাঁই করে ঘুরল। হাতের পিস্তল নাচিয়ে বলল, 'হয়নি এখনও, তবে হবে!'

রিনি!

পায়ের আওয়াজ হলো। পাশ ফিরে দেখলাম একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে রেপ বারডু। তার হাতেও পিস্তল।

রাতের বেলা রাস্তার ওপর গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিন খারাপের ভান করে অন্য গাড়ি থামানো একটা অতি সহজ কৌশল, খুব ভাল করেই জানি আমি, তারপরেও বোকার মত ফাঁদে পা দিলাম।

অন্য একটা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আরও একজন, ওকে চিনি না।

'চলো, টিকটিকি,' আদেশ দিল বারডু, 'ওদিকে চলো। পথের ওপর কাজ সারতে পারব না।'

প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরের ছোট একটা টিলার অন্য পাশে নিয়ে এল আমাকে ওরা। এখান থেকে পথটা দেখা যায় না।

'এইবার শুরু করো,' হাসি হাসি গলায় বলল বারডু। 'যা যা জানো, গড়গড় করে উগড়ে দাও তো। পেটে রেখে আর কি করবে,' হাতের পিস্তলটা নাড়ল সে। 'প্রথমে বলো, কার্টারকে কি বলেছ?'

'বলেছি, সে রট হ্যানসনকে খুন করছে। জিজ্ঞেস করেছি, লেভিট তার কাছে কি চায়, শেষবার কখন যোগাযোগ করেছে। ওকে তোমরা বোকা ভেবে ভুল করেছ। ভুল লোকের সঙ্গে যোগ দিয়েছ। আমি অবশ্য এই ভুলটা করব না।'

boighar.com

'কি বললে?' এক পা এগিয়ে এল রিনি।

'এত সহজ কথাটা বুঝলে না? লেভিটের দলে ভিড়তে চেয়েছিলাম, পাত্তা দেয়নি সে। দু-চারশো টাকা দিয়েই আমার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছে। কিন্তু কার্টার ভদ্রলোক। সে ভাল টাকা দিতে রাজি হয়েছে। তোমাদেরও তাই করা উচিত। কার্টারের দলে ঢুকে যাও।'

বারডু বলল, 'স্টার লেভিটের সঙ্গে বেঈমানী!...না বাবা, আমি তারই লোক। এখনও আরও কিছুদিন বাঁচার সাধ আছে।'

'সে বাঁচবে কিনা সেটা জানো? শোনো, ভাল চাও তো যা বলছি করো। কার্টারের সঙ্গে ভিড়ে যাও।'

ধাপ্পা দেয়ার চেষ্টা করছি বটে, কিন্তু কতখানি সফল হব জানি না। ওরা আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছে, বুঝতে পারছি। কথা বলে যতক্ষণ দেরি করাতে পারি ততই লাভ। কতক্ষণ বাঁচিয়ে রাখবে আর জানি না। রিনির দিকে ফিরে বললাম, 'তোমাকে এখানে দেখব আশা করিনি।'

'চুপ!' ধমক দিল বারডু। 'বড় বেশি কথা বলো!'

'ওকে বলতে দাও,' রিনি বলল। যা যা জানে, বলুক না।'

'কি আর বলব, তোমাদের মত আমিও টাকার জন্যেই দল বদল করতে চাইছি। লেভিট আমাকে দাম দেয়নি। ফাঁকিঝুঁকি দিয়ে পগুকে রাজি করিয়ে তার ডিপুটি হয়ে গেলাম। রানাগাটে থাকব, অন্তত টাকার বখরা যতদিন না পাব যাব না। লেভিটকে কেউ চায় না। পগু, বুড়ো কিনি এবং আরও দু-চারজন খনির মালিক, সবাই চায় লেভিটকে শহর থেকে বের করে দিতে। কোন একটা ছুঁতোয় যদি খুন করে ফেলতে পারে, তাহলে ওদের জন্যে আরও ভাল। চিরতরে আপদ বিদেয় হবে। যত চেষ্টাই করুক, দিন কয়েকের বেশি আর রানাগাটে টিকতে পারছে না লেভিট। তখন টাকার বখরা কার কাছ থেকে নেবে? একমাত্র লোক, ভিন কার্টার।'

'কিন্তু,' প্রতিবাদ করল বারডু, 'কার্টারের কাছে যে উইলটা আছে, তাতে লেখা, বুড়ো হ্যানসন তার সম্পত্তি ভাগ্নেকে দিয়ে গেছে। নগদ টাকাও। বৈধ জিনিস, ওই টাকার ভাগ কেন সে দিতে যাবে আমাদের?'

'দেবে, আমি তাকে দিতে বাধ্য করব। কারণ, আমি প্রমাণ করতে পারব, হ্যানসনকে খুন করেছে কার্টার।'

'কি করে?'

দরাজ হাসি হাসলাম। 'সেটা এখন বলব কেন? আগে আমাকে সাহায্য করো, তখন বলব।'

'না,' কর্কশ গলায় বলল বারডু। 'তোমাকে মেরে ফেলার আদেশ হয়েছে আমাদের ওপর, তা-ই করব।'

'দাঁড়াও রেপ,' হাত তুলল রিনি। 'একটা কথা ভাবছি। ধরো, এখানে ওকে

বইঘর.কম

মারলাম না আমরা, শহরে ধরে নিয়ে গেলাম। কাফের নিচে ভাঁড়ারে আটকে রাখলে কেউ জানবে না। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার সময় পাব আমরা, খোঁজখবর করব। লেভিটকেই বা কেন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে যাব? সে কি অতটা বিশ্বাসী?'

'এ-ব্যাটা মিছে কথা বলছে না, কি করে জানব? ধাপ্পা দিয়ে···'

'দাঁড়াও, দেখি মিথ্যে কিনা,' আমার দিকে ফিরল রিনি। 'তুমি বলছ, কার্টারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ। তারমানে আগে থেকেই ওর সঙ্গে তোমার যোগাযোগ। উইলটা সম্পর্কেও নিশ্চয় জানো তাহলে। কি জানো, বলো।'

ঠাণ্ডা ঘাম বেরোতে শুরু করল। এইবার পড়েছি ফাঁদে। এটা ঠিকমত বলতে না পারলে এরপর আমার একটা কথাও আর বিশ্বাস করবে না ওরা। এখানেই খুন করে রেখে যাবে। ভয় যে পেয়েছি, সেটা বুঝতে দিলাম না ওদেরকে।

পথে এক জায়গায় সাইনবোর্ড দেখেছি:

জনি লীডার,
ওয়ার্ল্ডস গ্রেটেস্ট পেনম্যান।

'লীডার' নামটা সেদিন রাতে লেভিট আর রিনির মুখেও শুনেছি। সাইনবোর্ডে দেখার পর থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। ভেবেছি তাকে নিয়ে। যা থাকে কপালে ভেবে সেইটাই ঝেড়ে দিলাম, 'কেউই জানে না, আমি জানব কি করে? তবে এটুকু জানি, ওই উইলটা লিখেছে জনি লীডার। এ-ও জানি, হ্যানসনকে খুন করার পর উইলটা গায়েব করে ফেলেছে কার্টার।'

মাথা দোলাল রিনি, 'স্টারেরও তাই ধারণা। রেপ, ও সত্যি কথাই বলছে।'

চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা একটু একটু করে ছাড়লাম।

অবশেষে মাথার ওপর থেকে হাত নামাতে দিল আমাকে ওরা। গাড়ির কাছে নিয়ে এল। বিপদ এখনও কাটেনি পুরোপুরি, তবে আপাতত বেঁচে গেলাম। সময় পাওয়া গেল। মুক্তির সুযোগ আসতে পারে।

'রিনি,' বারডু বলল, 'আমি এই উজবুকটার গাড়িতে চড়ছি। তুমিও এসো আমার সঙ্গে। আমাদেরটা রিকি চালাবে। চলো, আগে রানাগাটে যাই।'

আমার গাড়ির ড্রাইভিং সীটে বসল রিনি। ওর পাশে আমাকে বসতে হলো। বারডু বসল পেছনের সীটে। আমার ·৪৫টা রয়েছে সামনের দুটো সীটের মাঝের ফাঁকে, লুকানো।

গাড়ি ছুটে চলল। মনে মনে নানা রকম ফন্দি আঁটছি। ওই কাফের নিচে ভাঁড়ারে আটকা পড়ে থাকলে কিছুই করতে পারব না। সুতরাং ওখানে ঢোকা চলবে না। ঠেকাতে হবে। কিন্তু কিভাবে?

ভাবার সময় পেলাম না, কথা বলে উঠল বারডু, 'রিনি, শেরিফ আর কিনি যে তাকে খুন করতে চায়, এটা কিন্তু লেভিট জানে না। সে ভাবছে, ডিকসিকে খুন করে সহজেই পাড় পেয়ে যাবে। আত্মহত্যার মত করে সাজাবে কেসটা—চাচাকে খুন করে অনুশোচনায় ভুগে ভুগে, যন্ত্রণা সইতে না পেরে, ছোট্ট একটা চিঠি লিখে

boighar.com

রেখে আত্মহত্যা করেছে ডিকসি।'

পেছনে খস করে দিয়াশলাইর কাঠি জ্বলে উঠল। সিগারেট ধরিয়ে আবার বলল বারডু, 'আজ রাতেই মেয়েটাকে খুন করবে লেভিট। রাতের বেলা চুরি করে ব্যাঞ্চে ঢুকেছিল ডিকসি, এটা জেনে গেছে সে।'

রিনি কিছু বলল না।

'কি করে জানল?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম বারডুকে। হাতটা চলে গেল সীটের ফাঁকে, পিস্তলটা ঠেকল আঙুলে।

'গ্যারেজের জানালার নিচে গ্রিজ ছিল, তাতে পা দিয়ে ফেলেছিল মেয়েটা। সারা বাড়ি ছড়িয়েছে পায়ের ছাপ। লেভিটের ঘরের জানালার নিচেও পড়েছে।'

ও, এই তাহলে কারণ। এতক্ষণে বুঝলাম, হঠাৎ করে আমার ওপর খেপে গেল কেন লেভিট, কেন পাগল হয়ে উঠল শহর থেকে তাড়ানোর জন্যে। ইস্, ডিকসিকে সঙ্গে নিয়েই ভুল করেছি। না নিলে এখন এই ঝামেলায় পড়তে হত না।

খানিকক্ষণ নীরবতা। হঠাৎ আমার দিকে ফিরল রিনি। 'ওই মেয়েটাকে তোমার পছন্দ, না?'

'ওকে?' শ্রাগ করলাম। 'না। বরং তোমাকেই আমার পছন্দ। স্মার্ট মেয়ে ভাল লাগে আমার।'

ড্যাশবোর্ডের সবুজ আলোয় পরিবর্তন লক্ষ করলাম রিনির চেহারায়। প্রিন্সের মত চেহারা নয় আমার, তবে লেভিটের তুলনায় গরিলার পাশে দেবশিশু, এটা স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই। হাসলাম মনে মনে। ঢিলটা জায়গামতই লেগে গেল বোধহয়।

ভোরবেলা পৌঁছলাম রানাগাটে। অফিসের দরজায় দাঁড়ানো দেখলাম শেরিফকে। আমাদের গাড়ির দিকে চেয়ে আছে।

পাশ ফিরে তাকালাম। একটা কালো কনভারটিবল গাড়ি চোখে পড়ল। কার্টারের ওখানে দেখেছি ওটা গতরাতে। ক্যারাভানগুলোর কাছে রাখা ছিল। চট করে পেছন ফিরে তাকালাম। ডান কনুই সীটে রেখে কাত হয়ে বাঁ হাতে পকেট হাতড়াচ্ছে বারডু। ঠোঁটে নতুন সিগারেট, তারমানে দিয়াশলাই খুঁজছে।

চোখের পলকে পিস্তলটা বের করে আনলাম সীটের ফাঁক থেকে। হাতলে মোচড় দিয়ে এক ধাক্কায় খুলে ফেললাম বাঁ পাশের দরজা। একই সঙ্গে ডান কনুই দিয়ে আঘাত করলাম রিনির স্টিয়ারিং ধরা হাতে।

অকস্মাৎ ঘুরে গেল গাড়ির নাক। পাশের একটা দেয়ালের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ততক্ষণে আমি বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। পড়েই এক গড়ান দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। হাতে উদ্যত পিস্তল।

ধ্রাম করে গিয়ে দেয়ালে গুঁতো মারল গাড়িটা। চুরচুর হয়ে গেল উইণ্ডশীল্ড। পাশ কেটে শাঁ করে বেরিয়ে গেল রিকির গাড়ি।

চিৎকার করে বললাম শেরিফকে, 'গুলি করুন, গুলি করুন ব্যাটাকে! পালাচ্ছে

বইঘর.কম

তো!'

'বেঈমান! হারামজাদা!' বারডু চিৎকার করছে। জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসছে পিস্তলধরা হাত।

পর পর দু-বার গুলি করলাম বুক সই করে।

হাঁ হয়ে গেল বারডুর মুখ। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল তার পাশের দরজা। গড়িয়ে রাস্তায় পড়ল রক্তাক্ত লাশটা। ধুলোর মধ্যে।

একটানা আওয়াজ হচ্ছে পিস্তলের গুলির। গুলি করে চলেছে শেরিফ। রিকির গায়ে লাগল কিনা, দেখার সময় পেলাম না। আমার নজর রিনির দিকে। ছোঁ মেরে পাশে রাখা হাতব্যাগটা তুলে নিয়েছে।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সে। ততক্ষণে আমিও পৌঁছে গেছি। ব্যাগটা খোলার আগেই কেড়ে নিলাম। চিতার মত ফুঁসে উঠল রিনি। ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। নাকেমুখে খামচি মারতে লাগল। মাথা সরানোর সময় পেলাম না, গালের চামড়া ছিলে দিল। আমার এক হাতে ব্যাগ আরেক হাতে পিস্তল, রিনির হাত ধরতে পারছি না।

দু-পাশ থেকে এসে রিনির দু-হাত চেপে ধরল শেরিফ আর একজন খনি-শ্রমিক। টেনে সরিয়ে নিল আমার সামনে থেকে।

'ধরে রাখুন!' চেঁচিয়ে বললাম। 'সে-ও জড়িত!'

'ডিকসিকে দেখেছ?' আমাকে জিজ্ঞেস করল শেরিফ। 'তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'দেখিনি, তবে জানি কি হয়েছে। ধরে নিয়ে গেছে লেভিট।'

শেরিফের গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ, খারাপ হয়ে গেছে কিনা জানি না। সেটা পরখ করে দেখারও সময় নেই এখন।

পথের পাশে সামান্য কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালো কনভারটিবল। ছুটে গিয়ে হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেললাম ওটার দরজা। চাবি রয়েছে জায়গামত। মোচড় দিতেই স্টার্ট হয়ে গেল। বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরালাম, গাড়ি উঠে এল পথে।

গাড়ি নিয়ে গেট ভেঙে ঢুকে পড়লাম লেভিটের র‍্যাঞ্চ হাউসের আঙিনায়। বাড়ির ভেতরে কিছু একটা ভাঙার শব্দ হলো। আর্তনাদ করে উঠল একজন মানুষ। আরেকটা কিছু ভাঙল। আবার চিৎকার।

গাড়ি থেকে নেমেই ছুটলাম। লাফিয়ে সিঁড়ি টপকে বারান্দা পেরিয়ে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারলাম সদর দরজায়। কাঁচ ভাঙল, কব্জা থেকে ছুটে গেল পাল্লা, প্রায় হুমড়ি খেয়ে গিয়ে ভেতরে পড়লাম আমি।

উপুড় হয়ে কার্পেটের ওপর পড়ে আছে ভিন কার্টার। রক্তাক্ত শরীর। গোটা দুই চেয়ার ভেঙে পড়ে আছে তার কাছাকাছি। আধভাঙা আরেকটা চেয়ার লেভিটের হাতে। বাড়ি মারার জন্যে তুলেছিল, সে অবস্থায়ই স্থির হয়ে গেল।

boighar.com

ফিরল আমার দিকে। ভাঙা চেয়ারটা হাতে নিয়ে এগোল।

পিস্তল তুললাম, কিন্তু গুলি করার সময় পেলাম না। তার আগেই চেয়ারের বাড়ি খেয়ে হাত থেকে উড়ে চলে গেল পিস্তলটা। দ্বিতীয়বার চেয়ার তুলল সে। পাশে সরিয়ে মাথাটা বাঁচাতে পারলাম কোনমতে, কিন্তু কাঁধ বাঁচল না। আগুন লাগিয়ে দিল যেন কেউ ডান কাঁধে।

ক্ষণিকের জন্যে দিশেহারা হয়ে গেলাম। ওই দানবের সঙ্গে খালি হাতে লড়াই করতে পারব বলে মনে হলো না।

আমার অসহায় অবস্থা দেখে হাসল লেভিট। হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল চেয়ারটা।

লাফিয়ে তার সামনে চলে এলাম। দ্রুত ঘুসি মারলাম চারবার। দু-বার তার বুকে, দু-বার পেটে।

কিছুই হলো না লেভিটের, হাসি একান-ওকান হলো। ধীরে সুস্থে এগোল আমার দিকে।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধ খামচে ধরল। হ্যাঁচকা টানে এনে ফেলল বুকের ওপর। দু-হাতে জড়িয়ে ধরে পিষতে শুরু করল। ভয়ঙ্কর গ্রিজলি ভালুকের বাহুবন্ধনে আটকা পড়েছি যেন। বেরোনোর জন্যে হাঁসফাঁস করেও কিছুই করতে পারলাম না।

ছেড়ে দিল আমাকে লেভিট। প্রচণ্ড এক ঘুসি খেলাম নাকেমুখে। পলকের জন্যে আঁধার হয়ে গেল দুনিয়া। মাথা ঝাড়া দিয়ে আবার চোখ মেলতেই চুলে হ্যাঁচকা টান পড়ল। পরমুহূর্তে নিজেকে আবিষ্কার করলাম লেভিটের মাথার ওপর। উড়ে গিয়ে দেয়ালে বাড়ি খেলো আমার দেহটা। ওখান থেকে ধপ করে পড়লাম মেঝেতে।

হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে বসলাম, মাথা ঝাড়া দিয়ে পরিষ্কার করতে চাইলাম জড়তা। আগের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে লেভিট। হাসছে।

উঠে দাঁড়ালাম। হাঁটু কাঁপছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে জিরিয়ে নিলাম পাঁচ সেকেণ্ড। আমাকে সময় দিল লেভিট, এবং দিয়েই বোকামিটা করল।

দৌড় দিলাম সামনে। লেভিটের কাছ থেকে কয়েক ফুট দূরে এসে লাফিয়ে উঠলাম শূন্যে। শূন্যেই ডিগবাজি খেলাম। এতই আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল লেভিট, সাবধান হয়নি। ফলে পুরোপুরি লাগাতে পারলাম আঘাতটা। গলায় লাথি খেয়ে জানোয়ারের মত চিৎকার করে উঠল সে। মেঝেতে পড়েই লাফিয়ে সোজা হয়ে দেখলাম, দু-হাতে গলা ধরে টলছে দানব।

স্থির হওয়ার সময় দিলে আর সুযোগ পাব না। আবার ছুটে গেলাম। গায়ের জোরে লাথি মারলাম দুই ঊরুর ফাঁকে। হিঁক্ করে অমানুষিক একটা চিৎকার বেরোল তার মুখ থেকে। কুঁজো হয়ে গেল সামনে। দা দিয়ে কোপানোর মত করে হাতের পাশ দিয়ে মারলাম ভীষণ মোটা ঘাড়টাতে। প্রচণ্ড ব্যথা পেলাম হাতে, শক্ত


বইঘর.কম

রবারের নিরেট পাইপে আঘাত করেছি যেন।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লেভিট।

একটা চেয়ার তুলে নিয়ে নির্দ্বিধায় বাড়ি মারলাম মাথায়। তারপর মেরে চললাম শরীরের যত্রতত্র। মটমট করে কাঠ ভাঙছে। থামলাম না। উঠতে দেয়া চলবে না কিছুতেই।

'ব্যস ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে,' পেছন থেকে বলে উঠল শেরিফ।

ভাঙা চেয়ারটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে ফিরলাম।

তার হাতে উদ্যত পিস্তল। হাসি হাসি মুখ। এসেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে।

পিত্তি জ্বলে গেল রাগে। 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে দেখলেন, কিছু করলেন না!'

'দেখতে চেয়েছিলাম স্টারকে পেটানোর ক্ষমতা কারও আছে কিনা,' শেরিফের হাসি বাড়ল। 'সরি।'

গোঙানি শোনা গেল লেভিটের। ফিরে চেয়ে দেখলাম, নড়ছে। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'জলদি হাতকড়া লাগান! ও আবার উঠলে জানালা দিয়ে পালাব আমি!'

একটা ঘরে বন্দী ডিকসিকে খুঁজে পেলাম। আমাকে দেখেই ছুটে এল সে, জড়িয়ে ধরল। বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, 'বিল···বিল তুমি এসেছ।'

ডিকসির মুখ তুলে চুমু খেতে গেলাম। ব্যথা করে উঠল আমার কাটা থেঁতলানো ঠোঁট। মিষ্টি ব্যাপারটা আর মিষ্টি লাগল না।

কয়েক ঘণ্টা পর। কাফেতে বসে কফি খেতে খেতে কথা বলছি। টেবিল ঘিরে বসেছে শেরিফ, বুড়ো অ্যালেন কিনি আর ডিকসি।

গায়ের ব্যথা বেড়েছে আমার। দেয়ালে আছাড় দিয়ে হাড়গোড় সব যেন গুঁড়ো করে ফেলেছে লেভিট।

'পুবে একটা খুন করে এসেছিল স্টার,' বলল শেরিফ। 'পালিয়ে এসেছিল রানাগাটে। খুঁতখুঁতে একজন গোয়েন্দা ব্যাপারটার তদন্ত করছিল, আরও তিনটা খুনের সঙ্গে প্রায় জড়িয়ে ফেলেছিল স্টারকে। অবশেষে তাকেও খুন করল সে। পুলিশ বুঝল সবই, কিন্তু প্রমাণ করতে পারল না কিছু। ওখানে থাকার ঝুঁকি আর নিল না স্টার। চলে এল অনেক দূরে, এই শহরে।' গালটা চুলকে নিয়ে বলল, 'আরও একটা খুনের দায় তার ঘাড়ে চাপতে পারে। কার্টারের পাঁজরের তিনটে হাড় ভেঙেছে। একটা ঢুকে গেছে ফুসফুস ফুটো করে। বাঁচলে হয় এখন।···তো, তুমি বলছ, হ্যানসনকে কার্টারই খুন করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'অসম্ভব!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিনি। 'আমার ঘরের সামনে দিয়ে সে যায়নি। তাহলে উঠল কোনখান দিয়ে?'

'ঠিক!' কিনির কথায় সুর মেলাল ডিকসি। 'কোন পথে?'

boighar.com

'আমারও সেই কথা,' শেরিফ বলল। 'রানাগাটে এসেছি তিরিশ বছর। ওই মেসার মাথায় অন্য কোন ভাবে কাউকে চড়তে দেখিনি। পথ ওই একটাই, কিনির বাড়ির সামনে দিয়ে।'

'ও পথে যায়নি সে,' জোর দিয়ে বললাম।

প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে তিনজোড়া চোখ।

সুযোগ পেয়ে ছোটখাট একটা বক্তৃতা ঝাড়লাম, 'অনেক বছর ধরে অপরাধ আর অপরাধীদের নিয়ে কারবার করছি আমি। অনেক জায়গায় ঘুরেছি, অনেক কিছু দেখেছি, অনেক কিছু শিখেছি। অনেক ধরনের চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। মানুষের স্বভাব কত বিচিত্র, তার কিছুটা আমি জেনেছি। ভিন কার্টার লোক আসলে খারাপ নয়। অভাবে স্বভাব নষ্ট, তার হয়েছে তাই। কয়েকটা বাজে দোষ আছে তার, যার ফলে প্রচুর টাকা নষ্ট করেছে। ঋণে জড়িয়ে পড়েছে। সেটা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে গিয়েই মামার ওপর নজর পড়েছে তার। জানে, মামা তাকে পছন্দ করে না, টাকা চাইলে দেবে না। মামার সঙ্গে তার যে রকম সম্পর্ক ছিল, তাতে তার মৃত্যুর পরও সম্পত্তি বা টাকা-পয়সা পাওয়ার কোন আশা ছিল না। কাজেই অন্য পথ ধরল। খুন করার সিদ্ধান্ত নিল মামাকে। তার উইল জাল করে টাকা হাতানোর ফন্দি করল।

'এখন আসি, কি করে হ্যানসনের কেবিনে ঢুকল কার্টার। কেবিনের পেছনে একটা ফাটল আছে, ফাটলের পাশে একটা অদ্ভুত দাগ দেখেছি। কি করে দাগটা হয়েছে প্রথমে বুঝতে পারিনি, বুঝলাম গত রাতে সার্কাসের ক্যাম্পে গিয়ে। দেয়াল বেয়ে মেসায় চড়েছে কার্টার।'

'অসম্ভব!' প্রতিবাদ করল শেরিফ। 'ওই খাড়া দেয়াল বেয়ে কোন মানুষ উঠতে পারবে না।'

'কিন্তু কার্টার পেরেছে,' বললাম।

'কেবিন থেকে কেউ তাকে সাহায্য করেছে?'

'না।'

'কার্টারই করেছে খুনটা, কি করে শিওর হলে?'

'গত রাতে মালয়ী ভাষায় কার্টারকে বলেছিলাম, *সাবধান! ভুল করেছ!* শুনে এমন চমকে উঠল, বুঝে গেলাম, তারই কাজ দীর্ঘদিন মালয়ের জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার ধরেছে সে, ভাষাটা শিখতে হয়েছে।'

'মালয়ী ভাষার সঙ্গে খুনের কি সম্পর্ক?' জানতে চাইল কিনি। 'লেভিটই বা কি করে ঢুকল এর মধ্যে?'

'মালয়ী ভাষার সঙ্গে খুনের সম্পর্ক হলো একটা গোসাপ। আমার মতই লেভিটও বুঝে গিয়েছিল ব্যাপারটা। টাকার লোভ দেখিয়ে রিনিকে জড়াল প্রথমে, শাসানোর জন্যে পাঠাল কার্টারের কাছে। ব্লেকমেল।'

'হ্যানসনের উইল চুরি করে কার্টারের কি লাভ?' শেরিফ জানতে চাইল। 'সে

বইঘর.কম

তো জানে তাকে কিছুই দিয়ে যাবে না মামা।'

'চুরিটা করেছেই তো সে-জন্যে। পেনম্যান জনি লীডারকে তো চেনেন, এক নম্বর জালিয়াত। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, কমপক্ষে আধডজন জালিয়াতির জন্যে তাকে খুঁজছে লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ। আসল উইলটা চুরি করে নিয়ে গেছে কার্টার। তার জায়গায় একটা নকল উইল রেখে গেছে। হ্যানসনের সই জ্বাল করে দিয়েছে লীডার। সেটা রিনিও জানে।'

'হুঁ! এবার আসল কথায় এসো। মেসায় চড়ল কি করে কার্টার?'

'একটা দানবীয় গোসাপের সাহায্যে। মনিটর লিজার্ড।'

'বলো কী!' এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল শেরিফ আর কিনি।

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করা শক্ত,' হেসে বললাম। 'ভারতে বানরের সাহায্যে বড় বড় বিল্ডিঙের ওপর উঠে পড়ে চোর-ডাকাতরা। বানরের হাতে রশি ধরিয়ে দেয়। সেটা নিয়ে গিয়ে ওপরতলার জানালার শিকে বেঁধে দেয় ট্রেনিং পাওয়া বানর। চোর তখন রশি বেয়ে উঠে যায়। কার্টার আরও চালাক। সে বেছে নিয়েছে গিরগিটি। মালয়ের জঙ্গল থেকে ধরেছে ওগুলো। রানাগাটের কাছ দিয়ে সার্কাস পার্টি যাওয়ার সময় সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখার জন্যে থেমেছিল ক্যারাভান। সেই সময় এক ফাঁকে সবার অলক্ষে একটা গিরগিটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল কার্টার। কোমরে দড়ি বেঁধে ওটাকে তুলে দিয়েছিল মেসায়। পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ মনিটর লিজার্ড। পাথরের খাঁজে বা পাহাড়ের ফাটলে পা ঢুকিয়ে দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখার অস্বাভাবিক ক্ষমতা এই প্রাণীগুলোর, যত টানাটানিই করা হোক, সহজে খুলে আনা যায় না। দড়িতে টান পড়তেই আঁকড়ে ধরেছিল গিরগিটিটা। নোঙরের মত আটকে গিয়েছিল পাহাড়ের গায়ে। দড়ি বেয়ে তখন উঠে গেছে কার্টার। একটা গিরগিটির ওপর এভাবে ভরসা করে মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু টাকার জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল সে।'

'অবিশ্বাস্য!' বিড়বিড় করল কিনি।

'হ্যাঁ। তবে প্রমাণ করে দিতে পারি। হ্যানসনের কেবিনের জানালার নিচে যে ফাটলটা আছে, তার পাশে এখনও আছে দাগ। গিরগিটির বুকের চাপে হয়েছে। শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিল বলে গভীর হয়ে পড়েছে দাগটা। ফাটলের নিচের মাটিতে খুঁজলে জুতোর ছাপও পাওয়া যেতে পারে। গিরগিটিটা ঠিক কোন পথে উঠেছে, তার চিহ্নও থাকতে পারে।' শেরিফের দিকে চেয়ে বললাম, 'গিয়ে দেখে আসতে পারেন।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ডিকসির। 'গিরগিটির কথা তোমার মাথায় ঢুকল কি করে! এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার!'

ঠিক প্রশ্ন নয়, প্রশংসা; নীরবে হাসলাম শুধু, জবাব দিলাম না।

'এক সময় গোয়েন্দা হওয়ার শখ ছিল,' বলল শেরিফ। 'এখন বুঝতে পারছি, চেষ্টা করলেও হতে পারতাম না। এর জন্যে মগজটা খুব বেশি পরিষ্কার হওয়া

boighar.com

দরকার। ভালই করেছি ওপথে না গিয়ে। বন্দুকবাজদের নিয়ে আছি, সে-ই ভাল।'

'তোমার মত কাউবয় এছাড়া আর কি করবে!' মুখের ওপর বলে দিল কিনি।

বুঝলাম, লেগে যাবে এখন দুই বুড়ো। লাগুক। ডিকসিকে নিয়ে বেরিয়ে চলে এলাম।

সন্ধ্যা নামছে। লাল পাহাড়ের চূড়ায় ছায়া। পশ্চিম দিগন্তে মেঘের রঙ মলিন হয়ে এসেছে, জায়গায় জায়গায় কালো ছোপ। অপরূপ দৃশ্য।

হাঁটতে হাঁটতে উঠে এলাম পাহাড়ের চূড়ায়। ফিরে তাকালাম শহরের দিকে।

ডিকসিও দাঁড়িয়ে পড়ল। 'বিল, এখনও তোমার ঠোঁট ব্যথা করছে?'

'করছে, তবে তখনকার মত ব্যথা পাব না।'


বইঘর.কম

# দুশমন

লম্বা, ঋজু-দেহী যুবক জিম বোম্যান। চওড়া কাঁধ। রোদে পোড়া মুখ। পাহাড়-পর্বত-মরুভূমির সঙ্গে যেন রক্তের সম্পর্ক। কত বছর বয়েসে রাইফেল-পিস্তল চালাতে শিখেছে মনে নেই।

ইয়া বড় দুই শিক-কাবারের সঙ্গে বড় এক প্লেট সীমের বীচি খাওয়া শেষ করেছে জিম। প্লেটের কানার কাছে দু-চারটে লেগে আছে এখনও। একটা একটা করে তুলে মুখে পুরল। পরিষ্কার করে ফেলল প্লেট। তারপর হেলান দিল চেয়ারে বাড়ি থেকে হাজার মাইল দূরে ছোট্ট শহর টাকার, অপরিচিত লোকজন।

রেস্টুরেন্টের দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলে তাকাল সে। বেঁটেখাটো, মোটা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। তার দিকে চেয়েই চমকে উঠল লোকটা, অস্ফুট শব্দ বেরোল মুখ থেকে। পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল বাইরের অন্ধকারে।

অবাক হলো জিম। চোখ মিটমিট করে আরও এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল দরজার দিকে। শ্রাগ করে কফির কাপ টেনে নিল নিজের দিকে। কেটলি থেকে ঢালতে শুরু করল কফি। এ-শহরে কেউ চেনে না তাকে, সে-ও কাউকে চেনে না।

বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ হলো। দ্রুত সরে যাচ্ছে। বিস্ময়ের ভাবটা এখনও কাটেনি জিমের। চিন্তিত ভঙ্গিতে কাগজ আর কাটা-পাতা রোল করে সিগারেট বানাল। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে আবার হেলান দিল চেয়ারে। টেক্সাস থেকে বেরিয়েছিল গরুর পাল নিয়ে। চলে গিয়েছিল উত্তর-পশ্চিমের এক বড় শহরে। ওখান থেকে টাকারের দূরত্ব আড়াইশো মাইল। গরু বিক্রি করে পেয়েছে দশ হাজার ডলার। কোমরের বেল্টের গোপন ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছে বড় নোটগুলো। কিছু খুচরো রেখেছে প্যান্টের পকেটে, খরচাপাতির জন্যে। ফিরে চলেছে টেক্সাসে। লাভের টাকা ব্যাংকে রেখে দিয়ে বাকি টাকায় আবার গরু কিনবে। খাবার ও রাতের আশ্রয়ের জন্যে এসে উঠেছে এই ছোট্ট শহরে। ভোর হলেই চলে যাবে।

আবার খুলে গেল দরজা। রেস্টুরেন্টে এসে ঢুকল একটা মেয়ে, বেশ লম্বা। জিমের দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। সতর্ক দৃষ্টি। দ্রুত এগিয়ে এল টেবিলের কাছে। 'পাগল হয়ে গেছ!' ফিসফিস করে বলল


boighar.com

সে, 'বসে বসে খাচ্ছ এখানে! সারা শহরে টহল দিচ্ছে ড্যাগা গালুশের লোক, তোমার জন্যে, তোমার শহরে ঢোকার অপেক্ষাই করছে ওরা।'

হাসল জিম। 'ভুল করছেন, ম্যাডাম। আপনার মত সুন্দরী যার কথা ভেবে অস্থির হয়, সেই ভাগ্যবান মানুষটি আমি নই। আমি এখানে নতুন। মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে এসেছি।'

এক পা পিছিয়ে গেল মেয়েটা, যেন ভূত দেখছে।

ঠিক এই সময় তৃতীয়বার খুলে গেল দরজা, এবার ঝটকা দিয়ে। ঘরে এসে ঢুকল একজন লোক। জিমের সমান লম্বা। তবে আরও হালকা-পাতলা। রাগে জ্বলছে কালো চোখের তারা। 'সরো বেলিন্দা, সরে যাও ওর সামনে থেকে! খুন করব আমি ব্যাটাকে!'

কোমরের রিভলভারের কাছে হাত চলে গেছে লোকটার।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন জিমের শরীরে। কাত হয়ে গেল একপাশে, মেঝেতে পড়ছে। সেই অবস্থায়ই হাতে বেরিয়ে এল রিভলভার।

গুলির শব্দ হলো একবার। লম্বা লোকটার রিভলভারের।

জিমও গুলি চালাল, পর পর দু-বার।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল আগন্তুক। ঝটকা দিয়ে বাঁ হাতটা উঠে এসে বুক চেপে ধরল। বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। শ্বাস টানার চেষ্টা করছে, পারছে না। অকেজো হয়ে গেছে ফুসফুস। ধীরে ধীরে সামনে ঝুঁকল মাথা, হাত থেকে খসে পড়ে গেল রিভলভার, মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে।

উঠে দাঁড়াল জিম। চেয়ে আছে পড়ে থাকা লোকটার দিকে হঠাৎ ঘুরল মেয়েটার দিকে, প্রশ্নের তুবড়ি ছোটাল, 'কে লোকটা? কি ঘটেছে এখানে? আমাকে কোন্ লোক বলে ভাবা হচ্ছে?'

'তুমি···তুমি···জিম স্যাবার নও?' গলা কাঁপছে মেয়েটার। চোখ বিস্ফারিত।

'স্যাবার?' মাথা নাড়াল জিম, 'না। আমি জিম, তবে স্যাবার নই, বোম্যান। এর আগে কখনও আসিনি এ-শহরে।'

বাইরের রাস্তায় একাধিক লোকের ছুটন্ত পায়ের শব্দ হলো।

দুই লাফে আরও কাছে চলে এল বেলিন্দা। খপ করে চেপে ধরল জিমের হাত। 'জলদি, জলদি আসুন! আপনার কথা শোনার অপেক্ষা করবে না ওরা! দেখলেই গুলি চালাবে! সব-ক'টা খুনে ডাকাত, ড্যাগা গালুশের লোক!'

জিমের পাশাপাশি দৌড়াচ্ছে মেয়েটা। হোটেলে ঢুকে পড়ল। পেরোল একটা বড়সড় হলঘর। রেস্টুরেন্টের দরজা খুলে যখন হুড়মুড় করে ঢুকতে শুরু করেছে ড্যাগার লোক, ওরা তখন বেরিয়ে পড়েছে পেছনের অন্ধকার গলিপথে।

বাঁয়ে মোড় নিল বেলিন্দা। পাশে জিম। হোটেলটা পেরিয়ে এসেছে। সামনে আরেকটা বাড়ি। ওটার পেছনে এসে দাঁড়াল। দরজা খোলা। জিমকে নিয়ে সোজা

বইঘর.কম

ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। পাল্লা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল। জোরে জোরে হাঁপাতে লাগল গাঢ় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে।

পাশের বাড়ির দরজার কাছে হাঁকডাক, শোরগোল শোনা যাচ্ছে। জোরে দরজার পাল্লা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হলো একবার। রিভলভারটা এখনও হাতেই ধরা আছে জিমের। দ্রুতহাতে খুলে ফেলে দিল দুটো খালি খোসা, নতুন বুলেট ভরল চেম্বারে। ছয় গুলির ম্যাগাজিন। এমনিতে একটা গুলি কম করে ভরে রাখে সে, স্প্রিঙের আয়ু বাড়ানোর জন্যে। এখন ছ'টা পুরো করে রাখল।

'এ-বাড়িতে ঢুকবে না?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল জিম।

'না। এটা শেরিফের অফিস,' জানাল বেলিন্দা।

'আপনি যে ঢুকলেন? বেআইনী হয়ে গেল না?'

'না। পার্ট-টাইম চাকরি করি আমি এখানে।' দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা দরজার লাঠিটা তুলে জায়গা মত বসিয়ে দিল বেলিন্দা। 'দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আসুন, বসে থাকুন। এখানে খুঁজতে আসবে না ওরা।'

অন্ধকারে হাত ধরে একটা টেবিলের কাছে জিমকে নিয়ে এল বেলিন্দা। চেয়ারে বসিয়ে দিল। আরেকটা চেয়ারে নিজে বসল।

জানালার কাছ থেকে দূরে রইল জিম। মেয়েটা বসেছে জানালার পাশে। আবছা আলোয় তার চেহারা অস্পষ্ট, শুধু আকৃতিটা চোখে পড়ছে। খুব সুন্দরী, রেস্টুরেন্টে লণ্ঠনের আলোয় ভাল করেই দেখেছে সে। বড় বড় ধূসর চোখ, বৃষ্টির পানির মত টলটলে পরিষ্কার। চমৎকার ফিগার।

'কি ঘটছে এ-শহরে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'আমাকে খুন করতে চাইল কেন লোকটা?'

'আপনাকে নয়, জিম স্যাবারকে। অবিকল আপনার মত দেখতে। যমজ ভাই বলা যায়!'

'সে এখন কোথায়? কেন খুন করতে চায় তাকে ওরা? যাকে মেরে রেখে এলাম, সে কে?'

চুপ করে রইল বেলিন্দা।

জিম বুঝল, মেয়েটা এখনও তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে যে জিম স্যাবার নয়, নিশ্চিত হতে পারছে না।

অবশেষে জবাব দিল বেলিন্দা, 'যাকে খুন করলেন, সে মরগান কালফেন। খুন-খারাপিই ছিল পেশা। ড্যাগা গালুশের ভাড়াটে গুণ্ডা। স্যাবার ওকে চোর, খুনে-বদমাশ বলে গাল দিয়েছিল। সামনে নয় অবশ্যই, ড্যাগার সঙ্গে কথা বলার সময়। মরগান একথা শুনে ভীষণ রেগে গিয়েছিল। ঘোষণা করে দিয়েছিল, স্যাবারকে দেখলে কুকুরের মত গুলি করে মারবে। এটা দিন চারেক আগের ঘটনা। এরপর থেকে আর স্যাবারকে দেখা যায়নি। শহরের সবাই ধরে নিয়েছে মরগানের ভয়ে পালিয়েছে সে। তবে এজন্যে কাপুরুষ ভাবছে না তাকে কেউ। মরগানের ভয়ে যে

boighar.com

কেউই পালাতে পারে।'

'আমি পালাতাম না।'

'সে তো নিজের চোখেই দেখলাম।'

'তাহলেই বুঝতে পারছেন, আমি স্যাবার নই,' অন্ধকারেই হাসল জিম, তার হাসিটা দেখতে পেল না বেলিন্দা। 'যাই হোক, ড্যাগা গালুশের সঙ্গে স্যাবারের শত্রুতাটা কি নিয়ে? গোলমাল তো নিশ্চয় একটা হয়েছে, নাকি?'

'এখান থেকে উত্তরে ব্ল্যাক রক পাহাড়ের ওপাশে, এলডার ক্রীক বলে একটা জায়গা আছে। তিন পাশে পাহাড়। উপত্যকায় বেশ বড়সড় একটা তৃণভূমি। টাকার আর এর আশপাশে শুকনো অঞ্চল, পানির বড় অভাব। কিন্তু এলডার ক্রীকে পানি আছে। পর্বতের গা বেয়ে ঝর্না নেমে চলে গেছে মরুভূমির দিকে। সব সময় পানি থাকে ওতে। তবে মরুভূমিতে বেশিদূর এগোতে পারে না, একজায়গায় গিয়ে শুকিয়ে মরে যায় ঝর্না। অনবরত চলছে এই অবস্থা। ঝর্না যেখান দিয়ে বইছে, সেখানে চমৎকার ঘাস জন্মায়। উপত্যকাটার মালিক ছিল…'

'জিম স্যাবার?'

'কি করে বুঝলেন?'

'অনুমান।'

'আপনার অনুমান ভুল। জায়গাটার মালিক ছিল এক বৃদ্ধ, বিল হার্ভে। দিন বিশেক আগে ঘোড়া থেকে পড়ে মারা গেছে। পাকা ঘোড়সওয়ার ছিল, ঘোড়া থেকে তার পড়ে মরাটা একেবারেই অস্বাভাবিক, অবিশ্বাস্য। যাই হোক, তার মৃত্যুর পর উইল খুলল উকিল। দেখা গেল, জায়গাটা ভাতিজা-ভাস্তিকে দিয়ে গেছে হার্ভে। নিউ ইয়র্কে থাকে দু-ভাইবোন। এখানে কোনদিনই আসবে না। জায়গাটা বিক্রি করে টাকাটা নিউ ইয়র্কে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ করে গেছে, দায়িত্বটা উকিলের ওপর। জায়গা কেনার ব্যাপারে দু-জন মানুষকে অগ্রাধিকার দিয়ে গেছে সে। প্রথমজন জিম স্যাবার। পয়লা কিস্তিতে দশ হাজার ডলার দিতে হবে, তারপর ছ-বছরে শোধ করতে হবে বাকি চল্লিশ হাজার ডলার।'

'তারমানে, মিস্টার হার্ভে চেয়েছেন জায়গাটা স্যাবারই কিনে নিক? এ-জন্যেই প্রথম সুযোগ দেয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ। দ্বিতীয় সুযোগ আমার। আমরা দু-জনে কেউই যদি কিনতে না পারি, কিংবা কিনতে রাজি না হই, কেবল তখনই নিলামে উঠবে হার্ভে-র‍্যাঞ্চ। আর নিলাম হলে মালিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি রাস্টি কানাহান কিংবা হোরউইক বেন্টলির। প্রচুর টাকা ওদের। এখানে এত টাকা আর কারও নেই, নিলাম ডেকে ওদের দু-জনের সঙ্গে পারবে না কেউ।'

বাইরে কমে আসছে হই-চই। নির্জন হয়ে আসছে রাস্তা।

কান পেতে শুনল বেলিন্দা। 'মনে হয়, খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে দিয়েছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আংকেল হার্ভের খুব ইচ্ছে ছিল, র‍্যাঞ্চটা স্যাবারের হাতেই যাক। ওটার

বইঘর.কম

ফোরম্যান ছিল সে, র‍্যাঞ্চের উন্নতির জন্যে অনেক কিছু করেছে, অনেক খেটেছে। হার্ভে-র‍্যাঞ্চ গড়ে ওঠার পেছনে অনেক অবদান রয়েছে তার। আমি অবশ্য র‍্যাঞ্চটার জন্যে কিছু করিনি, তবে ভালবাসতাম। আংকেলকেও বাসতাম। সে-ও আমাকে পছন্দ করত, ভালবাসত, অনেকটা মেয়ের মত। তাই আমাকে দ্বিতীয় সুযোগ দিয়ে গেছে। কিন্তু আমার টাকা নেই। ডাকাতগুলো জানে সেটা। আমাকে গোণায়ই ধরে না সে-জন্যে। কিন্তু জিমের কাছে কিছু টাকা ছিল। বাকিটা জোগাড় করতে পারত। ওর পেছনে লাগার হয়তো এটাই প্রধান কারণ। ওই ড্যাগা দস্যুটাই মরগানকে লেলিয়ে দিয়েছে জিমের পেছনে। খুন করতে পাঠিয়েছে। মরগানকে গালাগাল করেছে জিম, এটা একটা ছুতো, খুন করার বাহানা মাত্র, আর কিচ্ছু না।'

'এর মধ্যে ড্যাগার কি লাভ? সে-ও কিনতে চায়?'

'চায় তো বটেই। তারও টাকা আছে, তবে রাস্টি কিংবা বেন্টলির ধারেকাছেও না। আমার বিশ্বাস, কোন ভাবে কায়দা করে র‍্যাঞ্চটা দখল করতে চায় সে। আপাতত রাস্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। তবে শেষ পর্যন্ত কে যে কাকে ঠকিয়ে বসবে, কিছুই বলা যায় না।'

'বেন্টলি?'

'বেন্টলি নির্লোভ মানুষ। ভাল মানুষ। আর যাই করুক, অন্তত ঠকাঠকির মধ্যে যাবে না। হয়তো দেখা যাবে, শেষ পর্যন্ত কিনতেই রাজি হলো না র‍্যাঞ্চটা। আসলে, তার দরকারও নেই ওটার।'

'তার মানে জিম আর রাস্টিই এখন ড্যাগার পথের কাঁটা? বুড়ো হার্ভে তো মারাই গেছে...'

জিমের কাছে ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। এ-ধরনের ষড়যন্ত্র আরও হতে দেখেছে সে, যদিও নিজে সে সবে জড়ায়নি কখনও। এসব মরু অঞ্চলে পানির সাংঘাতিক অভাব, গরুমোষ যারা পালে, তাদের কাছে পানি সোনার চেয়েও দামী...

হঠাৎ জিমের হাত খামচে ধরল বেলিন্দা। বাইরে কথা শোনা যাচ্ছে।

'নাহ্, ব্যাটা পালিয়েছে,' বলল একজন। 'বুড়ো বেন কসম খেয়ে বলেছে, সঙ্গে শুধু বেলিন্দা ছিল, আর কেউ না। সামনা-সামনি মরগানকে গুলি করে মারবে মেয়েটা, এ ভাবাই যায় না। তারমানে জিমই গুলি করেছে। সেটাও আরেক আশ্চর্য! সে এতবড় গানম্যান কোন দিন ছিল না!'

'ছিল তো না-ই। আর হঠাৎ করে হয়ে যাবে, সেটাও সম্ভব না,' বলল আরেকটা কণ্ঠ। এমন খসখসে গলা, মনে হয় শিরিষ কাগজ দিয়ে কাঠ ঘষা হচ্ছে। 'ও জিম স্যাবার নয়, রাস্টি! হতেই পারে না!'

জিমের কানে কানে বলল বেলিন্দা, 'ড্যাগা গালুশ!'

'কিন্তু বেন যে কসম খেল!' বলল রাস্টি, 'একবার কারও চেহারা দেখলে

boighar.com

ভোলে না বুড়ো…'

'ভুলুক আর না ভুলুক, আমি বলছি ও জিম স্যাবার নয়!' অধৈর্য শোনাল ড্যাগার কণ্ঠ। 'সে হলে মরগানকে দেখলেই প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলত, থাক তো গুলি করা…রিভলভার চালাতে জানে নাকি সে? দশবার গুলি করলে নয়বারই মিস…ওই লোক টেক্কা দেবে মরগানের সঙ্গে? অসম্ভব! আমি বিশ্বাস করি না।'

'তাহলে কে মারল মরগানকে?'

'মরেছে যখন, কেউ তো নিশ্চয় মেরেছে…মরগানকে ঢুকতে দেখেই গুলি করে বসেছে…'

'বুড়ো কিন্তু সে-কথা বলেনি। সে বলেছে, আগে গুলি চালিয়েছে মরগান। মিস করেছে। তারপর গুলি করেছে জিম। তাজ্জব হয়ে গেছে সে। ওরকম গানম্যান নাকি কমই দেখেছে…'

'লোকটা যে জিম স্যাবার নয়, আরও শিওর হলাম।'

'কিন্তু চেহারা…'

'জাহান্নামে যাক চেহারা!' সন্তোষজনক কোন জবাব দিতে না পেরেই যেন রেগে গেল ড্যাগা। সামলে নিল সঙ্গে সঙ্গেই। কণ্ঠস্বর কিছুটা কোমল করে বলল, 'আর মাত্র তিন দিন বাকি। বেলিন্দা টাকা জোগাড় করতে পারবে না। জিম স্যাবারও আর ফিরবে না। অহেতুক ঝামেলা না করে আমাদের এখন উচিত চুপ করে বসে থাকা। ওরা টাকা জোগাড় করে আগে আসুক, তারপর দেখব কি করা যায়। কেনার সামর্থ্যই নেই যাদের, তাদের সঙ্গে শুধু শুধু লাগতে যাচ্ছি কেন আমরা?'

'তা-ও কথা ঠিক,' কণ্ঠ শুনেই বোঝা গেল, নিশ্চিন্ত হতে পারছে না রাস্টি।

বাইরে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল বুটের শব্দ।

চুপচাপ বসে আছে জিম। তারার আবছা আলো কাঁচের জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকছে। অন্ধকারও সয়ে এসেছে চোখে। বেলিন্দার চেহারা আবছামত দেখতে পাচ্ছে এখন সে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে মেয়েটার। ছোট্ট অফিসের কোথায় কি আছে, তা-ও আবছাভাবে চোখে পড়ছে। একটা টেবিল, খানকয়েক চেয়ার, একটা ফাইল রাখার আলমারি। একপাশে বুক-কেস, বইয়ে ঠাসা।

উঠে দাঁড়াল জিম। 'হোটেলে যেতে হবে আমাকে। জিনিসপত্র সব রয়ে গেছে, ঘোড়াটাও ওখানেই।'

'আপনি…আপনি চলে যাবেন?' জিমের চলে যাওয়াটাই যে স্বাভাবিক, যেন ভুলে গেছে বেলিন্দা।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল জিম। 'নিশ্চয়! এটা আরেকজনের লড়াই, আমার নয়। ইতিমধ্যেই একজনকে খুন করে বসে আছি। এখানে থাকলে আরও ক'জনকে করতে হবে, কে জানে। নিজেও হয়ে যেতে পারি…'

'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন?' জিমের কথাগুলোকে বেলিন্দা খুব একটা


বইঘর.কম

গুরুত্ব দিল বলে মনে হলো না। 'জিম স্যাবার যে ফিরবে না, এ-ব্যাপারে ড্যাগা নিশ্চিত। কি করে হলো? আপনাকে না দেখেও বলে দিতে পারল, আপনি স্যাবার নন।'

ভ্রুকুটি করল জিম। 'করিনি, তা নয়। তবে মাথা ঘামাচ্ছি না। জিম ফিরে আসুক বা না আসুক, তাতে আমার কি?'

চুপ হয়ে গেল বেলিন্দা।

আবছা অন্ধকার অফিস ঘর। বেলিন্দার এই নীরবতায় অস্বস্তি বোধ করতে লাগল জিম। বুঝতে পারছে, বেশি রুক্ষ হয়ে গেছে তার কথাগুলো। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্যে জিজ্ঞেস করল, 'স্যাবার মারা গেলে আপনার অসুবিধে কি?'

'ভাই মারা গেলে বোনের যে অসুবিধে হয়।'

'স্যাবার আপনার ভাই!'

'মায়ের পেটের নয়। রক্তের সম্পর্কও ছিল না। কিন্তু ও আমাকে ছোট বোনের মত ভালবাসত। সে র‍্যাঞ্চটা কিনতে পারলে আমিও ওখানে ঠাঁই পেতাম। ও আমাকে সাহায্য করতই।'

'আপনজন কেউ নেই আপনার এখানে?'

'এখানে কেন, দুনিয়ার কোনখানেই নেই। আমি একেবারে একা,' থেমে গেল বেলিন্দা। 'কি বলছি! এসব কথা আপনি শুনে কি করবেন? আসলে ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ করে নির্ভরতা চলে এসেছিল আপনার ওপর···'

'অন্য কেউ র‍্যাঞ্চের মালিক হলে আপনার খুব অসুবিধে হবে?'

'আমার আর কি হবে? আমি যেমন আছি, থাকব। জিম হলে সুবিধে হত, এই আরকি। ক্ষতি যাদের হবে, তারা র‍্যাঞ্চের কর্মচারী। অনেক পুরানো লোক, বহুদিন ধরে আছে। একজনকেও রাখবে না রাস্টি। সবাইকে বিদেয় করে দিয়ে নিজের লোক ঢোকাবে। আমাদের তো পছন্দ করতই, ওদের মুখের দিকে চেয়েও জিম আর আমাকে র‍্যাঞ্চটার মালিক করতে চেয়েছিল আংকেল হার্ভে।'

'হুঁ,' এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভার বদল করল জিম, 'আপনার মনোকষ্টের কারণ বুঝতে পারছি। জিমের কথা ওরকম করে বলা উচিত হয়নি আমার। না জেনে দুঃখ দিয়ে ফেলেছি, সরি।'

দরজার কাছে পৌঁছে ফিরে তাকাল সে। 'রেস্টুরেন্ট থেকে বের করে আনার জন্যে ধন্যবাদ।'

জবাব দিল না বেলিন্দা।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল জিম। কান পেতে শুনল বাইরে শব্দ আছে কিনা। দরজা খুলে বেরিয়ে এল। আস্তে করে পেছনে ভিড়িয়ে দিল পাল্লা। সময় নষ্ট করতে চায় না। ভোরের আলো ফোটার আগেই চলে যেতে হবে শহর থেকে অনেক দূরে। আরেকজনের লড়াইয়ে নাক গলানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তার কোনও

boighar.com

স্বার্থ নেই। কেন শুধু শুধু মরার ঝুঁকি নেবে? মেয়েটাকে সাহায্য করতে পারত, থেকে যাবার পক্ষে একটা কারণ হতে পারত সেটা। কিন্তু র‍্যাঞ্চের মালিকই হয়নি এখনও বেলিন্দা, কিনে নেবার টাকাও নেই। তার সঙ্গে বিরোধ নেই কারও, কোনরকম বিপদে পড়েনি; কি সাহায্য করবে তাকে জিম?

দ্রুত, নিঃশব্দ পায়ে হোটেলের পেছনের দরজায় এসে দাঁড়াল সে। চট করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। নিরাপদেই এসে ঢুকল নিজের ঘরে। রাতের জন্যে ভাড়া নিয়েছিল ঘরটা। না, তার জিনিসপত্র কেউ ছোঁয়নি। যেটা যেখানে যেভাবে রেখেছিল, সেভাবেই আছে। কোটটা তুলে নিয়ে জিনের সঙ্গে আটকানো ব্যাগে ভরল। তুলে নিল দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেল। ব্যাগসুদ্ধ জিন কাঁধে তুলে নিয়ে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বেড়ালের মত নিঃশব্দে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। পেছনের দরজা দিয়েই বেরিয়ে এসে নামল আবার গলিপথে।

অন্ধকার, নীরব, নির্জন পথ। ড্যাগা গালুশ তার দলবল নিয়ে কোথায় গেছে, জানে না সে। কাউকে চোখে পড়ছে না কোথাও। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে অসতর্ক হলো না। পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল আস্তাবলের দিকে, বাড়ির ছায়ায় গা ঢেকে।

চওড়া দরজা, ভেতরে আলো জ্বলছে। দাঁড়িয়ে পড়ল জিম। ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। ঘোড়াটা রয়েছে আস্তাবলের ভেতর, ওটা বের করে আনতে হবে। দরজার পাশের অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়িয়ে চারপাশে আরেকবার তীক্ষ্ণ নজর বোলাল সে, কাউকে চোখে পড়ল না। চট করে ঢুকে পড়ল আস্তাবলের খোলা দরজা দিয়ে।

বিশাল কালো একটা ঘোড়া। জিন পরাতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগল। লাগাম ধরে টেনে ঘোড়াটাকে নিয়ে চলে এল দরজার কাছে। ঘোড়ায় চড়তে যাবে, এই সময় জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ, 'চলে যাচ্ছ?'

রাস্টি কানাহানের গলা।

থমকে গেল জিম। ধীরে, অতি ধীরে জিন থেকে হাত সরিয়ে আনল। ফিরে তাকাল। একটা খড়ের গাদার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে লোকটা। এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল ওখানে।

'কেন নয়?' মুখে হাসি ফোটাল জিম। 'অকারণ মানুষ খুন পছন্দ করি না আমি। তাছাড়া এখানকার লোকও নই। অহেতুক গণ্ডগোলে জড়াব কেন? আমার বাড়ি টেক্সাসে, সেখানেই ফিরে যাচ্ছি।'

মৃদু হাসল রাস্টি। 'বুদ্ধিমান হলে সেটাই করা উচিত। তবে টাকা কামানোর সুযোগ ছাড়াটাও বোকার কাজ, যদি ক্ষমতা থাকে? পাঁচ হাজার ডলার দেব আমি তোমাকে, নগদ পাঁচ।'

পাঁচ হাজার! চোখ মিটমিট করল জিম। তার বেল্টে এখন যা রয়েছে, তার অর্ধেক। দশ হাজার কামাতে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়েছে তাকে, অনেক


বইঘর.কম

পরিশ্রম করেছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গরুর পালসহ পাড়ি দিয়েছে হাজার মাইল অতি-দুর্গম পথ। রক্তপানি করা টাকা ওগুলো।

শান্তকণ্ঠে বলল, 'পাঁচ হাজার অনেক টাকা। কেন দেবেন আমাকে?'

আবছা অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এল রাস্টি। কাছে এসে দাঁড়াল। চামড়ার রঙ দেখে মনে হয় মরচে-পড়া। রাস্টি অবশ্য তার নাম নয়, লোকে দিয়েছে, ওই মরচের মত রঙের কারণে। ওর নাম আসলে বিল কানাহান।

'কাজ তো অবশ্যই করতে হবে তোমাকে। শুধু শুধু কি আর টাকা দেয় কেউ। তবে তেমন কঠিন কিছু না,' বলল রাস্টি। 'তুমি যা আছ তাই থাকবে, জিম স্যাবার···'

'আমি স্যাবার নই।'

'জানি। সেটা এখানকার কাউকে বুঝতে দেবে না। জিম স্যাবার সেজে থাকবে, এবং সে-জন্যেই টাকাটা দেয়া হবে তোমাকে। র‍্যাঞ্চটা আমি কিনে নেয়ার পর তোমার পারিশ্রমিক দিয়ে দেব। যেখানে খুশি চলে যেয়ো।'

ও, এই ব্যাপার। এখনই ড্যাগার সঙ্গে বেঈমানী করার ফন্দি এঁটেছে রাস্টি! কৌশলে জিমকে দিয়ে র‍্যাঞ্চটা কিনিয়ে নেবে।

দ্বিধা করছে জিম। টাকা যেমন, ঝুঁকিও তেমন। রাস্টির পক্ষ নিলে সে ড্যাগার শত্রু হয়ে যাবে। ড্যাগা তখন গুণ্ডা লেলিয়ে দেবে তার পেছনে। খুন করাবে। রাস্টিকেও একবিন্দু বিশ্বাস নেই। পাঁচ হাজার ডলার তাকে দেয়ার চেয়ে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তার বুকে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেয়ার জন্যে অন্য কাউকে খুব সামান্য কিছু দিয়ে দেবে। ব্যস, কাজও উদ্ধার হবে, টাকাও বাঁচবে।

জিমের চুপ করে থাকাটাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিল রাস্টি। বলল, 'ভয় নেই, তোমাকে লুকিয়ে রাখা হবে। পাহাড়ের ওপর একটা কেবিন আছে আমার। চার-পাঁচজন লোকও আছে। গানম্যান হিসেবে খুব একটা খারাপ বলতে পারবে না ওদের। পাহারা দিয়ে রাখবে তোমাকে। সময় হলে বেরিয়ে আসবে তুমি। টাকা নিয়ে পকেটে ভরবে। কয়েকটা কাগজ সই করে দিয়ে চলে যাবে নিজের পথে। খুব কি কঠিন কাজ?'

'না, বেশি সহজ, সে-জন্যেই ভাবছি। জিম স্যাবারের সই ওরা মিলিয়ে দেখবে না?' দ্রুত চিন্তা চলছে জিমের মাথায়। টাকার জন্যে এতবড় একটা অন্যায় করবে কিনা ভাবছে।

'জীবনে তিন-চারটের বেশি সই করেনি জিম স্যাবার,' হাসল রাস্টি। হাসিটাও কেমন যেন মরচে-পড়াই মনে হয়। 'খোঁজ নিয়েছি, ওসব কাগজপত্রেরও কোন চিহ্ন নেই।'

একজন বৃদ্ধ, সৎ মানুষের আজীবন পরিশ্রমের ফসল ওই হার্ভে-র‍্যাঞ্চ। কয়েকজন অর্থলিপ্সু ডাকাত ওটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে ভাবতেই রাগ হতে লাগল জিমের। স্যাবারকে খুন করেছে ড্যাগা, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। বৃদ্ধ

boighar.com

হার্ভের ঘোড়া থেকে পড়ে মরাটাও হয়তো দুর্ঘটনা নয়—খুন। দুর্ঘটনার মত করে সাজানো হয়েছে। বেলিন্দার কথাগুলো কানে বাজতে লাগল: *আপনি চলে যাবেন!···জিম আমাকে ছোটবোনের মত ভালবাসত, সে র‍্যাঞ্চটা পেলে আমিও ওখানে ঠাঁই পেতাম···পুরানো কর্মচারী সব বিদেয় করে নতুন লোক রাখবে রাস্টি···*

কি করবে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না জিম। ইচ্ছের বিরুদ্ধেও মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'চলুন, কোথায় যেতে হবে?'

বার্টলেট পিকের উত্তর ঢালে চূড়ার কাছাকাছি তৈরি করা হয়েছে কেবিনটা। চারপাশে ঝোপঝাড় আর পাথরের টিলার জন্যে পাহাড়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে চোখে পড়ে না ওটা। এখানেই জিমকে রেখে গেল রাস্টি কানাহান। নিজের চারজন লোক রেখে গেল পাহারায়। দু-জন রইল কেবিনের সামনের ছোট্ট চত্বরে। অন্য দু-জন নিচে, শহরের দিক থেকে আসা পাহাড়ে চড়ার পথের ওপর। ওদের চোখ এড়িয়ে কেউ ঢুকতে পারবে না কেবিনে।

রাত কাটল। পরের সারাটা দিন কেবিন আর বাইরের চত্বরে শুয়ে-বসে কাটাল জিম। একের পর এক সিগারেট ধ্বংস করল, গল্প করল দুই পাহারাদারের সঙ্গে।

একজনের নাম টম মর্সি, বিগ টম বলে ডাকে সবাই। প্রায় সাত ফুট লম্বা বিশাল এক দানব। ফোলা গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সব সময় মেজাজ খারাপ থাকে। কথা বলে কম। হুঁ-হাঁ আর ঘোঁৎ-ঘোঁৎ দিয়ে বেশির ভাগ প্রশ্নের জবাব সারে। দ্বিতীয় লোকটা ঠিক তার উল্টো। নাম, কিপ লিনটন। বেঁটেখাটো শরীর, বিশাল বুকের ছাতি, অনেকটা মঙ্গোলিয়ান ছাঁদের চ্যাপ্টা মুখ। হাসি লেগেই আছে ঠোঁটে। বকর বকরও করতে পারে প্রচুর।

এখানে থাকলে তার ভাগ্যে কি ঘটবে নিশ্চিত হয়ে গেছে জিম। টাকা তাকে ঠিকই দেবে রাস্টি, তবে সে-টাকা নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেবে না। শহর থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে খুন করার চেষ্টা করবে। সেটা করতে পারলে যার টাকা আবার তার পকেটেই ফিরে যাবে।

তবে রাস্টিকে পরোয়া করে না জিম। কচি খোকা নয় সে। এমন বিপদে এর আগেও পড়েছে, বেরিয়ে এসেছে নিজের ক্ষমতায়। যত ভয়ঙ্কর বিপদই আসুক, রুখে দাঁড়ানোর সাহস তার আছে।

থেকে থেকেই বেলিন্দার কথা মনে আসছে। রাতের অন্ধকারে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল দু-জনে। বাহুতে নরম হাতের ছোঁয়া লেগে আছে যেন এখনও। কানে বাজছে চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ। ধূসর বড় বড় চোখ। মেয়েটা সত্যি সুন্দরী।

একটা ইচ্ছে লুকোচুরি খেলছে মনের কোণে। শেকড় গাড়ার আগেই খেলাটা বন্ধ করতে চাইছে সে, পারছে না। ভাবনাটা হার্ভে-র‍্যাঞ্চ ও বেলিন্দাকে নিয়ে।

বইঘর.কম

স্যাবার মৃত। র‍্যাঞ্চটা কেনার সামর্থ্য যে তিনজনের আছে তারা হলো বেন্টলি, রাস্টি, এবং ড্যাগা গালুশ। প্রথমজনের দেখা এখনও পাওয়া যায়নি, অবতীর্ণ হয়নি রঙ্গমঞ্চে। কাজেই তাকে র‍্যাঞ্চের ব্যাপার থেকে আপাতত বাদ রেখে দেয়া যায়। নিজেরা নিজেরা মারামারি করে মরবে বাকি দু-জনের অন্তত যে কোন একজন। দু-জনও যেতে পারে, কিন্তু ধরা যাক একজন বাঁচল। যে বাঁচবে, তার হাত থেকে র‍্যাঞ্চটা আদায় করতে হলে লড়তে হবে বেলিন্দাকে।

হার্ভে-র‍্যাঞ্চের যারা বর্তমান কর্মচারী, দীর্ঘদিন ধরে ওখানে কাজ করছে তারা। প্রায় সবাই পুরানো। এই মুহূর্তে ওদের কাজ চলে যাওয়ার মানে নিশ্চিন্ত একটা ঠাঁই থেকে অকস্মাৎ বঞ্চিত হওয়া। হঠাৎ করে যাবে কোথায় ওরা? কি করবে? সাংঘাতিক বেকায়দায় পড়ে যাবে। এই এলাকায় কাজের বড় অভাব। চট করে আরেকটা জোগাড় করা কঠিন, আর তা করতে না পারলে না খেয়ে মরতে হবে। এটা ঘটতে দেয়া যায় না। কারও ক্ষমতা থাকলে এই অন্যায় তার ঠেকানো উচিত।

কেবিনে আরেকটা রাত কাটাল জিম।

পরদিন সকালে, নাস্তার পর ঘোড়াটা নিয়ে বেরোবে ঠিক করল।

বাইরে বেরোতেই চোখ তুলে তাকাল বিগ টম, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'ঘুরতে,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল জিম। 'ভেব না, শিগগিরই ফিরে আসব।'

দাঁত দিয়ে একটা ঘাসের ডগা কাটছে টম। 'কোথাও যাওয়া হবে না তোমার। বস্ বলে গেছে, চোখে চোখে রাখতে।'

হাত থেকে জিনটা ছেড়ে দিল জিম। 'বসে থাকতে আর ভাল্লাগছে না, বুঝলে। একটু ঘুরে আসি, দেখে আসি দেশটা।'

'হবে না,' ঘাসের ডগার শেষ টুকরোটা থুহ্ করে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল টম। বিশাল থাবা তুলে কেবিনটা দেখাল, 'বসের নির্দেশ, কেবিনে থাকতে হবে তোমাকে। যাও, লক্ষ্মী ছেলের মত চুপচাপ শুয়ে থাকোগে।'

'রাস্টি তোমার বস্, আমার নয়। আমি তার নির্দেশ মানতে যাব কেন?'

'কারণ আমি তোমাকে মানতে বলছি।'

নিচু হয়ে জিনটা তোলার ভঙ্গি করল জিম। চোখের কোণ দিয়ে দেখছে, এগিয়ে আসছে টমের বিশাল বুটজোড়া। তুলেই টমের পা সই করে ধাঁ করে ছুঁড়ে মারল জিনটা। লাগল গিয়ে হাঁটুর সামান্য নিচে। তৈরি ছিল না টম। ভারসাম্য হারাল। মাটি থেকে সরে গেল পা। তাল সামলানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল একটা মুহূর্ত। পারল না। পড়ে গেল উপুড় হয়ে।

পড়েই উঠতে গেল আবার। বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন জিমের শরীরে। দুই লাফে পৌঁছে গেল কাছে। আঙুল সোজা রেখে দা দিয়ে কোপানোর মত করে রদ্দা মারল টমের ঘাড়ে। ভয়ানক আঘাত। টমের মত দানবও সহ্য করতে পারল না। আবার পড়ল মুখ থুবড়ে।

boighar.com

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে আবার উঠল টম। তাকে দাঁড়ানোর সুযোগ দিল জিম। কিন্তু আঘাত করার সময় দিল না। ঘাড়ে যে-ভাবে মেরেছে তেমনি করেই মারল পেটের মাঝামাঝি।

উঁক্ করে একটা শব্দ বেরোল দানবের মুখ থেকে। সামনে বাঁকা হয়ে গেল শরীর।

ঘুসি চালাল জিম। পরপর দু-বার।

টমের মনে হলো, মাথার দু-পাশে মুগুরের বাড়ি পড়ল। মাথা ঝাড়া দিয়ে আবার সোজা হতে না হতেই এলোপাতাড়ি কয়েকটা মারাত্মক ঘুসি এসে পড়ল নাকে-মুখে।

চোখের পলকে চেহারা পাল্টে গেল তার। নাক বসে গেছে, নিচের ঠোঁট আধ ইঞ্চি কাটা, সামনের একটা দাঁত অদৃশ্য। টলে উঠল কাটা কলাগাছের মত। দড়াম করে আছড়ে পড়ল। মাথার একপাশে বুটের জোর এক ঠোকর খেয়ে জ্ঞান হারাল নীরবে।

গায়ের জোরে মেরেছে জিম। ব্যথা পেয়েছে হাতে। আঙুল টানতে টানতে ফিরল কিপের দিকে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চুপচাপ সিগার টানছে কিপ লিনটন। চোখে বিস্ময়। জিম তাকাতেই হাসল।

'তোমার ওপর বসের কোন নির্দেশ আছে?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল জিম।

'থাকলেই কি?' বুড়ো আঙুল দিয়ে টমকে দেখাল কিপ, 'আমি কি এটার মত গাধা? অত প্রভুভক্ত আমি নই। তোমার যেখানে ইচ্ছে যাও।'

পাহাড় থেকে নেমে এল জিম। সরু একটা পায়ে চলা পথ এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে উত্তরে। সে-পথ ধরেই চলল। তেল চকচকে শরীর তার ঘোড়াটার। হাঁটার তালে তালে শক্তি যেন ফেটে পড়ছে পেশী থেকে।

মাইল দুয়েক গিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘোরাল জিম। সামনে একটা উপত্যকা। সবুজ ঘাস। একপাশে পাহাড়শ্রেণী।

পথ থেকে ঘোড়া নামাল সে। তৃণভূমির ওপর দিয়ে ছোটাল।

ঘাসে ঢাকা ছোট্ট জমিটুকু পেরিয়ে এল দ্রুত। আবার মোড় নিল ঘোড়া। পাহাড় এখন পেছনে, সামনে ঢালু হয়ে নেমে গেছে উপত্যকা। বিস্তীর্ণ তৃণভূমির ঠিক মাঝ বরাবর কেটে দু-ভাগ করে দিয়ে বইছে ঝর্না, যেন চওড়া একটা রুপালি ফিতে। তৃণভূমির এক প্রান্ত থেকে আবার উঠে গেছে পাহাড়। ঢালের গায়ে জন্মে আছে গাছপালা, ঝোপঝাড়। তার ভেতরে দেখা যাচ্ছে ঘরের চাল।

ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল জিম। সিগারেট ধরাল। বুক ভরে ধোঁয়া টেনে নিয়ে নাক-মুখ দিয়ে ছাড়তে ছাড়তে তাকিয়ে দেখল সামনের দৃশ্য। একটানা মাইল দশেক তৃণভূমি। মরুভূমির দিকের প্রান্ত শুকনো লাগছে এখন, তবে পর্বতের গোড়ায় যেখানে পানি রয়েছে, সেখানে ঘাস বেশ ভাল। বসন্তের শুরুতে আরও

বইঘর.কম

তাজা, আরও সবুজ, রসাল হয়ে উঠবে। গরু-মোষের জন্যে সত্যি খুব চমৎকার চারণভূমি।

জিম নিজে পশুপালক, কোথায় কোন্ ঘাস আর ঝোপ গরু মোষের প্রিয়, ভাল করেই জানে। জায়গাটা পছন্দ হয়ে গেল তার। উত্তর পশ্চিমে অনেক দূরে পর্বতের গায়ে একটা চওড়া কালো ফাটল, নিশ্চয় গিরিপথ। ওখানেও সবুজের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। বন রয়েছে, তারমানে শিকারও মিলবে ওখানে।

ভাল জায়গা পছন্দ করেছিল বুড়ো বিল হার্ভে।

আবার ঘোড়া চালাল জিম। বড়সড় একটা পুকুরের পাড়ে এসে দাঁড়াল। পর্বতের গা থেকে নেমে আসা ঝর্নার গতিপথে খোঁড়া হয়েছে ওই পুকুর। পানি সব সময় ধরে রাখার জন্যে। পরিশ্রম কম করেনি হার্ভে। বুদ্ধিও ছিল লোকটার।

বোঝা যাচ্ছে, আন্তরিকভাবে খেটেছে হার্ভে-র‍্যাঞ্চের প্রতিটি লোক। স্যাবারেরও প্রচুর ঘাম ঝরেছে ওই তৃণভূমিতে। খামারটার আরও অনেক উন্নতি করতে পারত সে। ইচ্ছে করলে জিমও পারে, যদি মালিক হয় জায়গাটার। বেলিন্দা গ্যাটলিন পাশে থাকলে তো কথাই নেই।

সারাটা সকাল ঘুরে বেড়াল জিম। ঘুরে ঘুরে দেখল র‍্যাঞ্চ ও তার আশপাশের অঞ্চল। তবে খামারবাড়ির বেশি কাছাকাছি গেল না।

দুপুর পেরোল। বিকেল হয়ে এল। এই সময় দেখল পাহাড়ের ওপাশ থেকে বেরিয়ে আসছে একদল ঘোড়সওয়ার। সে-ও ওদিক থেকেই এসেছে। র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে চলেছে ওরা। তাড়াতাড়ি কয়েকটা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল জিম। উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল ঘোড়সওয়ারদের।

বেশি তাড়াহুড়ো করছে যেন লোকগুলো। বিশেষ কোন ঘটনা না ঘটলে এমন করে না মানুষ। নিশ্চয় কিছু একটা করে এসেছে।

লোকগুলো চলে গেলে পাথরের আড়াল থেকে বেরোল সে। ফিরে চলল রাস্টির কেবিনে।

পাহাড়ের পাশ দিয়ে মোড় নিয়ে এগিয়ে গেছে পথ। পেছনের অপরূপ দৃশ্যের দিকে আরেকবার ফিরে তাকাল জিম। তারপর গতি বাড়াল ঘোড়ার।

মোড় নিয়ে, খানিকটা খোলা জায়গা পেরিয়ে, আরেকটা পাহাড়ের গোড়ায় এসে পড়ল সে। কেবিনে যাওয়ার পথটা ঢাল বেয়ে উঠে গেছে, সেটা ধরে উঠতে শুরু করল।

ভাবতে ভাবতে চলেছে বলেই হয়তো পথের ওপর পড়ে থাকা লোকটাকে প্রথমে দেখতে পায়নি। ঘোড়াটা তীক্ষ্ণ ডাক ছেড়ে থমকে দাঁড়াতে চোখ পড়ল সামনের দিকে। তখনই দেখল, মরে পড়ে আছে লোকটা। রক্তাক্ত, থেঁতলানো দেহ। রাস্টি কানাহানের প্রহরী ছিল। পেটে গুলি করা হয়েছে। তারপর তার দেহ মাড়িয়ে দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে চলে গেছে খুনী।

একনজরেই বোঝা গেল, মারা গেছে লোকটা। একটানে কোমরের খাপ

boighar.com

থেকে রিভলভার বের করল জিম। ভীষণ সতর্ক হয়ে গেছে। টান টান হয়ে উঠেছে স্নায়ু।

পথের ওপর ঘোড়সওয়ার যাওয়ার চিহ্ন দেখতে পেল। অন্তত বারোটা ঘোড়া গেছে ও-পথ দিয়ে।

গাছের পাতায় শিস কেটে যাচ্ছে বাতাস। দূর থেকে ভেসে এল ঈগলের ডাক। আর কোন শব্দ নেই। পুরোপুরি নীরব।

কেবিনের কাছে উঠে এল জিম। আরেকজন লোক মরে পড়ে আছে আঙিনায়। না, বিগ টম নয়। পাহাড়ের গোড়ায় প্রহরারত দু-জনের একজন। নিশ্চয় তাড়া খেয়ে পিছিয়ে এসেছিল এখানে।

লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল জিম। হাতে উদ্যত রিভলভার। তীক্ষ্ণ চোখে দেখল একবার আশপাশটা। কাউকে চোখে পড়ল না। কোন শব্দ নেই। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লা। কেউ নেই ভেতরে। ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলা হয়েছে সমস্ত জিনিসপত্র।

ঘরে ঢুকল সে। ভাঙা খাটের তলায় রয়েছে তার জিনিসগুলো। ঠিকই আছে সব। ছোঁয়নি কেউ। তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

জিনিসগুলো চাপাল ঘোড়ার পিঠে। পরীক্ষা করে দেখল উইনচেস্টারের চেম্বার। বুলেট ভরা আছে, স্প্রিঙও ঠিকমত কাজ করছে। আবার ঘোড়ায় চরতে যাবে, এই সময় কানে এল চাপা গোঙানি।

পাঁই করে ঘুরল জিম। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল।

আবার এল আওয়াজ। সেই সঙ্গে সামনে ঝোপের ভেতর মৃদু নড়াচড়া। ঝোপের পেছনে পাহাড়ি মেহগনির ছোট্ট জঙ্গল। পা টিপে টিপে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল সে। বেশ খানিকটা ঘুরে ঝোপের পেছনে এসে দাঁড়াল।

ভেতরে পড়ে আছে কিপ লিনটন। ফ্যাকাসে চেহারা, রক্তে লাল শার্ট। শব্দ শুনে চোখ মেলে তাকাল। কোনমতে শুধু বলল, 'ড্যাগার লোক…'

কিপের পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসল জিম। আলতো হাতে খুলে দিল শার্টের বোতাম। বুকের বাঁ পাশে গুলি লেগেছে। রক্তক্ষরণ হয়েছে প্রচুর। তবু বাঁচার ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে এখনও।

দ্রুত হাত চালাল সে। আগুন জ্বেলে পানি গরম করল। কিপের ক্ষতস্থান ভাল করে ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল।

থেমে থেমে জানাল কিপ, ড্যাগার লোকেরা জেনে গেছে, জিমকে এখানে এনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তাকে খুঁজতেই এসেছিল। যাকে সামনে পেয়েছে তাকেই গুলি করেছে। টাকা খেয়ে বেঈমানী করেছে টম, জিমের কথা বলে দিয়েছে ড্যাগাকে।

কিপের ধারণা, রাস্টিকেও ছাড়বে না ড্যাগা, খুন করবে। হয়তো এতক্ষণে করে ফেলেছে। এমন করে সাজাবে কেসটা, মনে হবে রাস্টিই তাকে আক্রমণ

বইঘর.কম

করেছিল, আত্মরক্ষার জন্যে বাধ্য হয়ে গুলি করতে হয়েছে ড্যাগাকে।

রাস্টির ওপর ড্যাগার এখনই রেগে যাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কথা ছিল, দু-জনে মিলে র‍্যাঞ্চটা দখল করবে। কিন্তু জিমকে দেখে সে-সব চুক্তি ভুলে গিয়ে একাই মালিক হওয়ার ফন্দি আঁটল রাস্টি। সেটা সহ্য করবে কেন ড্যাগা?

মরুকগে, ভাবল জিম, তার কি? রাস্টি মরলেও তার কিছু না, ড্যাগা মরলেও না। বরং মরলে শত্রুর সংখ্যা কমবে। জিজ্ঞেস করল, 'মুখোমুখি হলে কে জিতবে?'

হাসল কিপ। 'অবশ্যই ড্যাগা। রাস্টির নিশানা তার চেয়ে ভাল। কিন্তু সে অস্থির স্বভাবের। আর ড্যাগা হলো বরফের মত শীতল।···তবে, ড্যাগা একা মুখোমুখি হতে যাবে বলে মনে হয় না। কোন ঝুঁকিই নেবে না সে। দলবল নিয়ে ঘেরাও করবে রাস্টিকে। কুকুরের মত গুলি করে মারবে। এমনও হতে পারে, নিজে সামনেই যাবে না। ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে কাজ সারাবে।'

কিপের পাশে কিছু খাবার আর এক ক্যানটিন পানি রেখে দিল জিম। দুটো কম্বল এনে রাখল। তারপর এসে চড়ল ঘোড়ায়।

পথ খোলা। ইচ্ছে করলে এখন টেক্সাসে রওনা হয়ে যেতে পারে সে। কিন্তু মনস্থির করতে পারল না। ঘোড়া চালাল একদিকে। একসময় অনেকটা অবাক হয়েই দেখল, টেক্সাস নয়, হার্ভে-র‍্যাঞ্চের দিকে চলেছে সে।

কতটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে, বুঝতে পারছে। কাছাকাছি ড্যাগার লোক থাকতে পারে। চোখ রাখতে পারে র‍্যাঞ্চের ওপর। সে যে বেঁচে আছে এটা জানতে দেরি হবে না। তার বেঁচে থাকাটা ড্যাগার জন্যে খুবই বিপজ্জনক।

স্যাবার সেজে হার্ভে-র‍্যাঞ্চ দখলে রাস্টিকে সহায়তা করতে যাচ্ছিল জিম, এটা বুঝে যাওয়ার পর ড্যাগা উঠে-পড়ে লাগবে তার পেছনে। খুন করার জন্যে পাগলা কুত্তা হয়ে যাবে।

সতর্ক রইল জিম, খুব সতর্ক। সাবধানে পথ চলল।

র‍্যাঞ্চে পৌঁছুল সূর্য ডোবার পর। গাছপালার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল খামারবাড়িটার দিকে। কয়েকজন লোক দেখা যাচ্ছে, কাজ করছে সবাই। তবে ওদের অস্থিরতা দেখেই বোঝা যায় মন বসাতে পারছে না কাজে। এভাবে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পারার কথাও নয়। শেষ অবধি কি ঘটে, দেখার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে ওরা।

বাদামী একটা ঘোড়া বেরিয়ে এল খামারবাড়ি থেকে। পিঠে সওয়ারী। শহরের দিকে চলেছে বোধহয়।

পশ্চিম আকাশে রঙের খেলা। গোধূলির আলোয় দূর থেকে চেনা গেল না সওয়ারীকে।

কাছে চলে এল ঘোড়া। চিনতে আর অসুবিধে হলো না। বেলিন্দা গ্যাটলিন।

দ্বিধা করল না জিম। পেছনে ছুটল। ঢাল বেয়ে নেমে ধরে ফেলতে সময়

boighar.com

লাগবে না।

জিমকে দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল বেলিন্দার। 'আপনি! আমি তো ভেবেছিলাম এতক্ষণে বহুদূরে চলে গেছেন। গরুখোঁজা খুঁজছে ওরা আপনাকে।'

'ড্যাগার লোক?'

'না। তবে সে-ও লোক লাগিয়েছে। আপনাকে এখনও খুঁজে পেল না কেন সেটাই আশ্চর্য। শেরিফকে উস্কে দিয়েছে সে। বুঝিয়েছে, রাস্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্যাবারকে খুন করেছেন আপনি। হার্ভে-র‍্যাঞ্চের লোভে।'

'তাই?' বেলিন্দাও একথাই বিশ্বাস করে কিনা বোঝার জন্যে তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল জিম, কিছু বুঝল না।

মাথা ঝাঁকাল বেলিন্দা। 'বোঝানো হয়েছে, এ-শহরে হঠাৎ করে এসে পড়েননি আপনি। কোনভাবে অন্য কোথাও আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল রাস্টির। জিম স্যাবারের মত দেখতে বলে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে আপনাকে স্যাবার সাজার প্রস্তাব দিয়েছে সে। কথামত যথাসময়ে এসে আপনি হাজির হয়েছেন টাকারে। এসেই খুন করেছেন ড্যাগার লোককে।' জিমের চোখে চোখে তাকাল সে। 'সব কেমন খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে না?'

'তা যাচ্ছে,' জিমের কণ্ঠে অস্বস্তি। 'তবে একটা কথা বিশ্বাস করতে পারেন, জিম স্যাবারের নাম আপনার মুখেই প্রথম শুনেছি। রাস্টির সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে এখানে এসেই। কোন কুমতলব নিয়ে আসিনি আমি এখানে। এসেছিলাম রাত কাটাতে, পরদিন সকালে উঠেই চলে যেতাম। কিন্তু আমার চেহারাটাই কাল হলো।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে জিমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বেলিন্দা। শান্তকণ্ঠে বলল, 'আপনি এখান থেকে চলে যান, এক্ষুণি। সমস্ত এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ওরা। শেরিফের হাতে পড়লে তো ভাগ্য ভাল, জেলে যাবেন। কিন্তু ড্যাগার লোকের সামনে পড়লে রক্ষা নেই, গুলি করে মারবে।'

'রাস্টি কোথায়?'

আবার জিমের চোখে চোখে তাকাল বেলিন্দা। 'আপনার তো জানার কথা। অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে খুন হয়েছে সে।'

খবরটা জিমকে বিশেষ নাড়া দিল বলে মনে হলো না। 'এই দোষটাও নিশ্চয় আমার ঘাড়েই চাপানো হয়েছে?'

'হলে খুব একটা অবাক হওয়ার কিছু আছে কি?'

'আছে। কারণ খুনটা আমি করিনি। এর জন্যে ড্যাগা দায়ী। হয় সে নিজের হাতে করেছে, কিংবা কাউকে দিয়ে করিয়েছে। আমাকে যেখানে আটকে রেখেছিল রাস্টি, সেই জায়গাটা তছনছ করে দিয়ে এসেছে ড্যাগার লোক। যাকে সামনে পেয়েছে নির্বিচারে গুলি করেছে। মারতে গিয়েছিল আসলে আমাকে। পায়নি বলে


বইঘর.কম

বেঁচে গেছি।'

'আপনি এখান থেকে চলে যান,' আবার বলল বেলিন্দা।

ধীরেসুস্থে সিগারেট বানাতে লাগল জিম। চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে আছে বেলিন্দা।

অবশেষে মুখ তুলে তাকাল জিম। 'ম্যাডাম, আমি এসেছিলাম শান্তিতে রাত কাটিয়ে ভোরে উঠে চলে যেতে। আমাকে সেটা করতে দেয়া হয়নি। ঘাড়ে চাপল ড্যাগা। ওর মত একটা তৃতীয় শ্রেণীর গুণ্ডার ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালানো কি আমার উচিত, আপনার কি মনে হয়? তাছাড়া এখন পালালে সবাই ভাববে, খুনগুলো আমিই করেছি।' খস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে সিগারেটে আগুন ধরাল সে। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করল, 'ভাল কথা, র‍্যাঞ্চটা পাওয়ার কোন ব্যবস্থা করতে পেরেছেন?'

'কি করে? টাকাই নেই।'

'ধরুন,' সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে আছে জিম, 'যদি কোন বন্ধু···কোন পার্টনার প্রথম কিস্তির টাকাটা দেয়? দশ হাজার ডলার···'

'অসম্ভব!' জোরে জোরে মাথা নাড়ল বেলিন্দা, 'এখানে তেমন কোন বন্ধু নেই আমার। দশটা ডলারও কেউ দেবে না···'

'আমার কাছে আছে দশ হাজার ডলার।'

চুপচাপ কয়েকবার সিগারেটে টান দিল জিম। হাঁ করে তাকে দেখছে বেলিন্দা। চোখে সন্দেহ। এরকম পুরানো, ময়লা বেশভূষার একজন মানুষের কাছে সত্যি এত টাকা আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে।

'বিশ্বাস করতে পারছেন না তো?' হাসল জিম, 'সত্যি আছে। এই গোলমালে আমি ইচ্ছে করে ঢুকিনি, কতগুলো শয়তান লোক জোর করে ঢুকিয়েছে। বাধ্য করেছে ঢুকতে। এখন এর শেষ না দেখে আমি ছাড়ব না। চলুন শহরে যাই। উকিলের সঙ্গে দেখা করে কাগজপত্র ঠিক করতে বলব আপনার নামে। কি বলেন?'

'টাকাটা সৎপথে উপার্জন করা?'

আবার হাসল জিম, 'রাস্টির কাছ থেকে নিয়েছি ভাবছেন?'

'না···মানে···'

'অত ভাবনার কিছু নেই, ম্যাডাম। এর প্রতিটি পয়সায় ঘাম লেগে আছে আমার গায়ের, রক্তপানি করা টাকা। কয়েকজনে মিলে মন্টানায় গরু নিয়ে গিয়েছিলাম। বিক্রি করে যা পেয়েছি তাতে আমার ভাগে পড়েছে দশ হাজার। চলুন, যাই।'

'এত তাড়া কিসের!' বলে উঠল একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। 'রুডি, মেয়েটাকে ধরো!'

কে কথা বলল, দেখারও প্রয়োজন মনে করল না জিম। জুতোর গোড়ালি দিয়ে ঘোড়ার পেটে গুঁতো লাগাল। চটাস করে চাটি মারল বেলিন্দার ঘোড়ার

boighar.com

পেছনে।

স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠল দুটো ঘোড়া। তীব্র গতিতে ছুটল। পেছনে গর্জে উঠল রাইফেল। জিমের প্রায় কান ছুঁয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট।

'থামবেন না, খবরদার!' চেঁচিয়ে উঠল জিম, 'চালিয়ে যান!'

এক ছুটে উপত্যকায় নেমে এল দুটো ঘোড়া। অন্ধকার হয়ে গেছে। আবছামত চোখে পড়ছে, আরেকটা সরু পথ বেরিয়ে চলে গেছে বাঁয়ে। বাদামী ঘোড়াটার লাগামের একপাশ ধরে টান দিল জিম, মাথা হেলিয়ে ইঙ্গিত করল। অন্ধকারে ইঙ্গিতটা দেখতে পেল না বেলিন্দা, তবে লাগামের টানে আপনি ঘুরে গেল তার ঘোড়া। পেছন পেছন ঢাল বেয়ে উঠে চলল একটা পাহাড়ে, গাছপালার ভেতর দিয়ে। পায়ের তলায় ঝরাপাতা আর নরম কাঁটাঝোপ ঢেকে দিচ্ছে ঘোড়ার খুরের শব্দ।

পাইন বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল দু-জনে; জিম আগে আগে, পেছনে বেলিন্দা।

মূল রাস্তা ধরে ছুটে যাবে ড্যাগা ও তার দলবল। তবে দু-এক মিনিটের মধ্যেই বুঝে ফেলবে, ধোঁকা দেয়া হয়েছে তাদেরকে। ফিরবে তখন। জিমেরা কোনদিক দিয়ে গেছে, বুঝে যাবে সহজেই। আবার পিছু নেবে।

পাহাড়ী পথের ডান পাশে খাড়া দেয়াল। ঘন অন্ধকার এখানটায়। দেয়ালের ধার ঘেঁষে রইল জিম। আরেকটু এগিয়ে শুরু হলো আরেকটা দেয়াল, বাঁ পাশে। বক্স ক্যানিয়ন নয়তো! সর্বনাশ হবে তাহলে।

পেছনে শোনা গেল চিৎকার। দূরে। বোঝা গেল, ওরা কোন পথ দিয়ে গেছে আবিষ্কার করে ফেলেছে ড্যাগা। ছুটে আসবে এখন দ্রুতগতিতে।

সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের বড় বড় চাঙড়। মাঝে মাঝে ফাঁক। সরু ওই ফাটলের ভেতর দিয়েই পথ করে করে এগিয়ে চলল জিম, পেছনে বেলিন্দা। মাঝে মাঝে পথ সামান্য চওড়া হচ্ছে, পাশাপাশি চলা যাচ্ছে তখন। টুকটাক কথা বলতে পারছে। তবে থামছে না মুহূর্তের জন্যে। বাঁচতে হলে এগিয়ে যেতে হবে। পেছন থেকে খসাতে হবে ড্যাগাকে। অসম্ভবই মনে হচ্ছে কাজটা।

দু-দিক থেকে ধীরে ধীরে চেপে আসছে দুটো দেয়াল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য পাথরের চাঙড়, ওগুলো আরও বড়। কাছেই কোথাও পানি পড়ছে, শব্দ আসছে কানে। রাতের শীতল বাতাস কেমন ভেজা পরশ বুলাচ্ছে মুখে। নাকে আসছে পাইনের নেশা ধরানো গন্ধ। সামনে বন, ওখানে লুকিয়ে থাকা যাবে। কিন্তু অস্বস্তি-বোধটা গেল না জিমের। মাথার অনেক ওপরে উঠে গেছে দু-পাশের দেয়াল, এর মাঝে কোথাও ফাটল চোখে পড়ছে না। বক্স ক্যানিয়ন হলে সামনের দুটো দেয়াল এক হয়ে মিশে যাবে, তাহলেই হয়েছে। বোতলের ভেতর ঢুকে যাওয়া পোকার অবস্থা হবে ওদের। খোলা মুখটা রুদ্ধ করে দেয়া খুবই সহজ হবে শত্রুদের পক্ষে, রাইফেল হাতে তখন মাত্র একজন লোকই ওদেরকে ঠেকিয়ে


বইঘর.কম

দিতে যথেষ্ট।

ধীরে ধীরে উঠে গেছে পথটা। কয়েক মিনিট চলে সমতল ছোট্ট একটা তৃণভূমিতে উঠে এল দুটো ঘোড়া। চাঁদ উঠছে। তবে খাড়া দেয়ালের জন্যে এখনও আলো এসে পৌঁছায়নি এই গভীর গিরিসঙ্কটে।

পেছন থেকে পাশে চলে এল বেলিন্দা। 'জিম,' এই প্রথম নাম ধরে ডাকল সে, 'মনে হয় ফাঁদে পড়েছি। খাঁচা। খুব সম্ভব এটা বক্স ক্যানিয়ন। এদিকে আসিনি কখনও, তবে এর কথা অনেক শুনেছি। বেরোতে হলে আবার পিছিয়ে যেতে হবে, সামনে পথ নেই।'

'আমিও এই আশঙ্কাই করছিলাম।' থামার নির্দেশ দিতে হলো না, নিজে নিজেই দাঁড়িয়ে গেল জিমের ঘোড়া। কানে আসছে পানি পড়ার আওয়াজ। ঘোড়াটাকে আগে বাড়ানোর চেষ্টা করল সে, কিন্তু গ্যাঁট হয়ে রইল ওটা। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল জিম। সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলল, 'পুকুর। পানি। যাক, ভালই হলো। রাতটা যাক, দিনে দেখব, কি করা যায়।'

এক জায়গায় কয়েকটা বড় বড় গোল পাথর পড়ে আছে। ওগুলোর মাঝখানে ক্যাম্প করা যাবে।

দুটো ঘোড়ার জিন খুলে পেছনের ছোট একটুকরো তৃণভূমিতে নিয়ে গিয়ে বাঁধল জিম। চমৎকার ঘাস। ঘোড়ার খাবারের অভাব হবে না।

পাথরগুলোর মাঝখানে ঢুকে পাশাপাশি বসল দু-জনে। অনেক রাত অবধি গল্প করল। খই ফুটতে লাগল যেন মুখে।

নিজের জীবনের অনেক কথা জানাল জিম। নিউসেসে কাটিয়েছে কৈশোর। চোদ্দ বছর বয়েসে চলে গিয়েছিল মেক্সিকোতে, ঘোড়া শিকারীদের সঙ্গে। জ্যান্ত ঘোড়া ধরে আনা খুবই বিপজ্জনক কাজ। ফেরার পথে আক্রমণ করে বসেছিল অ্যাপাচি ইণ্ডিয়ানরা। মোট তিনবার লড়াই হয়েছিল ওদের সঙ্গে; দক্ষিণ সীমান্তের কাছাকাছি দু-বার, একবার তার খানিকটা উত্তরে।

কখন শুয়ে পড়ল, ঘুমিয়ে পড়ল কখন, বলতে পারবে না জিম। হঠাৎ করেই ঘুম ভেঙে গেল। চোখে পড়ল ধূসর আকাশ। রাত শেষ। পাশে তাকাল। কাছেই কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে আছে বেলিন্দা। একটা হাত পড়ে আছে জিমের বিশাল বুকে। ঠোঁট দুটো আধখোলা, কোনরকম দুশ্চিন্তার ছাপ নেই চেহারায়। ভোরের আবছা আলোয় অনেক বেশি সুন্দরী দেখাচ্ছে তাকে।

ঝুঁকে চুমু খাবার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করল জিম। বুকের ওপর থেকে আস্তে করে নামিয়ে রাখল হাতটা। আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিল বেলিন্দার গালে এসে পড়া একগুচ্ছ চুল। উঠে পড়ল। এগিয়ে গেল ঘোড়া দুটোর দিকে।

ঘন হয়ে জন্মেছে সবুজ, রসালো ঘাস। চারদিকে তাকিয়ে নিজেদের অবস্থান লক্ষ করল সে। খোলা একটা চত্বরমত জায়গায় রয়েছে। সামনে পুকুর, ওপারে এক হয়ে মিশে গেছে দু-দিকের দেয়াল। যেখানে মিশেছে সেখানটাতেই উচ্চতা কম,

boighar.com

তা-ও প্রায় তিনশো ফুট। একরখানেক মত হবে জলাশয়টা। টলটলে স্বচ্ছ পরিষ্কার পানি। একপাশের পাহাড় চূড়া থেকে ঝরে পড়া ঝর্না থেকেই এর উৎপত্তি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাইন গাছ জন্মেছে পুকুরের পাড়ে। এদিক ওদিক পড়ে আছে অসংখ্য ছোটবড় পাথর। পেছনে, গিরিসঙ্কটের দু-ধারে ঘন ঝোপঝাড়। তিনদিক ঘেরা জায়গাটায় বেরোনোর একটাই পথ, সেটা নিশ্চয় দখল করে বসে আছে ড্যাগা আর তার দলবল। তবে, ওদের দু-জনের অবস্থানও যথেষ্ট ভাল, বেরোতে পারবে না, এই যা সমস্যা। চত্বরের পাথরের আড়ালে বসে একটা মাত্র রাইফেল দিয়েই ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব গিরিপথ ধরে এগিয়ে আসা সেনাবাহিনীর গোটা একটা দলকে।

পেট ভরে ঘাস খেয়েছে ঘোড়া দুটো। পানি খাওয়াল জিম। তারপর আবার আগের জায়গায় এনে বাঁধল। একটা পাথরের ধারে বসে আগুন জ্বেলে কফির পানি চড়াল। পুকুরের পানিতে অনেক মাছ, বিশেষ করে ট্রাউট। এদিকটায় আসে না কেউ, মাছগুলোকে বিরক্ত করে না। বড়শি ফেলতেই টোপ গিলে নিল ইয়া বড় এক ট্রাউট। মাছটা নিয়ে ফিরে এসে দেখল পানি ফুটছে।

পাথরের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল বেলিন্দা। হাসিতে উজ্জ্বল মুখ। 'কি হচ্ছে? পিকনিক?'

জিমও হাসল। হাত বোলাল গালে। কয়েকদিন শেভ করতে পারেনি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। 'দূর, এই দাড়িভর্তি মুখ নিয়ে পিকনিক!' তাকাল বেলিন্দার মুখের দিকে। 'এখানে রাত কাটাতে হবে, ভেবেছ কখনও?'

'ভাবিনি। কাটাতে কিন্তু খারাপ লাগেনি।'

'সত্যি?'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল বেলিন্দা।

'ভাল। শোনো,' কাজের কথায় এল জিম, 'রাইফেল চালাতে পারো? ড্যাগার খোকারা এলে কতক্ষণ ঠেকাতে পারবে?'

ফিরে তাকাল বেলিন্দা। গিরিপথটা দেখল। চত্বরের ওদিকের প্রান্তে, প্রায় ষাট ফুট দূরে একটা বড় পাথর। সামনের পথ খুবই সরু। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'সহজে এখানে উঠে আসতে দেব না কাউকে। কেন?'

তিনশো ফুট উঁচু দেয়ালটা দেখাল জিম, 'আমি ওখান দিয়ে বেরিয়ে যাব। একা হলে পারব, তোমাকে নেয়া যাবে না।'

রক্ত সরে গেল বেলিন্দার মুখ থেকে। 'অসম্ভব! এত খাড়া দেয়াল···কোন দরকার নেই, জিম। চুলোয় যাক র‍্যাঞ্চ। লাগবে না আমার। এখানেই বসে থাকব, র‍্যাঞ্চটা বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত। বেরোবই না।'

'হেরে যেতে বলছ? কিছুতেই না!' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল জিম। 'এখান থেকে বেরিয়ে যাবই আমি! কেউ ঠেকাতে পারবে না।' অদ্ভুত রকম বদলে গেছে তার চেহারা, কণ্ঠস্বর; মানুষটাকে নতুন লাগছে বেলিন্দার কাছে। 'কুগারের লেজে পা

বইঘর.কম

দিয়েছে ড্যাগা, আমি তাকে ছাড়ব না! ওই র‍্যাঞ্চ তোমার, বেলিন্দা। জায়গাটা তোমাকে ছাড়া বেমানান। কাল সন্ধ্যায়ই বুঝেছি। ওখানে থেকেছ কখনও?'

'জীবনের বেশির ভাগটাই। আমার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনরা সবাই ছিল আংকেল হার্ভের বন্ধু। ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা গেছে সব। তারপর থেকে ওই র‍্যাঞ্চটাই ছিল আমার বাড়ি।'

'তোমার জন্যে আলাদা করে কিছু রেখে গেছেন মিস্টার হার্ভে?'

'না,' মাথা নাড়ল বেলিন্দা, 'দরকারই মনে করেনি। আংকেল ভেবেছিল, র‍্যাঞ্চটা কিনে নিতে পারবে জিম, এবং আমি তাকে বিয়ে করব। আর কিসের ভাবনা। তবে একটা ভুল করেছিল আংকেল, আমার আর জিমের মাখামাখিটাকে অন্যভাবে দেখেছিল, কল্পনাই করেনি ভাইবোনের মত ছিলাম আমরা। তবে জিমকে বিয়ে না করলেও আমার কোন অসুবিধে হত না। সে ওটার মালিক হলে আমিও সারাজীবনই থাকতে পারতাম ওখানে।'

খেতে খেতে আরও অনেক কথা হলো। বার বার পাহাড়-চূড়াটার দিকে তাকাচ্ছে জিম। কাজটা মোটেও সহজ নয়, তবু যেভাবেই হোক, ডিঙাতেই হবে ওই পাহাড়।

হঠাৎ পেছনে গর্জে উঠল রাইফেল। ডাইভ দিয়ে পাথরের আড়ালে এসে পড়ল দু-জনে। কাউকে দেখতে পেল না গিরিপথটায়।

একটা পাথরের আড়াল থেকে চিৎকার করে বলল ড্যাগা, 'বেলিন্দা, তুমি বেরিয়ে আসতে পারো। তোমার কোন ক্ষতি করা হবে না। মাথার ওপর দু-হাত তুলে বেরোলে জিমকেও কিছু করব না।'

বেলিন্দার দিকে তাকাল জিম।

মাথা নাড়ল বেলিন্দা। যাব না।

চেঁচিয়ে জবাব দিল জিম, 'এখানেই আমাদের পছন্দ! বেশি দরকার থাকলে এসে ধরে নিয়ে যাও।'

নীরবতা।

ফিসফিস করে বলল বেলিন্দা, 'ও বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। শহরে যেতেই হবে। নিলাম ডাকার সময় থাকতে হবে ওখানে।'

'রাইফেলটা তুলে নাও,' বলল জিম। 'এগোলেই গুলি চালাবে। সোজা মেরে ফেলবে, কোন মায়াদয়া নেই। আমি যাচ্ছি।'

উঠে দাঁড়াল জিম। ক্ষয়ে যাওয়া ধূসর বিশাল একটা পাথরের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে যাবে দেয়ালের কাছে, যেখান থেকে ঝর্না নেমেছে। চূড়ায় উঠবে।

'জিম!' মৃদু সলজ্জ কণ্ঠে ডাকল বেলিন্দা।

ডাকটা অন্যরকম। ফিরে তাকাল জিম।

ইশারায় কাছে ডাকল বেলিন্দা। পরক্ষণেই চোখ নামাল। রক্ত জমেছে গালে।

কাছে এসে দাঁড়াল জিম। উঁচু হয়ে তার গালে টুক করে চুমু খেল বেলিন্দা।

boighar.com

হাত চেপে ধরল। 'জিম, প্লীজ, মারা যেয়ো না! আমাকে কথা দাও!'

'দিলাম, মারা যাব না।'

'এখনও ভেবে দেখো, জিম, ওই র‍্যাঞ্চ আমাদের দরকার নেই। শুধু তোমাকে পেলেই আমি···'

হাতটা ছাড়িয়ে নিল জিম। মৃদু হাসল বেলিন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে। 'আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো তুমি।' আর একটাও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

পুকুরের ধার ধরে এগোল সে। আরেকবার তাকাল ওটার দিকে। গভীর কালো পানি। মনে রাখার মত।

দেয়ালের গোড়ায় এসে দাঁড়াল। তাকাল ওপর দিকে। দূরে থেকে দেখে যতটা মনে হয়েছিল, ততটা কঠিন বোধহয় হবে না কাজটা। এর চেয়েও খাড়া আর বিপজ্জনক পাহাড়ে চড়েছে সে। চড়া নিয়ে ভাবছে না। বড় অসুবিধেটা অন্যখানে। গিরিপথে ঘাপটি মেরে আছে শত্রু। শক্তিশালী রাইফেল আছে ওদের কাছে। ওদের চোখে পড়ে গেলে···

ভাবনাটা মন থেকে প্রায় ঠেলে সরাল সে।

দেয়ালের গা থেকে বেরিয়ে আছে চার ইঞ্চি পাথর। হাত বাড়িয়ে ওটা খামচে ধরল জিম। ওপর দিকে তাকাল। তারপর উঠতে শুরু করল।

দেয়ালের মাঝে মাঝে ছোট ছোট খাঁজ, পাথর। ওগুলোতে আঙুল আর জুতোর ডগা বাধিয়ে উঠে চলল সে। কোথাও জন্মেছে শক্ত ঝোপ, ওগুলোও সাহায্য করছে উঠতে। পেছনে হঠাৎ গর্জে উঠল রাইফেল, একবার। পরমুহূর্তে গুলি চলল ছয়বার, দূরে গিরিপথের দিকে। কিছু একটা নিশ্চয় চোখে পড়েছিল, গুলি করেছিল বেলিন্দা, জবাব এসেছে সঙ্গে সঙ্গে।

খাড়া দেয়াল, কিন্তু আঙুল বাধানোর জায়গা আছে প্রচুর। ফলে উঠতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। বরং এতটা তাড়াতাড়ি উঠতে পারবে ভাবেনি জিম। তার কাপড় আর পাথরের রঙ এক হয়ে মিশে গেছে। দূর থেকে সহজে আলাদা করে চেনা যাবে না। যতটা সম্ভব নড়াচড়া কম করে উঠছে সে। বেশি নড়লে শত্রুদের চোখে পড়ে যেতে পারে। সুযোগ একটা পাওয়া গেছে যখন, যে করেই হোক কাজে লাগাতে হবে এটাকে।

দু-শো ফুটমত উঠে থামল জিম। চ্যাপ্টা একটা পাথর সামান্য বেরিয়ে আছে দেয়ালের গা থেকে। আশেপাশে জন্মে আছে ছোট ছোট লতা জাতীয় গাছ। পাথরটায় উঠে বসল সে। জিরিয়ে নেবে খানিকক্ষণ।

ওপরের দিকে তাকাল। প্রায় খাড়া উঠে গেছে দেয়াল। কয়েক ফুট ওপরে দেয়ালের গায়ে চওড়া একটা ফাটল। দেয়ালের গা মসৃণ, চকচকে। পাথরের রঙ কালচে-নীল। দমে গেল জিম। জায়গাটা পার হওয়া বড় কঠিন। প্রায় অসম্ভবই মনে

বইঘর.কম

হলো। কিন্তু এতখানি উঠে আসার পর হাল ছেড়ে দেবে? কিছুতেই না। দুটো অসাধ্য সাধন করতে হবে এখন তাকে। ওই ফাটল বেয়ে ওঠা, এবং শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেয়া। ওখানে কোন আড়াল নেই, শত্রুর চোখে পড়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা। চোখ তুলে কেবল এদিকে তাকালেই হয় ওদের কেউ, ঠিক দেখে ফেলবে।

দেখলে ওরা গুলি করবে। পাল্টা গুলি করে যে সে ঠেকাবে তারও উপায় নেই। তবু, ঝুঁকিটা নিতেই হবে।

চ্যাপ্টা পাথরে খাড়া হয়ে দাঁড়াল জিম, দেয়ালের দিকে মুখ। ভাল করে তাকিয়ে মাথার ওপরের ফাটলটা পরীক্ষা করল আরেকবার। তারপর আবার বসে পড়ল পাথরে। জুতো খুলে নিল পা থেকে। দুটোরই ফিতে এক করে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে নিল। বুকের ওপর ঝুলে রইল বুটজোড়া। মন শক্ত করে নিয়ে আবার উঠে চলল ওপরে।

ফাটলটায় পৌঁছে গেল সে। নিচের দিকটা ঢালু, অনেকটা পার্কের স্লিপারের মত। অতি ছোট ছোট কয়েকটা খাঁজ। ওগুলোতেই কোনমতে আঙুল বাধিয়ে ফাটলে ঢুকে পড়ল, শত্রুর রাইফেলের সামনে নিজেকে পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দিয়ে।

পাথরের আড়াল থেকে বেলিন্দা তাকে দেখছে কিনা বুঝতে পারল না জিম। কিন্তু সে ফাটলে ঢুকে পড়তেই শুরু হলো গুলি। বার তিনেক গুলি করল বেলিন্দা, জবাব এল ডজনখানেক বুলেট দিয়ে।

সেদিকে কান দেয়ার সময় নেই জিমের, দেখারও কোন উপায় নেই। ওপরে ওঠায় মন দিল সে।

ছয় ফুট গভীর ফাটল, চওড়া কম। একটাই মাত্র উপায় আছে ওঠার। ফাটলের এক দেয়ালে পিঠ দিয়ে আরেক দেয়ালে পা ঠেসে ধরতে হবে। চাপ রাখতে হবে সারাক্ষণ। অতি ধীরে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে ওপরে তুলতে হবে পা, দেয়ালে ঠেসে রাখতে হবে পিঠ। ভীষণ কঠিন কাজ, মারাত্মক ঝুঁকি। কিন্তু উঠতে চাইলে এছাড়া আর কিছু করারও নেই।

একপাশের দেয়ালে পিঠ রাখল জিম। বাঁ পা তুলে চেপে ধরল উল্টোদিকের দেয়াল, শক্ত করে ফেলল শরীরটা। ডান পা তুলল, বাঁ পায়ের ফুটখানেক ওপরে। চেপে ধরল দেয়ালে। পেছনে পিঠের চাপ রেখে মসৃণ দেয়ালে ঘষটে তুলে ফেলল শরীরটা কয়েক ইঞ্চি। বাঁ পা তুলল আবার ফুটখানেক। ইঞ্চি ইঞ্চি করে উঠে চলল সে। নিচে তাকানোর সাহস নেই। জানে, পা ফসকালে কি ঘটবে। আছড়ে পড়বে ফাটলের তলায়, স্লিপারে পিছলে উড়ে গিয়ে পড়বে দু-শো ফুট নিচে।

নিচে তো তাকালই না, কি ঘটবে ভাবতেও চাইল না সে। ঘামছে দরদর করে। কপালের ঘাম ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছে চোখে, জ্বালা করছে। সড়সড় করে ঘাম ঢুকে যাচ্ছে বুকে, পেটে। উলের শার্টের তলায় অস্বস্তিকর এক অনুভূতি।

boighar.com

শত বাধা সত্ত্বেও উঠে চলল ধীরে ধীরে।

প্রতিটি মুহূর্তকে একেকটা যুগ বলে মনে হচ্ছে জিমের। সময়ের হিসেব রাখতে পারছে না, প্রয়োজনও মনে করছে না। ভাবনা একটাই, ওপরে উঠে যাওয়া। কিন্তু মনের সেই জোরও হারাল একসময়। বিচিত্র একটা ইচ্ছে হতে লাগল, পা সরিয়ে এনে শরীরটাকে ছেড়ে দিতে। এরপর যা হয় হোক! এই কষ্টের চেয়ে মরাও যেন এখন মহাশান্তি।

জোর করে ইচ্ছেটাকে দমন করল সে। ওপর দিকে তাকাল। আরি, পৌঁছে গেছে তো! আর মাত্র ফুট বিশেক বাকি।

নতুন উদ্যমে আবার উঠতে লাগল। কিন্তু ফুট দুয়েক ওঠার পরই উদ্যম শেষ। অবশ হয়ে গেছে পিঠের মাংসপেশী। আর মাত্র আঠারো ফুট, কিন্তু মনে হতে লাগল আঠারো মাইল।

আরেক ফুট উঠেছে, এই সময় গর্জে উঠল আবার রাইফেল। কয়েক ইঞ্চি দূরে শাট্ করে এসে লাগল বুলেট, চিলতে উঠে গেল পাথরের। ভীষণ চমকে গেল জিম, পায়ের চাপে ঢিল পড়ল। সড়সড় করে নেমে চলে এল ফুটখানেক। ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতর। প্রাণপণ চেষ্টায় পায়ের চাপ আবার বাড়িয়ে পতন রোধ করল কোনমতে। হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে লাফাচ্ছে, ভয় হচ্ছে ওটার ঝাঁকুনিতেই নিচে পড়ে যাবে।

আর নিচের দিকে না তাকিয়ে পারল না সে। প্রায় তিনশো ফুট নিচের দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল নিজের অজান্তেই। পড়লে কি দশা হবে আন্দাজ করতে পারছে। ভর্তা হয়ে যাবে শরীরটা। বেলিন্দাও হয়তো তখন তার কুৎসিত লাশটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠবে।

বেলিন্দাকে কথা দিয়ে এসেছে সে, মরবে না। অপেক্ষা করতে বলে এসেছে। জীবনে কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনি জিম। যাকে যা কথা দিয়েছে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। বেলিন্দার সুন্দর মুখটার কথা মনে পড়তেই সাহস ফিরে এল মনে। নতুন উদ্যমে আবার পা বাড়াল ওপর দিকে।

ঠিক এই সময় আবার গুলির শব্দ।

চড়াৎ করে মুখের কয়েক ইঞ্চি দূরে পাথরের চিলতে উঠে গেল। গিরিপথের দিক থেকে ভেসে এল সম্মিলিত চিৎকার। গর্জে উঠল রাইফেল। বেলিন্দা গুলি করছে। হটানোর চেষ্টা করছে ডাকাতগুলোকে।

একনাগাড়ে কয়েকবার গুলি চালানোর পর চুপচাপ। হয়তো ম্যাগাজিনে নতুন গুলি ভরছে বেলিন্দা।

প্রাণপণে উঠে চলল জিম।

হঠাৎ যেমন থেমে গিয়েছিল, তেমনি হঠাৎই আবার গর্জে উঠল রাইফেল। পাথরের আড়াল থেকে লোকগুলোকে বেরোতেই দিচ্ছে না বেলিন্দা। ভালমত নিশানা করার সুযোগ দিচ্ছে না। তাহলে জিমকে মিস করত না।

বইঘর.কম

বেলিন্দার গুলির পাল্টা জবাব দিতে লাগল ওরা। তবে অযথা। কিছুই যে করতে পারছে না, লাগাতে পারছে না, বোঝা যাচ্ছে।

হঠাৎ থেমে গেল গোলাগুলি। একেবারে নীরব। ভয় পেয়ে গেল জিম। গুলি খেলো না-তো বেলিন্দা! না তাকিয়ে আর পারল না সে। দেখল, পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বেলিন্দা। গুলি খায়নি। সামান্য কুঁজো হয়ে ছুটল গিরিপথের দিকে। ছুটতে ছুটতেই গুলি চালাল।

তাকে কভার দেয়ার জন্যে মস্ত ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে বেলিন্দা। ওরা গুলি করলেই এখন মেরে ফেলতে পারে। তারপর বড়জোর আর একটা গুলি, ব্যস, জিমও শেষ।

গায়ে যেন অসুর ভর করল এসে জিমের। কি করে এর পরের কয়েকটা ফুট উঠল, বলতে পারবে না। হঠাৎ বাতাসের হালকা পরশ লাগল গালে। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখল চূড়ায় পৌঁছে গেছে।

উপত্যকার দিক থেকে রাইফেল গর্জে উঠল একবার। শাট্ করে এসে চূড়ার কিনারে লাগল বুলেট। পাথরের চিলতে ছিটিয়ে তীক্ষ্ণ শিস কেটে বেরিয়ে গেল।

থাবা মারল জিম। আঁকড়ে ধরল ফাটলের কিনারা। জোরে একবার দোলা দিয়ে শরীরটাকে ডিগবাজি খাওয়াল। মিস করলেই গিয়েছিল। কিন্তু করল না। আছড়ে এসে পড়ল চূড়ার পাথুরে সমতলে।

হাত-পা কাঁপছে থরথর করে। শরীর অবশ। বুকের খাঁচায় প্রচণ্ড লাফালাফি করছে হৃৎপিণ্ডটা। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু নষ্ট করার মত সময় নেই। জিরানোর সময়ও নেই। তাকে বাঁচাতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছে বেলিন্দা।

হামাগুড়ি দিয়ে কয়েক ফুট সরে এল জিম। উঠে দাঁড়াল। মাথা ঘুরছে, টলছে শরীর।

মাথা ঝাড়া দিয়ে জড়তা দূর করার চেষ্টা করল সে। আশপাশে, নিচে তাকাল। দক্ষিণে অনেক দূরে চোখে পড়ছে টাকার শহর।

বসে গলায় ঝোলানো বুট খুলে নিয়ে পরল। নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে।

নামতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হচ্ছে না। এখনও কাঁপছে হাত-পা, কেয়ার করল না। লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে চলল দ্রুত। লক্ষ্য দক্ষিণে। শহরে পৌঁছতে হবে।

মনে পড়ল, নিচে কোথাও রয়েছে ঝর্নাটা। একটা গিরিসঙ্কটের ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়ে বেরিয়েছে উপত্যকায়। তৃণভূমিকে দু-ভাগ করে এগিয়ে গেছে মরুভূমির দিকে। এখান থেকে দেখা যায় না ওটা।

নিচে, দক্ষিণে তাকাল জিম। একটা মালভূমি চোখে পড়ছে। সিডার গাছের ঘন জঙ্গল। ওটার ওপারেই নিশ্চয় রয়েছে ঝর্নাটা। তারপরেই চলে গেছে পায়ে চলা পথ, শহরের দিকে।

একটা ঘোড়া হলে অতি সহজেই পৌঁছে যেতে পারত শহরে। কিন্তু নেই যখন

boighar.com

হেঁটেই যেতে হবে। পাহাড়ী পথ ধরে শর্টকাটেও দূরত্ব দশ মাইলের কম হবে না। পথটা পেরোতেই হবে, শহরে পৌঁছে দেখা করতে হবে উকিলের সঙ্গে।

বেলিন্দা কি বেঁচে আছে! আর কোন গুলির শব্দ নেই কেন? মেরে ফেলল না তো?

দরদর করে ঘামছে জিম, হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। থেমে রুমাল বের করল পকেট থেকে। কপালের ঘাম মুছল। সামনেই কয়েক গজ নিচে গিরিসঙ্কট। এপাশের দেয়াল তত খাড়া নয়, মোটামুটি ঢালু।

শুয়ে পড়ল জিম। গড়াতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। গড়াতে গড়াতেই নেমে এল নিচে। কনুই আর হাঁটুর কাছে কাপড় ছিঁড়ে গিয়ে চামড়া ছিলে গেছে। কাঁটালতায় লেগে কেটে গেছে মুখের চামড়া, রক্ত বেরোচ্ছে। কিন্তু গ্রাহ্যই করল না সে। নিচে নেমেই ছুটতে শুরু করল সামনের মালভূমির দিকে।

আধ ঘণ্টা পর। রক্ত আর ঘামে কালচে হয়ে গেছে শার্টের জায়গায় জায়গায়। গিরিপথ চওড়া হয়ে এল সামনে হঠাৎ। একটা মোড় নিয়েই শেষ হয়ে গেল। সামনে বিস্তৃত মালভূমি। ধুলো উড়ছে। কেউ আছে নিশ্চয়।

গিরিপথের মুখের কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জিম। হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল একটা ঝোপের আড়ালে। কান খাড়া।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। কথা বলে উঠল কেউ, 'আর কোন সাড়াশব্দ নেই ওদের! কি হলো!'

'কি জানি!' জবাব দিল আরেকটা কণ্ঠ। হালকা গলা, নাকে লাগিয়ে কথা বলে। 'হয়তো দূরে কোথাও চলে গেছে। এতদূর থেকে এখানে পৌঁছাচ্ছে না গুলির আওয়াজ।'

'চলো, শেরিফ,' বলল প্রথম কণ্ঠটা। 'গরম খুব বেশি এখানে। চলো, হার্ভে-র‍্যাঞ্চের কুয়া থেকে পানি খেয়ে আসি।'

উঠে দাঁড়াল জিম। বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। 'শেরিফ, একটু দাঁড়ান। আমাকে খুঁজছিলেন?'

লম্বা মানুষ শেরিফ। ধূসর চুল। ইয়া বড় গোঁফ, চোখা হয়ে গালের ওপর উঠে গেছে দু-দিকের প্রান্ত। নীল চোখে ঈগলের দৃষ্টি। 'বোম্যান? চেহারায় অবশ্য তাই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, তোমাকেই খুঁজছি। কিন্তু যেচে এসে ধরা দেবার এত সাধ কেন?'

দ্রুত কারণ ব্যাখ্যা করল জিম। 'বেলিন্দা গ্যাটলিনকে আটকে রেখেছে ওরা। শেরিফ, জলদি চলুন আমার সঙ্গে, প্লীজ! জলদি…'

'কে আটকেছে?' তীক্ষ্ণ চোখে জিমকে দেখছে শেরিফ।

'ড্যাগা গালুশ আর তার দল।'

'ড্যাগা? এই একটু আগে তাকে টাকারের দিকে চলে যেতে দেখলাম।'

'তাহলে তো আরও তাড়াতাড়ি করতে হবে! নিশ্চয় উকিলের কাছে টাকা

বইঘর.কম

জমা দিতে গেছে। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই শুরু হবে নিলাম!' আনমনে বিড় বিড় করল জিম, 'বেলিন্দাকে ওরা মারবে না! শুধু সন্ধ্যা পর্যন্ত আটকে রাখবে!' শেরিফের দিকে তাকাল। 'শেরিফ, প্লীজ, আপনি যান। বেলিন্দাকে নিয়ে আসুন। আর দয়া করে আমার সঙ্গে একজন লোক দিন। টাকারে যেতে হবে।'

'কি হবে টাকারে গিয়ে?' ভুরু কোঁচকাল শেরিফ।

'বেলিন্দা গ্যাটলিনের নামে টাকা জমা দেব। র‍্যাঞ্চটা কিনতে হবে। দু' দু-বার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে সে। তার জন্যে কিছু করতে চাই…'

'কিন্তু তোমাকে তো জেলে ভরা হবে। জিম স্যাবারকে খুন করেছ…'

'আমি করিনি। সে সব কথা পরে হবে, শেরিফ। আগে আমার কথা শুনুন, লোক দিন। আপনি যান, বেলিন্দার কোন ক্ষতি হওয়ার আগেই…'

'বেলিন্দাকে বড়জোর আটকে রাখবে ওরা। র‍্যাঞ্চ কিনে এ-অঞ্চলেই বাস করতে হবে ড্যাগাকে। মেয়েমানুষ খুন করলে কেউ সহ্য করবে না, টিকতেই পারবে না সে এখানে…'

'ঠিক আছে, তার ব্যাপারে যা ভাল বোঝেন করুন। লোক দিন আমাকে। দেরি হয়ে গেলে নিলাম শুরু হয়ে যাবে। আমার কাছে দশ হাজার ডলার আছে। ওটা উকিলের হাতে পৌঁছে দিই আগে। তারপর আমাকে জেলে ভরেন, যা-ই করেন, কোন আপত্তি নেই।'

হাড্ডি-সর্বস্ব চিবুকে হাত বোলাল শেরিফ। 'অনেক দিন আগে আমাকে সঙ্গে নিয়েই এখানে এসেছিল বিল হার্ভে। আমিই তাকে পছন্দ করে দিয়েছিলাম জায়গাটা, র‍্যাঞ্চ করার জন্যে। সে কি চাইত, খুব ভাল করেই জানি আমি।' হঠাৎ ফিরল সহকারীর দিকে, 'হোরউইক, হার্ভে-র‍্যাঞ্চ তো তুমি চাও না, নাকি?'

'না, শেরিফ,' মাথা নাড়ল হোরউইক। 'বুড়ো হার্ভের দীর্ঘশ্বাস মঙ্গল আনবে না আমার। টাকা আছে, খরচ করব। চোর ডাকাত দমন করব। আর কিছুই চাই না আমি। তোমার সহকারী হয়ে থাকাই পছন্দ আমার। জীবনে একঘেয়েমী থাকে না।'

'তাহলে আজ আর কুয়ার পানি খেতে পারছ না। এই ছেলেটাকে নিয়ে যেতে হবে। উকিলের কাছে টাকা পৌঁছে দেয়ার পর নিয়ে গিয়ে হাজতে ভরবে।'

লম্বা হালকা-পাতলা লোক হোরউইক। নিচের দিকে ঝুলে পড়া চোয়াল। শেরিফের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'কুয়ার পানি খুব খেতে ইচ্ছে করছিল। ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ, আরেক দিন খাওয়া যাবে। জরুরী কাজটাই সারি আগে।' জিমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসো হে, স্যাবারই হও আর বোম্যানই হও, জিমটা তো ঠিক। ওই নামেই ডাকব। চলো, যাই।'

ঘোড়া দেয়া হলো জিমকে।

দলের অন্যদের নিয়ে গিরিসঙ্কটের দিকে রওনা হয়ে গেল শেরিফ।

জিমকে নিয়ে হোরউইক চলল টাকারে।

boighar.com

*

ফ্যাকাসে-সবুজ সেজঝোপ আর সিডারের জঙ্গল পেরিয়ে এল ওরা। নামল মালভূমি থেকে। সামনে মরুভূমি।

'এদিক দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি হবে,' বলল হোরউইক। 'এখানে সহজে কেউ আসতে চায় না, তাই কারও ওত পেতে থাকার ভয় কম।'

ঠিক দুপুর। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। আগুন ছড়াচ্ছে যেন সূর্য। আগে আগে চলেছে হোরউইক, শুরুতে কয়েকবার ঘন ঘন পেছনে ফিরে তাকাল। দেখল, জিম আসছে কিনা।

অবাকই হলো জিম। তাকে যেন একটু বেশিই সুযোগ দিচ্ছে লোকটা! পালানোর সুযোগ? সে পালায় কিনা পরীক্ষা করছে নাকি?

হোরউইক যা ভাবে ভাবুক, জিমের কিছু না। একজন সঙ্গী আর ঘোড়া পেয়ে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে সে। তার এখন একটাই উদ্দেশ্য, তাড়াতাড়ি টাকারে গিয়ে উকিলের সঙ্গে দেখা করা।

দ্রুত এগিয়ে চলল দুই ঘোড়সওয়ার। চোখের সামনে নাচছে বাতাস, তাতে এক ধরনের অদ্ভুত ঝিলিমিলি। মরুভূমিতে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপের ফলে ঘটে এটা। একবিন্দু হাওয়া নেই। স্থির হয়ে আছে বালির সমুদ্র। গনগনে চুল্লির ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে যেন দুটো ঘোড়া।

গতি একটু কমিয়ে জিমের পাশে চলে এল হোরউইক। 'বেশি জোরে চালিও না হে, ঘোড়াগুলো সইতে পারবে না। এরা মরলে আমরাও মরব।'

কয়েক কদম পাশাপাশি হাঁটল দুটো ঘোড়া। ফিরে তাকাল আবার হোরউইক। 'আমার মনে হয়, লোকটা তুমি সৎই। পালিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছি, যাওনি।' হাসল। 'ভালই করেছ। বেশিদূর যেতে পারতে না। গুলি করে কখনও মিস করেছি কিনা, মনে নেই।'

'পালানোর কোন কারণ নেই আমার,' জবাব দিল জিম। 'কোন অন্যায় করিনি। জীবনে প্রথম এসেছি টাকারে। গোলমালে জড়িয়ে পড়েছি যে, এটা নিতান্তই একটা দুর্ঘটনা।'

পরের আধমাইল পাশাপাশি এগোল ওরা। নীরবে।

সামনে পাথর আর টিলার ছড়াছড়ি। কপালে হাত রেখে রোদ বাঁচিয়ে তাকাল দু-জনেই। হলুদ মাটির একটা টিলার পাশে কয়েকটা গাছ। বড় একটা গাছের ডালে বসে আছে ছয়টা বিশাল কুৎসিত পাখি, মরুর শকুন।

'মড়া দেখেছে,' বলল হোরউইক। 'এসো তো, দেখেই যাই কি দেখল?'

সামান্য মোড় নিয়ে এগোল ওরা। শ-দুয়েক গজ এসে রাশ টেনে দাঁড় করাল ঘোড়া।

সিডার গাছগুলোর ঘেরের ভেতরে বালিতে ছড়ানো একটা গর্ত, বিশাল পিরিচের মত দেখতে। ওটাতে পড়ে আছে একটা ঘোড়া। ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলেছে

শকুনের দল। ঘোড়াটার চামড়ার রঙ ধূসর। বাঁকানো ধারাল ঠোঁট দিয়ে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে এখনও কয়েকটা শকুন। আগন্তুকদের দেখে বিশাল ডানা ঝাপটে উড়ে গিয়ে বসল গাছে।

ছিন্নভিন্ন ঘোড়াটার দিকে চেয়ে বালিতে থু-থু ফেলল হোরউইক। 'জিম স্যাবারের ঘোড়া। ওই যে, জিনটা পড়ে আছে।'

এগিয়ে গিয়ে পিরিচটার চারপাশে একবার চক্কর দিল দু-জনে। হঠাৎ হাত তুলে দেখাল জিম। 'দেখুন, এখানে মরেনি স্যাবার! হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেছে!'

'হ্যাঁ,' হোরউইক গম্ভীর। 'তবে বেশিদূর যেতে পারেনি, বোঝা যায়। অনেক বেশি রক্তক্ষরণ হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ?'

ঘোড়া থেকে নামল দু-জনে। মুখ থমথমে। কি দেখতে পাবে, জানা আছে। এগোতে চাইছে না। দেখতে চাইছে না বীভৎস দৃশ্যটা।

কিন্তু দেখা দরকার। অবশেষে কাঁধে ঝোলানো রাইফেল খুলে নিল হোরউইক। 'জিম স্যাবার আমার বন্ধু ছিল,' নিজেকেই বোঝাল যেন সে। 'কি হলো ওর, দেখতেই হচ্ছে।'

প্রচুর চিহ্ন রেখে গেছে বালিতে। সহজেই এগোনো গেল।

দু-বার হুমড়ি খেয়ে পড়ে বিশ্রাম নিয়েছে আহত লোকটা। বেশ অনেকক্ষণ করে। বালিতে শুকিয়ে আছে কালচে রক্ত।

এক জায়গায় ছেঁড়া শার্ট পাওয়া গেল। থেমে শার্ট ছিঁড়েছে স্যাবার। ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে।

চিহ্ন ধরে ধরে এগিয়েই চলল ওরা। সামনে টিলা। পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে খাড়া দেয়াল। সমান করে চেঁছে ফেলা হয়েছে যেন দেয়ালটা। এটা বেয়ে উঠে ওপাশে যাওয়ার কোন উপায় নেই।

হাত তুলল হোরউইক, 'দাঁড়াও।' আঙুল তুলে নিচে দেখাল, 'ওই দেখো।'

বালিতে জুতোর ছাপ, হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া আহত লোকটার পাশে পাশে এগিয়ে গেছে।

খুদে একটা সেজঝোপের কাছে এসে দাঁড়াল দু-জনে। রক্তের ছিটে শুকিয়ে আছে ফ্যাকাসে-সবুজ লতাপাতায়। ঝোপের পাশে এক জায়গায় বালি সামান্য ডেবে গেছে। তার পাশেও জুতোর ছাপ। একটা ছাপের গোড়ালি বেশি গভীর হয়ে বসেছে বালিতে।

চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে হোরউইকের। ওই ছিটানো রক্ত আর জুতোর গোড়ালি বেশি ডেবে যাবার একটাই ব্যাখ্যা। পাশে পাশে এগিয়ে এসে এখানে থেমেছিল খুনী। লাথি মেরেছিল আহত লোকটাকে।

বেশি দূর আর এগোতে পারেনি। তবু, আহত লোকটার স্নায়ুর জোর বোঝা গেল। কোন বাধাই তার এগোনো থামাতে পারেনি।

টিলার খাড়া দেয়ালের ধার ঘেঁষে জন্মে আছে সেজঝোপ, কোথাও ঘন,

boighar.com

কোথাও পাতলা। আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা আকারের পাথর।

ঠিক দেয়ালের গা থেকে তেরছা হয়ে বেরিয়ে থাকা ঘন একটা ঝোপের নিচে পাওয়া গেল লোকটাকে। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। এখানে পৌঁছেও বেশ কিছু সময় হুঁশ ছিল তার, আশেপাশের চিহ্ন দেখে বোঝা যায়। বাঁচবে না, এটা বুঝেছিল জিম স্যাবারও, তবে মৃত্যুর পর কিংবা অর্ধমৃত অবস্থায়ই যাতে শকুনে টেনে ছিঁড়তে না পারে, সে-জন্যেই এই কষ্টটা করেছে সে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল হোরউইক। তাকাল জিমের দিকে। সাদাটে-ধূসর চোখ দুটো বরফের মত শীতল। 'জুতোর ছাপের পাশে গিয়ে দাঁড়াও। দেখতে চাই আমি।' রাইফেল তুলে নিয়েছে। নলটা চেয়ে আছে জিমের পেটের দিকে। পাথরের মত স্থির হয়ে আছে রাইফেল ধরা হাত।

হোরউইকের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল জিম। অস্বস্তি বোধ করছে। বুঝতে পারছে, কি অসামান্য এক ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, প্রয়োজনে কতখানি ভয়ঙ্কর হতে পারে এই লোক। স্যাবারের খুনী নয় বলে মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল সে।

হোরউইকের রাইফেলের দিকে চোখ রেখে ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেল জিম। জুতোর ছাপের পাশে দাঁড়াল। ওর জুতোর সঙ্গে মিলে গেলেই সর্বনাশ।

কিন্তু না, মিলল না। তার জুতোর যে ছাপ পড়ল তার চেয়ে ইঞ্চিখানেক বড় খুনীর জুতোর ছাপ। সোলও অন্যরকম। হাঁপ ছাড়ল সে।

'হুঁ,' আস্তে আস্তে মাথা দোলাল হোরউইক। 'মিলছে না! কিন্তু আরও শিওর হতে চাই। কি করে হব···' গাল চুলকাতে শুরু করল সে।

বাধা দিয়ে জিম বলল, 'দেখুন, দেয়ালে কি যেন লেখা···'

জিমের দিক থেকে চোখ সরাল না হোরউইক। চালাকির চেষ্টা করছে কিনা বুঝে নিল। রাইফেলের নলের মুখ একটুও না সরিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল দেয়ালের দিকে। মিথ্যে বলেনি জিম, সত্যিই কিছু লেখা রয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে টিলার গোড়ায় দাঁড়াল দু-জনে। স্যাবার যে ঝোপটায় পড়ে আছে, তার সামান্য দূরে স্লেট পাথরের কালচে দেয়ালে সাদাটে পাথরের চোখা মাথা দিয়ে লেখা ঃ

ড্যাগা আমাকে খু

অসমাপ্ত রয়ে গেছে বাক্যটা। এর বেশি আর লিখতে পারেনি। মারা গেছে।

আগুন ঝিলিক দিয়ে উঠল হোরউইকের চোখে। স্যাবারের লাশটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিছু মনে কোরো না, বন্ধু, আরও কয়েকটা ঘণ্টা থাকতে হবে তোমাকে এখানে।' জিমের দিকে ফিরল, 'চলো। ড্যাগাকে দরকার আমার!'

চূড়ায় উঠে জিমকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল বেলিন্দা। তাকে সুযোগ দেয়ার জন্যে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়েছিল। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গুলি করতে করতে ছুটেছিল

বইঘর.কম

সামনে। সহজেই তাকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারত তখন ড্যাগার লোকেরা মারেনি। কেন? আরেকটা পাথরের আড়ালে আবার লুকিয়ে পড়ার সুযোগ কেন দিল?

হঠাৎ বুঝে গেল বেলিন্দা কারণটা। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় আছে, এর মধ্যে টাকা দিতে না পারলে শুরু হয়ে যাবে নিলাম ডাকা। ড্যাগা নিশ্চয় চলে গেছে। বেলিন্দাকে আটকে রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছে দলের লোকদের।

জিম বেরিয়ে গেছে, কিন্তু ঘোড়া নেই। হেঁটে যেতে হবে। অনেক সময় লাগবে তাতে। নিলাম ডাকা শুরু হবার আগে কিছুতেই পৌঁছুতে পারবে না টাকারে। তাছাড়া শেরিফের লোকেরাও ছড়িয়ে পড়েছে। ধরা পড়ে যাবে জিম।

এতক্ষণে পরিষ্কার হলো বেলিন্দার কাছে, ওদেরকে মারার ইচ্ছে ছিল না ড্যাগার। চালাকি করে এনে ঢুকিয়েছে এই বক্স ক্যানিয়নে। আটকে রেখে সময় নষ্ট করার জন্যে। এবং সফল হয়েছে সে।

আর কোন আশা নেই হার্ভে-র‍্যাঞ্চ পাওয়ার। নিজের অজান্তেই বুক ভেঙে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস।

টাকারের পথে আজ লোক চলাচল বেশি। সাধারণত এতটা থাকে না। উকিলের অফিসের সামনে ভিড়।

ঘোড়া থেকে নামল জিম এবং হোরউইক। ঘোড়া দুটো বাঁধল খুঁটির সঙ্গে।

'তুমি ভেতরে যাও,' জিমকে বলল হোরউইক। উইনচেস্টারের গায়ে থাবা দিল। 'আমি ড্যাগাকে খুঁজতে যাচ্ছি।'

'আমি আসব সঙ্গে?' বলল জিম।

'যাও তো, নিজের কাজ সারোগে,' ধমক লাগাল হোরউইক। 'বুড়ো হয়েছি বটে। কিন্তু ড্যাগার মত একটা শয়তানকে সামলাতে কারও সাহায্য লাগবে না আমার।'

সুইং ডোর ঠেলে খুলে ঘরের ভেতর পা রাখল জিম।

বিরাট ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। লম্বা, রোগাটে শরীর। ধূসর হয়ে এসেছে চুল। চোখ তুলে তাকালেন।

'আপনি উকিল বেন রাউনি?' জিজ্ঞেস করল জিম।

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ।

এগিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল জিম। কোমরের বেল্টের গোপন ভাঁজ থেকে বের করল একতাড়া নোট। টেবিলের ওপর রেখে ঠেলে দিল। এখানে দশ হাজার আছে। হার্ভে-র‍্যাঞ্চের জন্যে প্রথম কিস্তি। নাম বদলে বেলিন্দা অ্যাণ্ড বোম্যান র‍্যাঞ্চ লিখুন।

উজ্জ্বল হলো বেন রাউনির চোখ। 'তুমি মেয়েটার পার্টনার? ওর হয়ে টাকা

boighar.com

জমা দিচ্ছ?' জবাবের অপেক্ষা না করেই বললেন, 'বেশ বেশ। খুব খুশি হলাম। তুমি ছেলে একটা কাজের কাজই করলে।'

'নামেই শুধু পার্টনার,' বলল জিম। 'দলিলে আমার নাম লিখবেন না। বেলিন্দার একজন সাহায্যকারী দরকার, সাহায্য করছি আমি, ব্যস।'

নোটের তাড়া টেনে নিয়ে গুণলেন উকিল। ড্রয়ারে রেখে চাবি আটকালেন। সামনে ঝুঁকে মাথা সামান্য কাত করে তাকিয়ে হাসলেন। 'বেলিন্দাকে তুমি ভালবাস, না?'

ঘাড় চুলকাল জিম। হেসে মাথা ঝাঁকাল।

'কিন্তু স্যাবারকে খুন করতে গেলে কেন?'

সোজা হয়ে গেল জিম। হাসি চলে গেল মুখ থেকে। 'কে বলেছে?'

'ড্যাগা গালুশ। এই তো মিনিট বিশেক আগে এসেছিল। বলল সব কথা।'

'মিথ্যে বলেছে!'

সংক্ষেপে উকিলকে জানাল সব জিম। লাশটা কোথায় পড়ে আছে তা-ও বলল।

মাথা দোলালেন উকিল। 'হুঁ, আমারও এরকমই একটা সন্দেহ হচ্ছিল। ড্যাগার কথা বিশ্বাস করিনি। বুড়ো হার্ভেও দুর্ঘটনায় মরেনি, ও-ই খুন করেছে। যাক, শেষ পর্যন্ত নিতে পারল না র‍্যাঞ্চটা···আচ্ছা, এখন এসো। জরুরী কিছু কাজ আছে···'

উকিলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল জিম। গালে হাত বোলাল একবার। বিচ্ছিরি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। না কামালেই নয়।

চোখের ওপর হ্যাটের কানা টেনে নামাল হোরউইক, রোদ বাঁচানোর জন্যে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল একবার ডানে, একবার বাঁয়ে। অনেক লোক আছে পথে, ওদের মধ্যে দেখা গেল না ড্যাগাকে। উকিলের অফিসের সামনে ভিড় বাড়ছে। নিলাম দেখতে এসেছে। ওরা জানে না, হার্ভে-র‍্যাঞ্চের জন্যে আর নিলাম ডাকা হবে না।

একটা লোককে ধরে জিজ্ঞেস করল হোরউইক, ড্যাগাকে দেখেছে কিনা।

লোকটা জানাল, বিশ-পঁচিশ মিনিট আগে উকিলের অফিসে ঢুকেছিল ড্যাগা। তারপর বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেছে, জানে না।

দ্রুত হেঁটে চলল হোরউইক। পাথর বিছানো পথে ভারি বুটের মশ্‌মশ্‌ শব্দ হচ্ছে। হাতের রাইফেলটা বাঁকা করে আড়াআড়ি ধরে রেখেছে বুকের ওপর। যেন মানুষখেকো বাঘের সন্ধানে বেরিয়েছে সে, ঝোপের আড়াল থেকে জানোয়ারটা লাফ দিলেই গুলি চালাতে প্রস্তুত। মুখ-চোখ শান্ত, শুধু ঠোঁটজোড়া চেপে বসেছে একটা আরেকটার সঙ্গে।

এখানে ওখানে কিছুক্ষণ ড্যাগাকে খুঁজল সে। না পেয়ে শেষে চলে এল

বইঘর.কম

বাজারে।

এক জায়গায় একসারিতে কয়েকটা দোকান। বড় একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল হোরউইক। জোরে ধাক্কা দিয়ে খুলল সুইং ডোর। ঘরের সব ক'টা মুখ একসঙ্গে ঘুরে গেল দরজার দিকে। ড্যাগা নেই এখানেও।

'ড্যাগা গালুশকে দেখেছ কেউ?' জিজ্ঞেস করল হোরউইক।

নীরবে মাথা নাড়ল লোকগুলো।

বুড়ো দোকানদার জানতে চাইল, 'কেন? কিছু করেছে নাকি?'

'জিম স্যাবারকে খুন করেছে।'

স্তব্ধ হয়ে গেল ঘরের প্রতিটি লোক।

এক পা এগিয়ে এল দোকানদার। মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে চিবুক তুলে ইঙ্গিতে পাশের সেলুনটা দেখিয়ে বলল, 'চুল কাটছে। নিলামের জন্যে রেডি হচ্ছে...'

সবটা শোনার দরকার মনে করল না হোরউইক। বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

রাস্তায় নামল জিম। প্রথমেই চোখ পড়ল রাস্তার ওপাশের বাড়িটার দিকে। কামারশালা। লম্বা এক লোক দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

ইতস্তত করল জিম। মোড় নিয়ে হাঁটতে শুরু করল বাজারের দিকে। দাড়িগোঁফের যা অবস্থা, আর না কামালেই নয়।

নাপিতের দোকানটা খুঁজে বের করতে সময় লাগল না। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আস্তে ঠেলা দিয়ে পাল্লা খুলে পা রাখল ভেতরে।

চেয়ারে মাথা এলিয়ে দিয়ে ঘুমাচ্ছে একজন লোক। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। পেছনটা দরজার দিকে ফেরানো।

এদিকে পেছন করে বসা আরেকজনের চুল ছাঁটছে নাপিত।

দরজায় শব্দ শুনে ফিরে তাকাল নাপিত। টাক মাথা তার। গোলগাল চেহারা। জিমকে দেখে বড় বড় হয়ে গেল চোখ। ঢোক গিলল।

চেয়ারে বসে আছে যে লোকটা তার বিশাল শরীর। অর্ধেক ছাঁটা হয়েছে চুল। গায়ে জড়ানো একটা সাদা কাপড়। দরজা খোলার শব্দের পর পরই নাপিতের হঠাৎ হাত থেমে যাওয়া সতর্ক করে তুলল তাকে। ফিরে তাকাল। পরক্ষণেই এক ঝটকায় ঘুরে গেল চেয়ারসহ, তার চোখও বড় বড় হয়ে গেছে।

'জিম বোম্যান! ধরা পড়োনি এখনও?' কর্কশ কণ্ঠ লোকটার।

গলা শুনেই চিনে ফেলল জিম, এই লোকই ড্যাগা গালুশ। কোমরের কাছে হাত চলে গেল তার। 'পড়েছিলাম, কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে হোরউইক।'

'ছেড়ে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ,' হাসল জিম। 'তোমার জন্যে আরও দুঃসংবাদ আছে, ড্যাগা। বেলিন্দার নামে টাকাটা জমা দিয়ে এসেছি আমি উকিলের কাছে।'

boighar.com

ড্যাগাকে খবরটা হজম করার সময় দিল জিম। তারপর বলল, 'জিম স্যাবারের লাশটাও খুঁজে পেয়েছি আমরা। মরার আগে দেয়ালে তোমার নাম লিখে গেছে ও। বাঁচতে চাইলে জলদি পালাও। হোরউইক এখন খেপা কুকুর। পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে তোমাকে।'

'হুঁ!' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল ড্যাগার। 'সব কিছুর মূলে তুমি, বোম্যান! আমার সর্বনাশ করেছ তুমি! সব শেষ করেছ···'

কথা শেষ হলো না তার। গুলির শব্দ হলো।

ড্যাগার শরীরে জড়ানো সাদা কাপড়ের নিচে হাতটা নড়ে উঠতে দেখল জিম। তবে সরতে দেরি করে ফেলল সামান্য। বুকে লাগল না গুলিটা, লাগল কাঁধে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। লাটিমের মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল শরীরটা। এবং এই পাক খাওয়াতেই বেঁচে গেল দ্বিতীয় গুলিটা থেকে। ঘুরে গিয়ে দরজার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে।

কোলের ওপর রিভলভার রেখেছিল ড্যাগা, তুলে নিয়ে গুলি করেছে কাপড়ের নিচ থেকেই। চোখ দুটো উজ্জ্বল, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে বিকৃত আনন্দে।

ঘুম ভেঙে গেল চেয়ারে বসা লোকটার। একবার তাকিয়েই বুঝে নিল পরিস্থিতি। একটা মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না, ডাইভ দিয়ে জানালার কাঁচ ভেঙে উড়ে গিয়ে পড়ল বাইরে।

স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন সময়। ঘোরের মধ্যে থেকে দেখল জিম, ড্যাগার গায়ের সাদা কাপড়ে ছোট গোল একটা ফুটো, ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

কখন ট্রিগার টিপল সে, বলতে পারবে না। হাতে অনুভব করল রিভলভারের ঝাঁকুনি। একবার···দু-বার···বিকৃত হয়ে যেতে দেখল ড্যাগার চেহারা। রিভলভারের নল ঘুরে যাচ্ছে মেঝের দিকে। গুলি বেরোল প্রচণ্ড শব্দে, মেঝেতে গিয়ে বিঁধল। অল্পের জন্যে মিস করল ড্যাগার পা

উঠে দাঁড়াচ্ছে ড্যাগা।

তৃতীয়বার গুলি করল জিম।

যে চেয়ারটায় বসেছিল সেটাতেই পড়ে গেল ড্যাগা। কানের নিচ থেকে রক্ত ছুটছে। ফোয়ারার মত ছিটকে গিয়ে পড়ল সাবান গোলানোর বাটিতে। সাদা ফেনাকে লাল করে দিল।

ঘরের কোণে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে নাপিত। একটা চেয়ার টেনে নিয়েছে সামনে, আড়াল করে রাখতে চাইছে নিজেকে।

বাইরে রাস্তায় পদশব্দ। ছুটে আসছে লোকজন। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল সেলুনের দরজা। প্রথম ঢুকল হোরউইক।

কাঁধ চেপে ধরে মেঝেতে বসে পড়েছে জিম।

ছুটে এসে তার পাশে বসে পড়ল হোরউইক। 'জিম···বেশি লেগেছে?··· জিম···'


বইঘর.কম

চোখ খুলে তাকাল জিম। চোখে চোখ পড়তে হাসল। আস্তে করে হাতখান রাখল হোরউইকের কাঁধে। শুনতে পেল, হোরউইক বলছে নাপিতকে, 'ডক, ড্যাগার চুল ছাঁটার পয়সাটা জিমের কাছ থেকে আদায় করে নিও।'

নিশ্চিন্তে জ্ঞান হারাল জিম।

মস্তবড় চাঁদ উঠেছে পাহাড়ের মাথায়। দূর থেকে ভেসে আসছে কয়োটের ডাক।

র‍্যাঞ্চ হাউসের বারান্দায় পাশাপাশি বসেছে বেলিন্দা আর জিম। চুপচাপ দেখছে অপরূপ প্রকৃতি। চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে শিশির-ভেজা তৃণভূমি। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে যেন গলিত রূপার চওড়া ফিতে।

'জিম?' মৃদুকণ্ঠে ডাকল বেলিন্দা।

'উঁ!' দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে স্বপ্নের জাল বুনছে জিম। জ্যোৎস্নায় কালো দেখাচ্ছে লাল পাহাড়।

'কালই চলে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা।

'কেন যাবে, জিম? এখানে তোমার কি অসুবিধে?'

জিম চুপ।

'কই, বললে না?'

'তুমি চাও, আমি থাকি?'

'জোর করেই ধরে রাখতাম, যদি জানতাম তোমাকে ভালবাসে এমন কেউ নেই তোমার। যার কাছে ফিরে যেতেই হবে তোমাকে।'

জবাব দিল না জিম। ভাবছে।

'বলো না, জিম, কেউ আছে তোমার? যার কাছে যেতে হবে?'

'আছে। বেশ কিছু।'

'মানে!'

'গরু। অনেক দুধ দেয়। ওরাই আমার আপনজন। অনেক দিন দেখি না, মনটা বড় ছটফট করছে।' হেসে উঠল জিম।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল বেলিন্দা। পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল জিমের গলা। 'উহ্, বাঁচালে আমাকে! কি যে দুশ্চিন্তায় ছিলাম এ ক'টা দিন! কেউ নেই তোমার, আগে বলোনি কেন?'

'তুমি তো জিজ্ঞেস করোনি।'

'জিম?' গালে গাল ঘষতে ঘষতে বলল বেলিন্দা।

'কি?'

'তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যে ছাড়তে ইচ্ছে করে না। এক কাজ করো না। লিখে র‍্যাঞ্চের কাউকে পাঠিয়ে দাও। গরুগুলো গিয়ে নিয়ে আসুক।'

boighar.com

'মন্দ বলোনি। ঠিক আছে, কাল সকালেই পাঠাব।'

মৃদু ডাক ভেসে এল আস্তাবল থেকে। জবাবে মোলায়েম আরেকটা ডাক। জিমের কালো ঘোড়াটার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে বেলিন্দার সুন্দরী ঘোটকীর। এই নিশুথি রাতে প্রেমালাপ চলছে ঘোড়া দুটোর।

কান পেতে শুনল মানব-মানবী।

মৃদু হাসি ফুটল জিমের ঠোঁটে।

হাত ধরে টানল বেলিন্দা। 'ওঠো, ঘরে যাই! ভীষণ ঠাণ্ডা এখানে।'

*****

WWW.BOIGHAR.COM

বইঘর.কম